যখের আসন

দীনেন্দ্রকুমার রায়



ঃ পরিবেশক ঃ

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১-সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম শৈব্যা সংস্করণ : আষাঢ়—১৩৩৫

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

॥ এক ॥

একখানি মোটর রাত্রিশেষে লণ্ডনের কেন্‌সিংটন হাই স্ট্রীট নামক রাজপথ দিয়া পূর্ণবেগে চলিতেছিল, হঠাৎ তাহার সম্মুখের একখানি চাকার 'টায়ার' মহাশব্দে ফাঁসিয়া গেল! কিন্তু টায়ার ফাঁসিলেও তাহার গতিরোধ হইল না; গাড়িখানি লাট্‌খাওয়া ঘুড়ির মতন বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গিয়া পড়িল পথ-প্রান্তবর্তী একটি আলোকস্তম্ভের উপর। সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় মোটরের সম্মুখের একখানি চাকা ভাঙিয়া গেল! মোটরের সোফার সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া তাহার আসন হইতে ছিট্‌কাইয়া পথে পড়িল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেমন গুরুতর আঘাত পাইল না। সে ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই মোটরের আরোহীদ্বয় গাড়ি হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন।

মোটরের আরোহীদ্বয়ের একজনের নাম মিঃ জেম্‌স ওয়াট্‌, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম টম্‌ মরিসন। মি ওয়াট্‌ লণ্ডনের উদীয়মান ডিটেক্‌টিভগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনি মিঃ রবার্ট ব্লেক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলেও গোয়েন্দা গিরির কৌশলে মিঃ ব্লেকের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। টম তাঁহারই সুযোগ্য সহকারী।

সোফার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া প্রথমে বিধাতাকে অভিসম্পাত করিয়া গাড়ির নিকট উপস্থিত হইল, এবং কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ ওয়াট্‌ দেখিলেন সেই খোঁড়া মোটর লইয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে যাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সোফারকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া প্রদান করিয়া অন্য কোন গাড়ির আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু সে সময় পথে একখানিও গাড়ি ছিল না; এমন কি, লোকজনেরও গতিবিধি ছিল না। কেবল একজন কনষ্টেবল টায়ার-ফাটার শব্দ শুনিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য পথের অন্য দিক হইতে সেই দিকে আসিতেছিল।

মিঃ ওয়াট্‌ টমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ইহারই নাম 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার'! রাত্রি চারিটার সময় হঠাৎ গাড়ি পাইবার কোন আশা নাই; চল, বাকি পথটুকু হাঁটিয়াই পাড়ি দিই।'

টম্ বলিল, 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতে পারিলাম কৈ? পার এখনও অনেক দূরে! খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া মরি নাই, ইহাই সৌভাগ্য।'

মিঃ ওয়াট্ টমকে লইয়া একটি বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কেবল আহার নহে, তাঁহার সেই বন্ধুর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতাদি আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান ছিল; সারারাত্রি উৎসবে মগ্ন থাকিয়া রাত্রিশেষে তাঁহারা গৃহে ফিরিতেছিলেন, পথিমধ্যে এই বিভ্রাট!

টম্ উৎসব-ভবনে নাচের মজলিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছিল—তাহার উপর এই রাত্রি জাগরণ; সে মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'অদৃষ্টে দুঃখ আছে, কে খণ্ডাইবে বল? আমরা প্রভাতে এখানে আসিলে এই পথের একটা বাড়িতে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া এক এক পেয়ালা চা খাইয়াও যাইতে পারিতাম। এই রাস্তাতেই একটু আগে জন মঙ্কের বাড়ি।'

টম কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া বলিল, 'একখানি মোটর যে বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে উহাই জন মঙ্কের বাড়ি নয় কি?'

মিঃ ওয়াট কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেই বাড়ি হইতে 'গুডুম' শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইল। মিঃ ওয়াট সবিস্ময়ে বলিলেন, 'এ সময় মঙ্কের বাড়ি হইতে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ! ব্যাপার কি?'

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দুইজন লোক সেই বাড়ির বারান্দা হইতে রাজপথে লাফাইয়া পড়িল, এবং পথে যে মোটরখানি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাতে উঠিয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল!

'চোর, চোর' শব্দে নিস্তব্ধ রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া টম সেই মোটরখানির অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলে মিঃ ওয়াট তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্বোক্ত অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া একটি বিরাট-বপু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং মিঃ ওয়াট ও টমকে পথের ধারে দেখিয়া সরোষে গর্জন করিয়া বলিল, 'দাঁড়া, দাঁড়া বেটা চোর! এক পা নড়িয়াছিস্ কি গুলি খাইয়া মরিয়াছিস্।'—জোয়ানটা পিস্তল তুলিয়া মিঃ ওয়াটের মস্তক লক্ষ্য করিল!

মিঃ ওয়াট বুঝিলেন লোকটা যদি হঠাৎ গুলি করিয়া বসে তাহা হইলে তাহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে; সুতরাং তিনি আগন্তুকের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'স্থির হও হে বাপু! মানুষ ভুল করিয়া ভুয়ো গণ্ডগোল করিতেছ কেন? যাহারা তোমার ঘরে ঢুকিয়াছিল

তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে ; আমরা নিরপরাধ। বিশেষতঃ মিঃ মঙ্কের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে।' চোর তোমাদের ঘরে ঢুকিয়া কোন জিনিসপত্র চুরি করিয়াছে না কি ?'

জোয়ানটি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে বলিল, 'আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া না পড়িলে শুধু হাতে ফিরিত কি না সন্দেহ। আপনি বলিলেন কর্তার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে ; কথাটা সত্য হইলে আপনি অনায়াসেই বাড়ির ভিতর আসিতে পারেন, কিন্তু পকেটে হাত পুরিবেন না। বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া পকেট হইতে ফস্ করিয়া পিস্তল বাহির হওয়া অসম্ভব নহে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'হ্যাঁ, আশংকার কথা বটে ! ঐ যে মঙ্ক নিজেই বাহিরে আসিতেছে দেখিতেছি। টম, চল মিতার সঙ্গে একটু মুলাকাত করিয়া আসি।'

আর একজন ভদ্রলোক দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পূর্বোক্ত জোয়ানটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি হে জনসন ? এত হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছ কেন ?'

জনসন বলিল, আজ্ঞে চোর, কর্তা ! কিন্তু চম্পট দিয়াছে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'গাড়িতে উঠিয়া। তাহাদের পলায়ন করিতে দেখিলাম বটে, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না। আমাদের ট্যাক্সিখানার টায়ার ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাহা হইতে নামিয়া আমরা হাঁটিয়াই বাড়ি যাইতেছিলাম। আমি মহাশয়ের ঘরের ভিতর যাইতে পারি কি ? আমার দ্বারা গৃহস্থের কোন উপকার হইতেও পারে।' কণ্ঠস্বর ব্যাঙ্গপূর্ণ।

মিঃ মঙ্ক মিঃ ওয়াটকে চিনিতে পারিয়া ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, 'ওয়াট ? তুমি, কি আশ্চর্য ! এসো, এসো। ঠিক সময়েই তুমি আসিয়া পড়িয়াছ ; তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।'

মিঃ ওয়াট টমকে সঙ্গে লইয়া বারান্দায় উঠিলেন ; মিঃ মঙ্ক তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সুদীর্ঘ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই কক্ষটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। দেওয়ালগুলি প্রাচ্যদেশীয় সুদৃশ্য ও মূল্যবান আস্তরণে আবৃত। প্রাচ্যদেশীয় অনেক রাজপ্রাসাদ হইতে সংগৃহীত আসবাবপত্রে এই কক্ষ বিভূষিত। হিন্দুস্থান, জাপান, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের বিচিত্র শিল্পসম্ভার এই কক্ষটিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ কৌতুকাগারে পরিণত করিয়াছিল।

মিঃ মঙ্ক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার লোহার সিন্দুকটি ভাঙ্গিয়াছে কি না

প্রথমে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর দেওয়ালের ঊর্ধ্বদেশে লম্বমান একখানি আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার একপ্রান্ত দেওয়াল হইতে স্খলিত হইয়াছে। একটি বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা সেই প্রান্তটি স্থানভ্রষ্ট করা হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গেল; কারণ সেই বর্শাখানি উক্ত আসনের নিম্নস্থিত একটি 'সো-কেশে'র উপর পতিত ছিল; এবং সেই সো-কেশটির উপরের কাচের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

মিঃ মঙ্ক সবিস্ময়ে বলিলেন, 'চোরের মতলবটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; হাতের কাছে এত মূল্যবান জিনিস থাকিতে বর্শার খোঁচা দিযা উঁচু হইতে ঐ আসনখানি নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল কেন?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কেন আসনখানি কি মূল্যবান নহে? অন্যান্য জিনিসের সহিত তাহার তুলনা করি—আমার এরূপ শক্তি নাই।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'না, উহা তেমন মূল্যবান নহে।' এই কক্ষের অন্য যে কোন জিনিস উহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যবান। এই সকল বহুমূল্য জিনিসের মধ্যে এই অকিঞ্চিৎকর আসনখানি কেন রাখিয়াছি জান?—কারণ উহার মূল্য যতই অল্প হউক, উহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। সে কথা তোমাকে পরে বলিব; আপাততঃ এই দুর্ঘটনার বিবরণ শুনা যাউক, জনসন, কি হইয়াছিল বল ত বাবা!'

জনসন মিঃ মঙ্কের সর্দার খানসামা; বাড়ির কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিঃ মঙ্কের আদেশে সে তাঁহারা সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমি ঘুমাইতেছিলাম, চোর পড়িবার 'এলারম' ঝন-ঝন শব্দে বাজিয়া উঠিতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! কিন্তু শব্দটা আমার কানে প্রবেশ করিতে না করিতেই থামিয়া গেল। এজন্য আমার ধারণা হইল এলারম বাজিয়া উঠিতেই চোর কোন কৌশলে উহার তার কাটিয়া দিয়াছিল। আমি উঠিয়া প্রথমে আপনার শয়ন-কক্ষের ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা করিলাম; তাহার পর আমার বন্দুক হাতে লইয়া দালানের দিকে দৌড়াইলাম। তাড়াতাড়ি এই ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দরজার নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম কি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল!'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'বটে? লোকটার ত খুব সাহস! ডাকাত না কি? তারপর কি হইল?'

জনসন বলিল, 'একজন হইলে কি পলাইতে দিতাম? দরজা খুলিতেই

আর এক মূর্তি দেখিতে পাইলাম। তাহার হাতে একটা জ্বলন্ত বাতি ছিল, বাতিটা সে ফস্ করিয়া নিবাইয়া ফেলিল। অন্ধকারে বোধ হইল কে একজন বাহিরের দিকে জানালার কাছে দৌড়াইয়া গেল। সে জানালা খুলিয়া পলাইবার সময় বাহিরের আলোকে মুহূর্তের জন্য আমার নজরে পড়িয়া গেল। যেমন দেখা, আর সঙ্গে সঙ্গে এক গুলি ঝাড়িলাম। গুলি লাগিয়া পাছে কোন জিনিস লোকসান হয় ভাবিয়া আমি বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া গুলি করিয়াছিলাম—সেইজন্য সেই গুলিতে কোন জিনিসপত্র তছ্‌রূপ হইল না; এমন কি, তাহা চোর বেটার একগাছি কেশও স্পর্শ করিল না! খুব সাফাই হাতে গুলি করিয়াছিলাম কি না, গুলিটা বোঁ করিয়া চৌকাঠের মাথায় বিঁধিয়া গেল।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'সাবাস্! তোফা হাত সাফাই, তার পর কি হইল?'

জনসন প্রভুর প্রশংসায় খুসী হইয়া সোৎসাহে বলিল, 'তারপর? হ্যাঁ, তার-পর সাঁ করিয়া আমার গুলি চলিতেই সে ধাঁ করিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি কতদূরে আছি তাহা দেখিবার জন্য সেই সময় সে একবার মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়াছিল, সেই জন্য তাহার চোখ দুটো আমার নজরে পড়িয়াছিল। দেখিলাম তাহার চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মতন অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! চোখদুটো দেখিয়াই আবার গুলি করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু গুলি করিতে গিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে যদি আর একটি বার ফিরিয়া চাহিত, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই একদম্ কানা হইতে হইত। আমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালের আলোর বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিলাম; তাহার পর বাহিরে আসিয়া দেখি একখানি মোটরগাড়ি আমাদের বাড়ির সম্মুখ হইতে বন্-বন্ শব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, কিন্তু পথের ধারে এই দুইজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন; ভাবিলাম উহারাই জানালা দিয়া বাহির হইয়া ভাল মানুষের মতন পথে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতেছেন! উহাদের গুলি করি কি না ভাবিতেছি, এমন সময় ইনি বলিলেন আপনার সঙ্গে উঁহার বন্ধুত্ব আছে; কিন্তু—'

মিঃ ওয়াট বাধা দিয়া বলিলেন, 'কিন্তু গুলি না করিয়া ভালই করিয়াছ; তবে গুলি করিলে তোমার যে বিশেষ দোষ হইত একথা বলিতে পারি না; কারণ, সেই সময় সেই স্থানে আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমরা যে চোর নহি, একথা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে সহজ ছিল না। যাহা হউক, এখন আমরা এই ঘরের ভিতর বাহির একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; এই ফাঁকে যদি তুমি আমাদের জন্য এক এক পেয়ালা কফি যোগাড় করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব

তুমি ভয়ঙ্কর কাজের লোক। আমার এই অনুচরটি সমস্ত রাত্রি নাচের মজলিসে নাচিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার মতনই কাতর হইয়াছে। কফির সঙ্গে কিঞ্চিৎ জলখাবার দিতে পার ত সোনায় সোহাগা হয়।'

মিঃ মঙ্ক হাসিয়া বলিলেন, 'নাচিয়া আসিলে একজনের বাড়ি আর উপবাস ভঙ্গ করিবে আমার এখানে ? তা বেশ, তোমাদের জলযোগের আয়োজন করিয়া দিতেছি। আমার ঘরে চোর মহাশয়দের পদার্পণ একটু রহস্যজনক ব্যাপার নহে কি ? যে জিনিস তাহারা চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা আদৌ চুরির যোগ্য কি না সন্দেহ। তুমি ততক্ষণ রহস্য-ভেদের চেষ্টা কর, আমি একটা গরম কোট গায়ে দিয়া আসি, এই পাতলা কাপড়ে শীত ভাঙিতেছে না।'

মিঃ মঙ্ক তাঁহার খানসামা জনসনকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মিঃ ওয়াট তাঁহার সহকারী টমকে বলিলেন, 'টম, তোমাকে বড়ই পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে, তুমি ঐ সোফায় শুইয়া একটু ঘুমাইয়া লও ; আমি ঘর দ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখি।'

টম্ তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী সোফায় শ্রান্তদেহ প্রসারিত করিয়া চক্ষু মুদিল। নিদ্রা-দেবীও অবিলম্বে তাহার নয়নপল্লবে আবির্ভূত হইলেন। মিঃ ওয়াট সেই কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চোর যে জানালা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল সেই জানালা ও তাহার বহির্দেশ তিনি সাবধানে পরীক্ষা করিলেন।

মিঃ জন মঙ্ক কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন মিঃ ওয়াট বারান্দার নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার বিজলি-বাতির সাহায্যে কি পরীক্ষা করিতেছেন।

মিঃ ওয়াট সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাতিটা নিভাইয়া তাহা পকেটে ফেলিয়া মিঃ মঙ্ককে বলিলেন, 'তোমার ঘরে গোয়েন্দাগিরি করিতে করিতে ক্ষুধার মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু আহারের পূর্বে একটা কথা জানিতে চাই। টেলিফোনে পুলিশকে ডাকিয়া চোরের শুভাগমন-বার্তা জানাইব কি ?'

মিঃ মঙ্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'পুলিশে সংবাদ দেওয়ার দরকার কি ? আমার ত কোন জিনিস চুরি যায় নাই। তবে চোর মহাশয়েরা ঘরের সকল জিনিস ছাড়িয়া কেন আমার ঐ সামান্য আসনখানির উপর লোভ করিয়াছিল —তাহা জানিতে আগ্রহ হয় বটে। যদি পার ত এই রহস্য ভেদ কর। ধরা পড়িলে জেল খাটিতে হইবে—ইহা জানিয়াও তাহারা এই তুচ্ছ সামগ্রী চুরি করিতে কেন আসিয়াছিল অনুমান করিতে পার ?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কেবল কি জেল্? তোমার খানসামা যে গুলি ছাড়িয়াছিল, তাহা জানালার চৌকাঠে না বিঁধিয়া যদি মাথায় বিঁধিত, তাহা হইলে চোর বেচারার ভববন্ধন মোচন হইত; কিন্তু গুলি একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি চৌকাঠের যেখানে গুলি বিঁধিয়াছে তাহার আশেপাশে দুই চারি ফোঁটা রক্তও লাগিয়াছে। বোধ হয় উহা চোরের মাথার চামড়া স্পর্শ করিয়াছিল! আর এক চুল নীচে লাগিলেই তোমাকে করোনারের আদালতে যাইতে হইত। মাথায় বিঁধিলে আর রক্ষা ছিল না। রহস্যটা খুব নিবিড় বলিয়াই মনে হইতেছে। তাই ত কফির গন্ধ পাইতেছি আগে তাহার রসাস্বাদন করি, রহস্যের আলোচনা পরে হবে।'

মিঃ ওয়াট পানাহারের পর সুস্থ ও প্রফুল্ল হইয়া মিঃ মঙ্কের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'যে প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি দুইজন মাত্র চোর এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। উহাদের একজন পাঁচ ফিটের উপর লম্বা কিন্তু তেমন স্থূলকায় নহে; তবে তাহার দেহের মাংসপেশীগুলি বেশ সবল হওয়াই সম্ভব, এবং বোধ হয় কলকারখানার কাজও তাহার জানা আছে। সে একটি ছিদ্র করিয়া চোর ধরিবার 'এলার্মে'র তার কাটিয়া ফেলিয়াছিল; সেই জন্য তাহার আবির্ভাবে 'এলার্মে' সামান্য একটু শব্দ হইয়াই তাহা নীরব হইয়াছিল। সে ঘরের ভিতর না আসিয়া বারান্দাতেই পাহারা দিতেছিল। অন্য চোরটি খুব লম্বা, তাহার শরীর পালোয়ানের মতন; চুল সাদা ও চোখের তারা লাল, তাহার পায়ে যে জুতা ছিল তাহার গোড়ালী নাই। সে ঐ বল্লমখানা লইয়া আসনখানির এক প্রান্ত খোঁচা দিয়া খুলিয়াছিল; কিন্তু বল্লম উঁচু করিয়াও উহা স্পর্শ করিতে না পারায় তাহাকে ঐ সো-কেশের উপর উঠিতে হইয়াছিল। তাহার পায়ের ভরে সো-কেশের কাঁচ ভাঙিয়া গিয়াছিল, এবং খোঁচা দিতে গিয়া বল্লমের ফলা ফস্কাইয়া পাশের ছবিতে লাগায় তাহা খুলিয়া নীচে পড়িয়াছিল। জনসন সেই সময় ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। তখন চোর ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করে। সে জানালা উল্লঙ্ঘন করিবার সময় জনসনের গুলি তাহার মাথার উপর দিয়া চৌকাঠে বিদ্ধ হয়; গুলিটা মাথা ঘেঁসিয়া যাওয়ায় মাথার চামড়া কাটিয়া একটু রক্তপাত হইয়াছিল। এই আঘাতে সে কাতর হওয়ায় তাহার পদস্খলনের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গী জানালার বাহিরে থাকিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলায় সে টলিয়া পড়ে নাই। সঙ্গীর হাত ধরিয়া সে ঝোঁক সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল, এইরূপই আমার বোধ হয়।

তাহাদের উভয়েরই হাতে দস্তানা ছিল ; এজন্য তাহাদের আঙুলের চিহ্ন সনাক্ত করিবার উপায় নাই।'

মিঃ মঙ্ক কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চোরেরা কি রকম লম্বা, তাহাদের শরীর কিরূপ, তাহাদের একজনের চুল সাদা ও চোখের তারা লাল, ইহা কিরূপে জানিলে ?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'বাহিরে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইবে। পায়ের আকার দেখিয়া তাহাদের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করা কঠিন নহে ; বিশেষতঃ তাহারা যখন গাড়িতে উঠিয়া পলায়ন করে, তখন তাহাদের উভয়কেই আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহারা বাহিরে পলাইবার সময় যে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় লোকটির পা এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল, গুলি লাগায় সে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে নাই ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত খর্বকায় ব্যক্তির পা সমান জোরে ও স্বাভাবিক ভাবেই পড়িয়াছিল। জনসন বলিয়াছিল সে একজনের চোখের তারা অন্ধকারে বিড়ালের মত জ্বলিতে দেখিয়াছিল ; ইহাতেই বুঝিয়াছি তাহার চোখের মণি লাল। চোখের তারা লাল হইলে অন্ধকারে এইরূপই দেখায় এতদ্ভিন্ন ঐরূপ লোকের চুল সাধারণত সাদাই হয়। আর এক কথা, বাহিরের বারান্দায় একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট পড়িয়াছিল, আমি তাহা কুড়াইয়া আনিয়াছি ; ইহা কিরূপ তামাকে প্রস্তুত বলিতে পার ?'

মিঃ মঙ্ক সেই অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার ভিতর হইতে তামাকটুকু লইয়া হাতে ডলিলেন তাহার পর তাহার ঘ্রাণ লইতে লইতে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'বড় আশ্চর্য ত ! এই সিগারেট 'মাজারিম' তামাকে প্রস্তুত। এই তামাকের আবাদ ফারামের একস্থানে ভিন্ন অন্য কোথাও হয় না ; এবং মিশরের সুলতান ভিন্ন অন্য কাহারও তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। পূর্বে খেদিভ ইহা ব্যবহার করিতেন ; এখন কেবল সুলতানই ইহা ব্যবহার করেন। আসনখানির ইতিহাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। আমি তোমাকে আসনখানার ইতিহাস বলিতেছি ; কিন্তু তৎপূর্বে তুমি আসনখানি পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহাই আমার ইচ্ছা।

মিঃ মঙ্ক, মিঃ ওয়াটের সহায়তায় সেই উচ্চ স্থান হইতে আসনখানি নামাইয়া ফেলিলেন ! হুক হইতে খসাইয়া তাহা নীচে নামাইতে একটু সময় লাগিল। মিঃ মঙ্ক তাহা ঘরের মেঝের উপর প্রসারিত করিলেন।

মিঃ ওয়াট্ বলিলেন, 'ইহা মুসলমানদের উপাসনাকালে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই মনে হয়। বোধ হয় ইহার উপর বসিয়া প্রার্থনা করা হইত। ইহাতে যে নক্সা দেখা যাইতেছে তাহা একটু বিচিত্র নহে কি? সাধারণ আসনে এরূপ নক্সা দেখা যায় না; অন্ততঃ অন্য কোন আসনে এই রকম নক্সা আমি আর কখনও দেখি নাই। তবে ইহার শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। ইহাতে কোন সূক্ষ্ম সূচীকার্যও নাই।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'সে কথা সত্য; ইহাতে এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দেখিয়া ইহার প্রতি লোভ হইতে পারে। যাহাদের কৌতুকাবহ সামগ্রী সংগ্রহের খেয়াল আছে—তাহারা এই আসনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। কিন্তু এই আসন ও আমার পিতামহ সংক্রান্ত যে গল্প শুনিয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি শোন,—'

মিঃ মঙ্ক একটা সিগারেট ধরাইয়া মিনিট দুই নিঃশব্দে ধূম পান করিলেন, তাহার পর বলিতে লাগিলেন, '১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমার পিতামহ 'সিরিয়াস্' নামক একখানি উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশরের তদানীন্তন খেদিভ মহম্মদ আলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই বন্ধুত্ব ক্রয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট আমার পিতামহের হস্তে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন।

আমার পিতামহ তাঁহার জাহাজ লইয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে উপস্থিত হইলেন, এবং মহম্মদ আলিকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহম্মদ আলি তাঁহার পত্র পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেই স্থানটি বড়ই নির্জন, এবং নগর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। আমার পিতামহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহম্মদ আলিকে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। মহম্মদ আলি তাহা লইয়া একখানি রসিদ লিখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এই অর্থে তাঁহার বন্ধুত্ব ক্রয় করা হইল। মহম্মদ আলি টাকা লইয়া তাঁহার প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন; আমার পিতামহও সেখান হইতে জাহাজে রওনা হইলেন; যে দুইজন অনুচর স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইয়া গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন লোক ছিল না। তাঁহারা কিছুদূর গিয়াছেন এমন সময়ে একদল অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা তিন জন দশ পনের জন অশ্বারোহীর সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? তাহারা আমার পিতামহ

ও তাঁহার অনুচরদ্বয়কে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া মহম্মদ আলি-প্রদত্ত রসিদখানি কাড়িয়া লইল, এবং পিতামহকে মৃত মনে করিয়া পথপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

'আমার পিতামহকে দীর্ঘকাল জাহাজে ফিরিতে না দেখিয়া জাহাজের কর্মচারীরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইল। তাহারা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পথের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত দেখিয়া জাহাজে তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি সুস্থ হইয়া এই অত্যাচারের কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিলেন। মহম্মদ আলি তাঁহার নিকট টাকা পাওয়ার কথা অস্বীকার করিলেন, এবং আমার পিতামহকে প্রকারান্তরে চোর বলিলেন; যেন তিনিই টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের লোকের হাতে জখম হইয়াছিলেন! অতঃপর সামরিক আইন অনুসারে আমার পিতামহের অপরাধের বিচার হইল; বিচারে উক্ত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার নিকট আদায় করিবার আদেশ হইল!

আমার পিতামহের বন্ধুগণ এই অবিচারের প্রতিবাদ করিলেন, আন্দোলন আলোচনাও যথেষ্ট হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, তাঁহাকে টাকা গুলি দিতে হইল। ধনবান হইলেও তিনি এই বিপুল অর্থ দণ্ডে নিঃস্ব হইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মিশর দেশ হইতে তাঁহার নামে একটি পার্শেল আসিয়াছিল। সেই পার্শেল খুলিয়াই তাহার মনের মধ্যে তিনি এই আসনখানি পাইয়াছিলেন। কে কি উদ্দেশ্যে এই আসনখানি তাঁহার নিকট পার্শেল যোগে পাঠাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন পত্রও তাঁহার হস্তগত হয় নাই; সম্ভবতঃ তাহা ডাকেই খোয়া গিয়াছিল। এজন্য আসনখানি সম্বন্ধে কোন কথা তিনি জানিতে পারিলেন না; অন্য কেহও এই রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। কিছুদিন পরে মহম্মদ আলীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল; আসনখানি তাহারই বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের ঘরেই রহিয়া গেল। উহার প্রেরক যে মহম্মদ আলি যদিও ইহার কোন প্রমাণ ছিল না, কিন্তু উহা মিশর দেশ হইতে প্রেরিত হওয়ায় আমার পিতামহ ও তাঁহার বন্ধুগণের ধারণা হইয়াছিল মহম্মদ আলিই উহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা মহম্মদ আলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা কেহই অবিশ্বাস করেন নাই।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'এই সিগারেটের দগ্ধাবশেষটুকু দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে মিশরের সুলতানেরই কোন অনুচর আসনখানি চুরি করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু

ইহা চুরি করিবার উদ্দেশ্য কি ? তুমি বলিতেছিলে এই আসনখানির মূল্য নিতান্তই অল্প ; কিন্তু তোমার এই অনুমান সত্য কি না কিরূপে বুঝিব ?'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'দেখ, আমি বাল্যকাল হইতে দেশবিদেশের দুর্লভ বিচিত্র সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছি ; ইহা আমার একটা বাতিক বলিলেও চলে। এই সকল বিদেশাগত দুর্লভ সামগ্রীর কোন্‌টির মূল্য কত, তাহা আমি সহজেই স্থির করিতে পারি। এ শিক্ষা আমি আমার পিতার নিকট পাইয়াছিলাম। এমন কি, কোন দুর্লভ প্রাচীন পণ্যের বিক্রেতা অধিক মূল্য আদায় করিবার জন্য তার মিথ্যা পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত করিতে পারে না। আমার মতন বাতিকগ্রস্ত কোন লোকও কয়েক পাউণ্ডের অধিক মূল্যে আসনখানি ক্রয় করিত না, এবং দুর্লভ প্রাচীন শিল্প দ্রব্য বলিয়া সযত্নে ঘরে রাখিত না।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'তাহা হইলে বুঝিলাম আসন যে সকল গুণে মূল্যবান হয়—সে সকল গুণ ইহার নাই। কোন সাধারণ আসন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ নহে ; কিন্তু অন্য কোন কারণে ইহা বহুমূল্য সামগ্রী বলিয়া গণ্য করা যায় কি না দেখা যাউক। মনে কর যদি মহাত্মা মহম্মদ কিম্বা মুসলমান ধর্মের কোন পীর কোন সময় উপাসনাকালে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কোন মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ইহা সুপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সামান্য হইলেও ইহা অতীব মূল্যবান, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাকবি সেক্সপীয়র যে কলম দিয়া 'ম্যাকবেথ' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ কলম, হয় ত তাহার মূল্য দুই পয়সার অধিক নহে, কিন্তু সেই কলমটি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ লোক অনেক আছেন যাঁহারা তাহা লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না ! মহম্মদ আলি, যিনি এই আসনখানি পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তোমাদের ধারণা, তিনি—কি তাঁহার স্বদেশে পীর বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন ?'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'পীর ! বিলাসের ক্রীতদাস অধার্মিক মহম্মদ আলি পীর হইলে সকলেই পীর হইতে পারে। আমি শুনিয়াছি লোকটা ভক্তও ছিল না, সাধুও ছিল না ; মিশরের ধার্মিক মুসলমানেরা তাহাকে অসংযতচরিত্র ও ধর্ম-জ্ঞান হীন বলিয়া ঘৃণা করিতেন। অর্থ ই তাহার উপাস্য দেবতা ছিল। তাহার ব্যবহৃত কোন জিনিস স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখিতে কাহারও আগ্রহ ছিল না, একথা আমি অসংকোচে বলিতে পারি।'

মিঃ ওয়াট্‌ বলিলেন, 'এ অবস্থায় ইহার সত্যই কোন মূল্য আছে কি না তাহা

স্থির করা কঠিন। এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মূল্য না থাকিলে ইহা চুরি করিতে চোরের আগ্রহ হইত না। আমি মনে করিতেছি আসনখানির 'ফটো' লইব, তাহার পর তুমি উহা লোহার সিন্দুকে বা কোন গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিবে, যেন চোরেরা পুনর্বার উহার সন্ধান না পায়।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'উহার ফটো লইবার জন্য তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না; আমার সংগৃহীত দুর্লভ দ্রব্যগুলির ফটো আমি পূর্বেই তুলিয়া রাখিয়াছি। ঐ সকল ফটোর কতকগুলি 'ফাইন আর্টস্ রিভিউ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশ্য এই আসনখানির ন্যায় সামান্য দ্রব্যের ফটো তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই।'

মিঃ ওয়াট্ বলিলেন, 'এই ফটোগুলি কতদিন পূর্বে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল? যে প্রবন্ধে সেই সকল ফটো প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কি এই আসনখানির প্রসঙ্গে কোন কথা লেখা হইয়াছিল?'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'প্রায় দুই মাস পূর্বে ছবিগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই ছবিগুলির পরিচয়ের জন্য যে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল তাহাতে লেখক লিখিয়াছিলেন আমার পিতামহ মহম্মদ আলির নিকট হইতে একখানি আসন উপহার পাইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি মহম্মদ আলির একটু প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন মহম্মদ আলিই মিশরে বয়ন-শিল্পের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথমে চেষ্টা করেন। ইহা ভিন্ন মহম্মদ আলি জীবনে এমন কোনও কার্য করেন নাই যে জন্য তিনি কাহারও প্রশংসাভাজন হইতে পারেন। আমার পিতামহ কিরূপে প্রতারিত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, সে কাহিনী সেই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নাই।'

মিঃ ওয়াট্ বলিলেন, 'দুই মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল? উহা প্রকাশের ঠিক্ পরেই যদি সেই কাগজ মিশর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা মিশরে পৌঁছিবার পর কোন লোক মিশর হইতে যাত্রা করিয়া এই সপ্তাহের মধ্যেই লণ্ডনে উপস্থিত হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, কোন লোক, যে ব্যক্তি এই আসনের প্রকৃত রহস্য অবগত আছে, উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিশর হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিল, এবং লণ্ডনে আসিয়া আসনখানি অপহরণের চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক, অগ্রে আসনখানি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'সেই কথাই ভাল। পরীক্ষা করায় দোষ কি? কিন্তু এখানে নয়, আমার লাইব্রেরীতে চল। আসনের ফটোখানিও লাইব্রেরীতে আছে।'

মিঃ মঙ্ক আসনখানি জড়াইয়া লইয়া লাইব্রেরীতে চলিলেন; মিঃ ওয়াট তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

লাইব্রেরীতে ল্যাম্পের নিকট একখানি টেবিলের উপর আসনখানি প্রসারিত করা হইল। মিঃ ওয়াট্ তাহার প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক নক্সা মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তিনি কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলেন না। আসনের নক্সাগুলি নিতান্তই সাদাসিধা, তাহাতে শিল্প-নৈপুন্যেরও কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'যে শিল্পী এই আসনখানি বুনিয়াছিল, সে উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ত নহেই, বরং আমার মনে হয় সে আসন বুনিতে শিখিয়া প্রথমে এই খানিই বুনিয়াছিল।'

মিঃ ওয়াট্ বলিলেন, 'হ্যাঁ, আনাড়ীর হাতের বোনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, হয়ত মহম্মদ আলি সখ করিয়া নিজেই ইহা বুনিয়াছিল। শুনিয়াছি প্রাচ্য দেশের অনেক বড লোকই সখ করিয়া বাল্যকালে এই সকল শিল্প শিক্ষা করে! কথাটা সত্য কি না জানি না।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'সত্য হওয়াই সম্ভব; আমার সংগ্রহের মধ্যে একখানি নেপালি 'কুক্রী' আছে, তাহার গায়ে নেপালের এক রাজপুত্রের নাম খোদিত আছে। তিনি তাহা নির্মাণ করিয়া নেপালের বৃটিশ রেসিডেন্টকে উপহার দিয়াছিলেন, অনেক হাত ঘুরিয়া তাহা আমার নিকট আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমি দুইখানি ভারতীয় পৌরাণিক তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা বোম্বের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রাজা রবিবর্মার নিকট উপহার পাইয়াছিলেন। রাজা রবিবর্মা সেই দুইখানি স্বয়ং অঙ্কিত করিয়াছিলেন, চিত্রের নীচে তাঁহার নাম আছে। চিত্র দুইখানি ও কুক্রীখানি আমার সংগ্রহাগারে আছে, আমি আনিয়া তোমাকে দেখাইতেছি।'

মিঃ মঙ্ক হলঘরের ভিতর দিয়া 'গেলারী'তে প্রবেশ করিলেন, মুহূর্ত পরে সেই কক্ষ হইতে আর্তনাদ উত্থিত হইল!

সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ওয়াট্ দ্রুতপদে 'গেলারী' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সর্দার খানসামা জনসনও অন্য কক্ষ হইতে সেইদিকে দৌড়াইয়া গেল। গেলারীর দ্বার অর্গলরুদ্ধ ছিল না; মিঃ ওয়াট ধাক্কা দিয়া দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইলেন, কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে দুইজন লোক পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে!

মিঃ ওয়াট সেই কক্ষের আলোকে দেখিলেন, তাহাদের একজন মঙ্ক, অন্য ব্যক্তির মাথার চুল সাদা, এবং চক্ষুতারকা লাল, পালোয়ানের মত দেহের মাংস-

পেশী, প্রকাণ্ড জোয়ান। তাহার পায়ে গোড়ালীহীন জুতা; কিন্তু মঙ্কের পায়ে চটি জুতা থাকায় তিনি পায়ে তেমন জোর পাইতেছিলেন না।

মিঃ ওয়াট এক লম্ফে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র মঙ্কের আততায়ী প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া তাঁহার বাহু-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিল; তাহার পর তিনি সেই ধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই সে তাঁহার তলপেটে এরূপ জোরে পদাঘাত করিল যে, মিঃ মঙ্ক সেই আঘাতে চিৎ হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইলেন। ইত্যবসরে সেই জোয়ানটা এক লম্ফে খোলা জানালার উপর পতিত হইল, এবং তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরের বারান্দায় পড়িয়াই আর দুই লাফে পথে উপস্থিত হইল।

মিঃ ওয়াট সেই জানালা পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি জানালার নিকট উপস্থিত হইতেই জনসন দ্রুতবেগে আসিয়া সেই জানালা দিয়া লাফাইয়া বাহিরের বারান্দায় পড়িল; কিন্তু সে বারান্দা হইতে নামিতে না নামিতেই চোরটা একখানি মোটর গাড়িতে উঠিয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ওয়াট পথে আসিয়া দেখিলেন, মোটরখানি তখন ঝড়ের মতন বেগে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। মিঃ ওয়াট মনে করিলেন বিটের পাহারাওয়ালা নিকটে থাকিলে সে হয় ত মোটরখানির নম্বর বা রঙ দেখিয়া থাকিবে; কিন্তু তিনি পথে কোন কন্‌ষ্টেবলেরই সাক্ষাৎ পাইলেন না, পথ জনমানবশূন্য। একটু দূরে একটা বিড়াল কাতর ভাবে মিউ-মিউ করিতেছিল; এতদ্ভিন্ন কোন দিকে কোন শব্দ পর্যন্ত ছিল না।

মিঃ ওয়াট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া পথের আলোকে দেখিলেন ছটা বাজিতে পনের মিনিট বাকি আছে। সেই পল্লীর কোন গৃহস্থেরই তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কোন পথিক যে সেই গাড়িখানি চিনিয়া রাখিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া মিঃ ওয়াট অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মিঃ ওয়াট মোটরের চাকার দাগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মোটরে 'বিউনিপের টায়ার' আছে—কিন্তু ইহা জানিয়া ফল কি? অনেক মোটরেই ত এ টায়ার আছে।'

মিঃ ওয়াট জনসনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সে বেচারা পায়ে হাত বুলাইতেছে। বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার এক পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'চোরটা ভারি বেহায়া ত হে! এক রাত্রেই দুইবার এক বাড়িতে ঢুকিয়াছিল?'

জনসন বলিল, 'বাহাদুরও বটে। দুইবারই আমার মুঠার ভিতর হইতে পলাইল; লাফাইয়া ধরিতে গিয়া আমার পা ভাঙ্গাই সার হইল! মেঝে পিছল বুঝিয়াই বেটা রবারের তলাওয়ালা জুতা পায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল; ঘরসন্ধানী চোর!'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'ভয়ংকর চোর বটে; তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়া চল। অধিক বেদনা হইলে তোমাকে বিছানা লইতে হইবে। চোর না ধরিতেই এই, উহাকে ধরিলে না জানি তোমার কি দুর্গতি হইত!'

মিঃ ওয়াট জনসনকে ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিলেন; তিনি ঘরে আসিয়া দেখিলেন টম ও মঙ্কের বাবুর্চি হিগিন্‌স্ মঙ্কের শুশ্রূষা করিতেছে। তিনি মঙ্ককে বলিলেন, 'তোমার মাথা আর জনসনের পা ভাঙ্গাই সার হইল! আসামী ফেরার কিন্তু সাদা চুল আর লাল চোখ লুকাইবার জিনিস নয়; উহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব।'

মিঃ মঙ্ক ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, ''আমিও উহাকে চিনিয়া রাখিয়াছি। একবার উহাকে ধরিতে পারিলে হয়! উঃ, লোকটার কি ধৃষ্টতা! একবার চুরি করিতে আসিয়া তাড়া খাইয়া দু'ঘণ্টা যাইতে না যাইতে আবার সেই ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল? আসনখানি সেখানে থাকিলে এবার সে নিশ্চয়ই লইয়া যাইত। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই উহাকে দরজার কাছে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি এক লাফে চাপিয়া ধরিয়াই চিৎকার করি। তুমি ও জনসন আমার চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া না আসিলে শয়তানটা আমাকে বিপদে ফেলিত। সে আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আমার চিৎকারের পথ বন্ধ করিয়াছিল; আমি তাহাকে মেঝের উপর ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বেটার গায়ে অসুরের মতন বল! আমায় দম্ বন্ধ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। তোমাদের আসিতে দেখিয়া সে এক ধাক্কায় আমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তলপেটে এমন লাথি মারিয়াছিল যে, ফুটবল হইলে আমি বোধ হয় পঞ্চাশ গজ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িতাম। মনে হইল বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া গেল!'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'আবার শীঘ্রই বোধ হয় উহার সাক্ষাৎ পাইবে। নাছোড়বান্দা চোর! যাহা হউক, আসনের ফটোখানি দাও লইয়া বাড়ি যাই। পুলিশে খবর দিবে কি?'

মঙ্ক বলিলেন, 'তাহা হইলে রহস্যভেদের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তুমিই তদন্তভার লও, পুলিশের সাহায্য লইয়া কাজ নাই।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'উত্তম, আমি বৈকালে আসিয়া আবার দেখা করিব, সতর্ক থাকিও এখন বিদায়।'

॥ দুই ॥

মিঃ ওয়াট যখন তাঁহার সহকারী টমকে সঙ্গে লইয়া মিঃ মঙ্কের মোটরে বাড়ি ফিরিলেন তখন পূর্বাকাশ অরুণচ্ছটায় লোহিতাভা ধারণ করিয়াছিল। মিঃ ওয়াট বস্ত্রাদি পরিবর্তন পূর্বক স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন, টমকে বলিলেন, 'যাও বাবা, খানিক ঘুমাইয়া লও। পেট ভরা আছে, বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমাইলেও ক্ষতি নাই। দুপুরের পর তোমাকে 'কন্‌সিংটন প্যালেস্ গার্ডেনে' যাইতে হইবে। তুমি যতক্ষণ সেখানে না যাও, ততক্ষণ আমি পাহারায় থাকিব। আমার বিশ্বাস নাছোড়বান্দা চোর দুটো সহজে তাহাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না। বেলা সাড়ে বারটা পর্যন্ত পাহারার ভার আমি লইলাম।'

মিঃ ওয়াট মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও পূর্বোক্ত তস্করদ্বয়ের সন্ধান পাইলেন না; টম বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমাইয়া উঠিয়া এক পেট আহার করিল, তাহার পর গজেন্দ্র গমনে তাহার প্রভুর আদেশ পালন করিতে চলিল। তাহার হাতে একটি ছোট পার্শেল ছিল তাহা দেখিয়া মিঃ ওয়াট মনে মনে একটু হাসিলেন; পার্শেলের ভিতর কি আছে তাহা তিনি জানিতেন।

টমের কতকগুলি সংকেত ছিল। সে তাহার প্রভুর নিকট কোন কাজের ভার পাইলে নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার সময় এইরূপ একটা কাগজের পুটুলি লইয়া যাইত। পুটুলিতে বাদামী রঙের কাগজের টুকরা থাকিত; সে কোথাও যাইবার সময় সেই কাগজ দিয়া সাংকেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। তাহার গন্তব্য পথের স্থানে স্থানে এইরূপ চিহ্ন পড়িয়া থাকিত; তাহা দেখিয়া মিঃ ওয়াট তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। সে এক এক স্থানে দুই টুকরা কাগজ ফেলিয়া রাখিলে বুঝিতে হইত হঠাৎ তাহার বিপদের আশংকা ঘটিয়াছে; তিন টুকরার একত্র সন্নিবেশ বুঝাইত তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; দুই খানি কাগজ গুণের চিহ্নের (×) আকারে আঁটিয়া ফেলিয়া রাখিলে বুঝিতে হইত, আরব্ধ কার্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার এইরূপ নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল।

মিঃ ওয়াট তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ জানিলেও কোন দিন এই সকল চিহ্নের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তিনি টমকে পথে

আসিতে দেখিয়া দুইবার শিস্ দিলেন, তাহা শুনিয়া টম সেই দিকে অগ্রসর হইলে তিনি গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মিঃ ওয়াট টমকে বলিলেন, 'এতক্ষণ পাহারা দিয়া কোন ফল হইল না, সময়টা অনর্থক নষ্ট করিলাম। একখানি মোটরগাড়ির শব্দ শুনিতেছি না? শব্দটা যেন চেনা-চেনা বোধ হইতেছে। ঐ যে গাড়িখানা মঙ্কের বাড়ির সম্মুখে গিয়া থামিল; বোধ হয় ইহাই সেই গাড়ি—'

টম বলিল, 'সকালে যে গাড়ি দেখিয়াছিলাম সেখানাতে চারি জন বসিবার স্থান ছিল! এ গাড়িখানাতে দু'জনের বেশী বসিবার জায়গা নাই।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'তাহা হইলেও সেই ইঞ্জিন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সেই ইঞ্জিন এই ছোট গাড়িতে জুড়িয়া দিয়াছে। নিজের কানকে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না; এইভাবে ইঞ্জিন বদল করা কিছুমাত্র কঠিন নহে।'

মিঃ ওয়াট মিঃ ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিটেক্‌টিভ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ যে সকল গুণ থাকিলে গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়—মিঃ ওয়াটের সেই সকল গুণের অভাব ছিল না; তাহার উপর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। বস্তুতঃ এক ইঞ্জিনের শব্দ হইতে অন্য ইঞ্জিনের শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করা, কেবল শব্দ শুনিয়া ইঞ্জিন সনাক্ত করা সহজ কাজ নহে। মিঃ ওয়াট সাধনা দ্বারা এই শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহা সম্ভব বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। যে মোটরখানিকে তিনি মিঃ মঙ্কের বাড়ির সম্মুখে থামিতে দেখিলেন, পূর্বরাত্রে তিনি দুইবার তাহার শব্দ শুনিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না।

মিঃ ওয়াট কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া মোটরচালকের মুখ দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও তিনি এটুকু লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার মুখে কালো দাড়ি আছে; দাড়িটা খাটো করিয়া ছাঁটা। আর তাহার টুপিটা কপাল ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এজন্য তাহার চক্ষু দুটি তাঁহার নজরে পড়িল না। মোটরের আরোহী তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল; তাহার পর সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মিঃ মঙ্কের বাড়ির দরজার ভিতর প্রবেশ করিল। লোকটার রঙ লাল, মধ্যমাকৃতি, স্থূলকায়; মুখখানি ভদ্রলোকের মতন। তাহার হাতে একটি ছোট 'ক্যামেরা' অন্য হাতে ক্যামেরা বসাইবার একটা ভাঁজ করা তেপায়া। এতদ্ভিন্ন একটি থলিও ছিল। মিঃ ওয়াট বুঝিলেন তাহাতে ফটো তুলিবার প্লেট আছে।

মিঃ ওয়াট টমকে বলিলেন, 'শীঘ্র একখানা ট্যাক্সি সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া কিছুদূরে অপেক্ষা করিবে। ইহার দলের লোক অন্য মোটরে শীঘ্রই এই পথে আসিবে; তাহাদের মোটর দেখিতে পাইলেই ট্যাক্সিতে তাহার অনুসরণ করিবে। আমার অন্য কাজ আছে, আমি এখন মক্কের বাড়ি গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইব ও যাহা করিতে হয় করিব। হয় ত আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি—'

মিঃ ওয়াট তাঁহার সহকারীর হাতে কিছু টাকা দিয়া কথা শেষ না করিয়াই মিঃ মক্কের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মিঃ মক্কের বাড়ির সম্মুখস্থ পথে মোটরখানি দাঁড়াইয়াছিল, তিনি একবার আড়চোখে মোটরের শাফারের মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ মক্কের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি গাড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সাফারটা খুব মনোযোগের সহিত একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছে; কিন্তু তিনি মক্কের অট্টালিকায় প্রবেশ করিবামাত্র সে খবরের কাগজখানি মুড়িয়া রাখিল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ওয়াটের দিকে চাহিল; কিন্তু মিঃ ওয়াট মুহূর্তমধ্যেই অদৃশ্য হইলেন।

মিঃ ওয়াট মিঃ মক্কের উপবেশন কক্ষের দিকে না গিয়া তাহার চাকরদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং একটি পরিচারিকাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন 'শীঘ্র হিগিন্‌কে ডাকিয়া দাও, জরুরি কাজ আছে।'

পরিচারিকা মিঃ ওয়াটকে সঙ্গে লইয়া বাবুর্চি হিগিনের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'মক্কের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করা আবশ্যক। শীঘ্র আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চল। একটু আগে একটা ফটোগ্রাফার তোমার মনিবের কাছে আসিয়াছে, সে এখন কোথায় আছে বলিতে পার?'

হিগিন্ বলিল, 'সে লোকটা হলঘরে আমার মনিবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে সার! আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে আমার মনিবের কাছে লইয়া যাইতেছে।'

হিগিন্ মিঃ ওয়াটকে বহুবার তাহার মনিবের গৃহে আসিতে দেখিয়াছে, গত রাত্রের ব্যাপারও সে জানিত। মিঃ ওয়াট যে ডিটেক্‌টিভ ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহার কণ্ঠস্বরেই সে তাঁহাকে চিনিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশ দেখিয়া সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। সে বুঝিল গতরাত্রের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন পরামর্শ করিবার জন্যই তিনি তাহার প্রভুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং সে মিঃ মক্কের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই মিঃ ওয়াটকে সঙ্গে লইয়া ভিতরের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিল, এবং

তাঁহাকে মিঃ মঙ্কের খাবার ঘরে লইয়া গেল। মিঃ মঙ্ক তখন 'লাঞ্চ' শেষ করিয়া উঠিতেছিলেন।

মিঃ মঙ্ক মলিন পরিচ্ছদধারী একজন অপরিচিত চাষাকে তাঁহার খানার ঘরে হঠাৎ বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাগে লাল হইয়া উঠিলেন; তিনি সক্রোধে হিগিন্‌কে বলিলেন, 'তোর কি রকম আক্কেল বল দেখি! বলা কহা নাই কোথাকার একটা চাষাকে—'

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, 'দরকার ভিন্ন কি চাষা সাজি ভায়া! খাপ্‌পা হইও না, হিগিনের দোষ নাই।'

মিঃ মঙ্ক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি জ্বালা! তুমি ওয়াট, ব্যাপার কি বল ত। এ বেশ কেন?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'গত রাত্রের সেই বন্ধু দুটির শুভাগমন হইবে আশা করিয়া আমি আজ প্রায় সমস্ত দিনই তোমার বাড়ির উপর নজর রাখিয়াছিলাম। একটু আগে যে ফটোগ্রাফারটি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে কি তুমি চেন? শুনিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করিবার প্রতীক্ষায় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে; তাহাকে একাকী সেখানে অপেক্ষা করিতে দেওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে?'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'না, তাহার সহিত আমার পরিচয় নাই; তবে তাহাকে বাহিরের ঘরে একা ছাড়িয়া দেওয়াতে কোন ক্ষতির আশংকা নাই। জনসন বাহিরেই আছে, সে কি আর লোকটা উপর নজর রাখে নাই? আর এই ফটোগ্রাফারটার সঙ্গে আমার জানাশুনা না থাকিলেও তাহাকে সন্দেহ না করিলেও বোধ হয় বোকামি হইবে না, কারণ খবর পাইলাম সে 'ফাইন আর্ট রিভিউ' অফিস হইতে আসিয়াছে। সে একখানি সুপারিশ চিঠিও আনিয়াছে, তবে সেই পত্রখানি এখনও খুলিয়া দেখি নাই। তোমরা গোয়েন্দা মানুষ, ভদ্রলোককে সন্দেহ করাই তোমাদের পেশা; আমি তোমার বন্ধু হইলেও তোমার মত সন্দিগ্ধচেতা হইতে পারি নাই। যাহা হউক, পত্রখানি কে কি মতলবে লিখিয়াছে খুলিয়া দেখা যাউক।"

মিঃ মঙ্ক হাতের চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া টেবিল হইতে একখানি লেফাপা লইলেন। তিনি আহারে বসিয়া ফটোগ্রাফার-প্রদত্ত পত্রখানি পাইয়াছিলেন। আহারের পর পত্রখানি খুলিবেন ভাবিয়া টেবিলেই রাখিয়াছিলেন। তিনি লেফাপা খুলিয়া পত্রখানি নিঃশব্দে পাঠ করিলেন, পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখে উৎকণ্ঠার

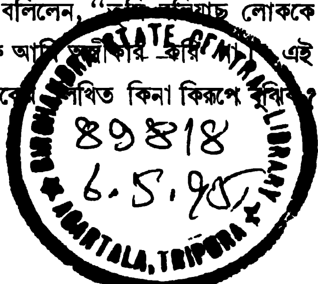
চিহ্ন প্রকাশিত হইল ; তিনি কোন কথা না বলিয়া পত্রখানি মিঃ ওয়াটের হস্তে প্রদান করিলেন।

পত্রখানির ঊর্ধ্বভাগে ফাইন আর্ট রিভিউ' অফিসের নাম ও ঠিকানা ছাপা ছিল, পত্রখানির মর্ম এইরূপ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার সংগৃহীত দুর্লভ প্রাচীন শিল্পজাতসমূহ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্বে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেশ-বিদেশের বহু পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে একখানি আসনের প্রসঙ্গ ছিল, সেই আসনখানি আপনার পিতামহ মহাশয় মিশরের ভূতপূর্ব খেদিব সুবিখ্যাত-মহম্মদ আলির নিকট উপহার পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই আসনখানির প্রতিকৃতি আমাদের পত্রিকায় সে সময় প্রকাশিত হয় নাই। মহম্মদ আলি মিশরে বয়ন-শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত আসনখানি বয়ন-শিল্পের আদর্শ বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছে। এইজন্য আমাদের বহু গ্রাহকের অনুরোধে উক্ত আসনখানির 'ফটো' আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। এই ফটো আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে প্রাচীন শিল্পের অনুরাগী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবেন। আপনি দয়া করিয়া আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই আশায় আমাদের অফিসের ফটোগ্রাফারকে 'ক্যামেরা' সহ আপনার নিকট পাঠাইলাম ; আপনি ইহাকে আপনার সেই আসনখানির ফটো লইবার অনুমতি দানে বাধিত করিবেন। আশা করি ফটোখানি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিবার আদেশ দানে আপনার আপত্তি হইবে না। এই অনুগ্রহে বঞ্চিত হইব না জানিয়া আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
সি হণ্টার।
সম্পাদক।"

মিঃ ওয়াট পত্রখানি পাঠ করিয়া মিঃ মঙ্ককে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ লোককে সন্দেহ করাই আমার পেশা ; তোমার এই উক্তি আমি অস্বীকার করি না। এই পত্র 'ফাইন আর্ট রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকের লিখিত কিনা কিরূপে বুঝিব? তোমার কিরূপ ধারণা।"



মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তোমার এরূপ সন্দেহের কোন কারণ আছে কি না জানি না, কিন্তু 'ফাইন আর্ট রিভিউ'-এর সম্পাদক যে এই পত্র লেখেন নাই, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বাক্ষরটা মিঃ হণ্টারের স্বাক্ষরের অনুরূপ বটে, কিন্তু গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে! মিঃ হণ্টারের সহিত আমায় পিতার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং আমাকে পত্র লিখিবার সময় 'প্রিয় জনি' লেখেন, কখনই 'প্রিয় মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করেন না; এতদ্ভিন্ন তিনি আমাকে কোন বিষয়ের জন্য এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন না। কোন মাসিকের সম্পাদক কোন অপরিচিত ভদ্রলোককে পত্র লিখিতে যে ভাষা ব্যবহার করেন মিঃ হণ্টার কোন কারণে আমাকে সে ভাষায় পত্র লিখিবেন না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি; এ জন্যই মনে হইতেছে এ পত্র জাল!"

মিঃ ওয়াট মিঃ মঙ্কের কথা শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত কথাই নাই। এইবার কার্যারম্ভের একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।"

মিঃ মঙ্ক মিঃ ওয়াটের কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি করিবে মনে করিতেছ? ফটোগ্রাফারকে জালিয়াৎ বলিয়া গ্রেপ্তার করিবে কি?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "তুমি কি আমাকে সেই রকম আনাড়ী মনে কর। অবশ্য, এরূপ বুদ্ধিমান লোক অনেক আছে যাহারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়াই ফস্ করিয়া উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিত, তাহার পর মিঃ হণ্টারকে পত্রখানি পাঠাইয়া উহা আসল কি জাল তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত; কিন্তু এই ফটোগ্রাফারটাকে পুলিশে দিয়া তোমার কি লাভ? আসনসংক্রান্ত রহস্যভেদ করাই তোমার উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহাকে ও মোটরের সাফারটাকে তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করিলে ইহাদের দলের অন্যান্য লোক সতর্ক হইবে; রহস্যভেদের আর কোন আশা থাকিবে না। তুমি ফটোগ্রাফারটাকে নিরাশ করিয়া বিদায় দিও না; উহাকে তোমার আসনের ফটো লইতে দাও। কোথায় ফটো তোলা হইবে?"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আসনখানা আমার পাঠাগারে আছে। সেখানে বেশ আলো আছে, ফটো তুলিবার অসুবিধা হইবে না; কিন্তু আমি তোমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিলাম না, লোকটার দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়াও—"

মিঃ ওয়াট বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার সকল কথা এখনও শেষ হয় নাই। যাহা বলি, মন দিয়া শোন। ফটোগ্রাফার তোমার পাঠাগারে গিয়া ফটো তুলিবার জন্য ক্যামেরা খাটাইয়া প্রস্তুত হউক, তাহার পর সে যখন ক্যামেরার ভিতর

'প্লেট'খানি বসাইতে উদ্যত হইবে ঠিক সেই সময় তুমি কোন ছলে তাহাকে সেই কুঠরী হইতে মিনিট খানেকের জন্য পাশের কুঠরীতে লইয়া যাইবে। হ্যাঁ, তাহাকে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও একটু তফাতে লওয়া চাই। আমি উহার ক্যামেরার কাছে কুড়ি সেকেণ্ডের জন্য একা থাকিব। তাহার পর সে ফিরিয়া আসিয়া ফটো তুলিতে পারে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। সেই কুড়ি সেকেণ্ড সময়েই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।"

মঙ্ক বলিলেন, "তুমি কি আমার পাঠাগারে লুকাইয়া অপেক্ষা করিবে?"

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, "তা নয় তো কি? আমি লুকাইয়া থাকিয়া আসন পাহারা দিব; হিগিন্ তোমার সঙ্গে গেলারীতে থাকিবে। সতর্কতা অবলম্বনে কোন ত্রুটি না হয়।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন "তোমার মতলব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; তোমার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই। তুমি এখনই আমার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাক। আমি জালিয়াৎ ফটোগ্রাফারটার সঙ্গে দেখা করিতে বাহিরে চলিলাম।"

মিঃ ওয়াট মিঃ মঙ্কের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে একখানি কোচের আড়ালে গুড়ি মারিয়া বসিয়া রহিলেন। মিঃ মঙ্কও ফটোগ্রাফারটার সঙ্গে দেখা করিতে হলঘরে চলিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ মঙ্ক ফটোগ্রাফারকে লইয়া তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন; মিঃ ওয়াট্ও গুপ্তস্থান হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোগ্রাফারের আয়োজন অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন। সে যথাযোগ্য স্থানে তাহার 'ক্যামেরা' বসাইয়া আসনখানি ফটো তুলিবার উপযোগী করিয়া সংস্থাপিত করিল। একটি খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়া তাহার উপর পড়িল।

মিঃ মঙ্ক ফটোগ্রাফারকে তাঁহার সংগৃহীত শিল্পগুলির গল্প বলিতেছিলেন, ফটোগ্রাফার নিস্তব্ধ ভাবে তাহা শুনিতে শুনিতে ফটো তুলিবার আয়োজন করিতেছিল। মিঃ ওয়াট দেখিলেন, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট; কোন রকমে তাড়াতাড়ি কার্যোদ্ধার করিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, এই ভাব! ফটোগ্রাফার ক্যামেরার লক্ষ্য স্থির করিয়া 'প্লেট' বাহির করিবার জন্য তাহার প্লেটের আধারে হস্তার্পণ করিল। মিঃ মঙ্ক ঠিক সেই মুহূর্তে তাহাকে বলিলেন, "মনে করবেন না সেখানে পশমের গালিচা;

পশমের গালিচা পারস্য, তুরস্ক, আরব প্রভৃতি অনেক প্রাচ্য দেশেই নির্মিত হয়, কিন্তু চীনদেশের মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাট বিশ্বকর্মা-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্বহস্তরচিত এই রেশমী গালিচা শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ ; অনেক কষ্টে বহু অর্থব্যয়ে কোরিয়া হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। পাশের ঐ গ্যালারীতেই তাহা আছে, আসুন, দেখিয়া নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন।"—মিঃ মঙ্ক তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ গেলারীতে প্রবেশ করিলেন।

কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরিয়া লইয়া যায়—মিঃ মঙ্ক ফটোগ্রাফারকে সেইভাবে টানিয়া সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র মিঃ ওয়াট গুপ্তস্থান হইতে এক লম্ফে ক্যামেরার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং একটি মোটা আল্‌পিন ক্যামেরার চর্মনির্মিত ভাঁজের (lather bellows) ভিতর কয়েকবার বিদ্ধ করিয়া দিলেন, তাহার পর যদি ইহাতে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয় এই সন্দেহে ক্যামেরার 'ফোকস্' পরিবর্তিত করিয়া পুনর্বার কোচের পাশে গিয়া লুকাইলেন। তিনি বুঝিলেন ফটোগ্রাফার চীন সম্রাটের হাতের বোনা রেশমী গালিচা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যতগুলি প্লেট বসাইয়া মহম্মদ আলির আসনের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করুক, তাহা আসনের ছবি, কি সেই অন্ধকার আকাশের ছবি তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না! বেচারার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।

এক মিনিটের মধ্যেই ফটোগ্রাফার চীনের রেশমী গালিচা দেখিয়া মিঃ মঙ্কের সহিত তাহার ক্যামেরার নিকট ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু তাহার মুখে কিছুমাত্র প্রফুল্লতা লক্ষিত হইল না। সে কাজ শেষ করিয়া তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া দশ মিনিটের মধ্যে মঙ্কের গৃহত্যাগ করিল। পথে আসিয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এরূপ নির্বিঘ্নে তাহার কার্যসিদ্ধি হইবে, ইহা সে পূর্বে আশা করিতে পারে নাই।

ফটোগ্রাফার প্রস্থান করিলে মিঃ ওয়াট গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মঙ্ককে বলিলেন, "খুব সতর্ক থাকিও, আমি উহার অনুসরণ করিলাম।" তিনি দ্রুতবেগে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দেখিলেন ফটোগ্রাফারের মোটর বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি পথে দাঁড়াইয়া মাথার উপর হাত ঘুরাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একখানি ট্যাক্সি অদূরবর্তী গলির মোড় হইতে বাহির হইবামাত্র মিঃ ওয়াট তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া সাফারের আসন অধিকার করিয়া বসিলেন, এবং সবেগে ফটোগ্রাফারের মোটরের অনুসরণ করিলেন। টম সেই

পথে পাহারা দিতে আসিবার অনেক পূর্বেই মিঃ ওয়াট এই ট্যাক্সিখানি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশেই সাফার গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতেছিল।

মিঃ ওয়াট মিঃ মঙ্কের গৃহে ফটোগ্রাফারের অনুসরণ করিলে টম তাঁহার আদেশে আর একখানি ট্যাক্সি সংগ্রহ করিতে গেল। কিছুদূরে ট্যাক্সির একটা আড্ডা ছিল। টম সেখানে উপস্থিত হইয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিল, এবং তাহা লইয়া ফটোগ্রাফারের ট্যাক্সির কিছুদূরে অপেক্ষ. করিতে লাগিল।

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, মিঃ ওয়াট টমকে যে মোটরের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টম সেই মোটরের সন্ধান পাইল না; পথ দিয়া ছোট বড অনেক মোটর চলিয়া গেল, কিন্তু কোনখানিই মিঃ ওয়াট-নির্দিষ্ট মোটর বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল না। ইহাতে ট্যাক্সিওয়ালা অধীর হইয়া উঠিল; সে ভাড়া খাটিতে আসিয়াছিল, পথে গাড়ি লইয়া বসিয়া থাকিতে আসে নাই। সে টমকে বলিল, ব্যাপারখানা কি মশাই? আর কতক্ষণ গাড়ি লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিব? বসিয়া থাকিলে আমার পোষাইবে কেন?"

টম বলিল, "তোমার যাহাতে পোষায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছি; বসিয়া থাকিয়াই যদি ভাড়া পাও তাহা হইলে বসিয়া থাকিতে আপত্তি কি?"—টম তাহাকে কয়েকটা টাকা দিয়া বলিল, "কেমন খুসী হইয়াছ ত? আসল কথা কি, শুনিবে? শীঘ্রই একখানি মোটর এই পথে আসিবে, তোমাকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে; গাড়িখানা নজর ছাড়াইয়া যাইতে না পারে সেই ভাবে তোমাকে গাড়ি চালাইতে হইবে। একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে যাইতে হইবে। ভাড়া যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

ট্যাক্সিচালক বলিল, "দস্তুরমত ভাড়া পাইলে যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। আমরা টাকার গোলাম। কিন্তু কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; কেহ কি কাহারও মেয়ে চুরি করিয়া পলাইতেছে, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে?"

টম হাসিয়া বলিল, "হ্যা চুরি বটে, কিন্তু মেয়ে নয়, একটা কুকুর।"

ট্যাক্সিচালক সোৎসাহে বলিল, "কুকুর-চোরের মোটরের অনুসরণ করিতে হইবে? সে কাজ খুব পারিব। আজ কাল শহরে কুকুর-চোর অনেক হইয়াছে;

আমরাই একটা ভাল 'টেরিয়ার' সে দিন চুরি গিয়াছে। ঐ যে একখান মোটর বন-বন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ও'খানা নয় ত ?'

টম্ দেখিল সেখানি ধূসর বর্ণের মোটর। মোটরখানি মিঃ মঙ্কের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গতি হ্রাস করিল, সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফারের মোটরের সাফার মাথা বাড়াইয়া কি ইঙ্গিত করিল ; পর মুহূর্তেই মোটরখানি আবার বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। টমের ইঙ্গিতে তাহার ট্যাক্সি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিল। মোটরখানি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া ওয়েষ্ট বোর্ণ গ্রোভের দিকে অগ্রসর হইল।

টমের ট্যাক্সিচালক মহা উৎসাহে সবেগে ট্যাক্সি চালাইতে লাগিল ; সে হাসিয়া বলিল, "ও মোটরখানার সাধ্য কি আমার নজরের বাহিরে যায় ?"—টম একটা পথ ছাড়িয়া অন্য পথে প্রবেশ করিবার সময় তাহার কাগজের বাণ্ডিল হইতে কাগজ বাহির করিয়া তাহা পথের ধারে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাগজের টুকরাগুলি তাহার সংকেতানুযায়ী আঠা দিয়া জোড়া ছিল।

ক্রমে তাহারা হ্যাম্পষ্টেডের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। টমের ট্যাক্সি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিল, এবং ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি হইতে নামিয়া সম্মুখের একখানি চাকা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

টম বলিল, "কি রে ! থাম্‌লি যে ?"

ট্যাক্সিচালক মুখ না তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে, কুকুর-চোরেরা খানিক আগে মোটর থামাইয়াছে। পথের ওমুড়ায় যে বাড়িখানা দেখা যাইতেছে, মোটর হইতে একজন লোক নামিয়া সেই বাড়িতে ঢুকিয়াছে ; তাহার সঙ্গে কুকুর নাই ! না গাড়ি, আর কোথাও যাইবে না ; গাড়িখানাও ঐ বাড়ির দেউড়ির ভিতর ঢুকিল। আপনি উহাদের আড্ডা চিনিতে চাহেন ত চিনিয়া রাখুন।"

টম ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বলিল, "এইখানেই তোমার ছুটি। তোমার ভাড়া ও বকশিস লও। আমার মনিব যতক্ষণ এখানে না আসেন, ততক্ষণ আমাকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

আশার অতিরিক্ত ভাড়া ও পুরস্কার পাইয়া ট্যাক্সিচালকের বড় স্ফূর্তি হইল ; সে টমকে সেলাম করিয়া কলিল, "আবার যদি আপনার কুকুর চুরি যায় ত চোরের অনুসরণ করিবার জন্য আমার ট্যাক্সিখানাই লইবেন ! এখন ত আর আমাকে দরকার নাই।"

টম বলিল, "না, এখন যাও।"

ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি লইয়া চলিয়া গেল। টম তাহার কাগজের বাণ্ডিল হইতে তাহার সংকেতানুযায়ী টুকরা বাহির করিয়া পথের ধারে রাখিয়া দিল; তাহার পর সেই অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল।

অট্টালিকাটি একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত; বাগানটিতে বিন্দুমাত্র পারিপাট্য ছিল না, যত্নের অভাবে জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল। অট্টালিকাটিরও জীর্ণাবস্থা। টম দেখিল, পূর্বোক্ত মোটরখানি সেই অট্টালিকার পশ্চাৎস্থিত আস্তাবলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সে অট্টালিকার পশ্চাতে গিয়া বাগানের রেলিংএর পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে গলি দিয়া সে অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছিল সেই গলির মোড়ে কয়েক টুকরা সাংকেতিক কাগজ ফেলিয়া রাখিয়া বাগানের রেলিংএর একপ্রান্তে উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল একটা ফুলগাছ বাগানের ভিতর রেলিংএর অদূরে অবস্থিত রহিয়াছে। টম চারি দিকে চাহিয়া গলির ভিতর কোন লোকজনের সমাগম না দেখিয়া পকেট হইতে গল্‌ফ খেলিবার একটি বল বাহির করিয়া বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিল, তাহার পর রেলিংএর উপর কিছুদূর উঠিয়া পূর্বোক্ত ফুলগাছের একটি শাখা ধরিয়া গাছে উঠিল, এবং সেই গাছ হইতে বাগানে নামিল; যদি সেই সময় কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বলিত বাগানে বল কুড়াইতে আসিয়াছে!

বাগানে প্রবেশের পূর্বে টম রেলিংএর ধারেও কয়েক টুকরা সাংকেতিক কাগজ রাখিয়া দিয়াছিল। সে রেলিংএর পাশ দিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল। অট্টালিকার নীচের তালায় একটি কুঠরীর জানালার সম্মুখে পর্দা প্রসারিত ছিল, অন্যান্য কুঠরীর জানালাগুলি খোলা; কুঠরীগুলি সাজসজ্জাহীন বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

টম মনে মনে বলিল, "এ যে যোগী তপস্বীর বাসের মতন স্থান! আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি কেহ এখানে আছে কি না। কিন্তু ওটা আবার কি?"

টম সেই পশ্চাতস্থ বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিল একটা প্রকাণ্ড সিম্পাঞ্জী জাতীয় বানর তাহাকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিতেছে, ও তাহার চক্ষে ক্রোধ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে! বানরটা টমকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকায় কৃতকার্য হইতে পারিল না, সে ক্রমাগত তাহার গলার শিকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। বানরটার ভীষণ মূর্তি দেখিয়া টম আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিল না, সে বাগানের রেলিংএর পাশ দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু টম কয়েক গজ দূরে পলায়ন করিতে না করিতে পশ্চাতে খস-খস শব্দ শুনিতে পাইল, সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল বানরটা কোন কৌশলে শিকলটা বন্ধনদণ্ড হইতে খুলিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে ! টমের সৌভাগ্য, যে শিকল বানরটার গলায় ঝুলিতেছিল, বাগানের অযত্নোদ্ভূত লতা-গুল্মের ভিতর দিয়া দৌড়াইবার সময় শিকলটা কোন গাছে বাঁধিয়া যাওয়ায় সে তাড়াতাড়ি গিয়া টমকে ধরিতে পারিল না ; টম তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

কিছুদূর দৌড়াইয়া টম পদপ্রান্তে একখণ্ড ইষ্টক দেখিতে পাইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া সবেগে বানরটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহা বানরের মস্তক স্পর্শ করিল না ; বানরটা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অধিকতর বেগে টমের দিকে অগ্রসর হইল, এবং এক লম্ফে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। টম আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে পকেটে হাত দিয়া দেখিল পকেটে পিস্তল নাই ! সে বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় পিস্তলটি ভ্রম ক্রমে টেবিলের উপর রাখিয়া আসিয়াছিল। বানরটা টমকে আক্রমণ করিয়া উভয় হস্তে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, তাহার পর মুখব্যাদন পূর্বক তাহার স্কন্ধে দংশন করিল। বানরটার তীক্ষ্ণধার নখে টমের কণ্ঠ বিদীর্ণ হইল, এবং তাহার স্কন্ধদেশ হইতে শোণিতের স্রোত বহিল। টম বানরটার মাথায় ও ঘাড়ে দুই চারিটা কিল চড় মারিল, কিন্তু বানর তাহা গ্রাহ্যও করিল না। টম তাহার দংশনে কাতর হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল, এবং দুই এক মিনিটের মধ্যেই ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। বানরের কবল হইতে তাহার মুক্তি-লাভের কোন আশা রহিল না।

টম ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল ; সহসা পিস্তলের গম্ভীর শব্দ তাহার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বানরটার শিথিল হস্ত টমের কণ্ঠচ্যুত হইল। পিস্তলের গুলি বানরটার মস্তিষ্কে প্রবেশ করায় তাহার গতপ্রাণ দেহ টমের পাশে লুটাইয়া পড়িল।

টম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, সম্মুখে চাহিয়াই সে মিঃ ওয়াটকে দেখিতে পাইল। তাঁহার হস্তে টোটাভরা পিস্তল।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "বানরটা তোমাকে শেষ করিয়াছিল আর কি? ভাগ্যে আমি তোমার সাংকেতিক চিহ্নের অনুসরণ করিয়া ঠিক সময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।"

টম বলিল, "হ্যাঁ, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি। কে জানিত এখানে এ রকম ভয়ংকর জানোয়ার বাঁধা আছে ! বোধ হয় আমাকে অত্যন্ত জখম করিয়াছে।"

টমের কাঁধ দিয়া তখন রক্ত ঝরিতেছিল, তাহার কণ্ঠ বানরের নখরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। মিঃ ওয়াট তাহার ক্ষতস্থল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ক্ষত গভীর হয় নাই বটে, কিন্তু রক্ত বিষাক্ত হইয়া মারা না যাও! বানরটা পোষা হইলেও অতি ভয়ংকর ও দুর্দান্ত ছিল, এক গুলিতেই উহার বানরলীলার অবসান হইয়াছে। এখানে আমাদের আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, তুমি গলির মোড় পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারিবে?"

টম্ বলিল, "তা পারিব, কিন্তু এখনও যে আমার কাজ শেষ হয় নাই! আমি রেলিং পার হইয়া বাড়িটা দেখিতে যাইতেছিলাম; বানরটা বারান্দায় বাঁধা ছিল, আমাকে দেখিয়া শিকল ছিঁড়িয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল। মোটরে চাপিয়া যাহারা এই বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের সন্ধান লইবেন না? বানরটা মরিয়াছে দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাহাদের সন্ধান করিতে গিয়া সময় নষ্ট করিলে তোমার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বানরের কামড়ে রক্ত বিষাক্ত হওয়া অসম্ভব নয়; শীঘ্র তোমার ক্ষত ধুইয়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আবশ্যক।"

মিঃ ওয়াট টম্‌কে সঙ্গে লইয়া অতি কষ্টে বাগান হইতে বাহির হইলেন, এবং রাজপথে উপস্থিত হইয়া মোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। টমের রক্তাক্ত দেহ একখানি কম্বল আবৃত করিয়া তিনি সাফারকে অদূরবর্তী ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিয়া মিঃ ওয়াট ডাক্তারকে টমের ক্ষত পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন; ডাক্তার স্কন্ধের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ ত কুকুরের কামড় নয়। ইহাকে কি বাঘে ধরিয়াছিল? গলায় নখ বিঁধিয়া গিয়াছে, কাঁধে দাঁত বসিয়াছে! ব্যাপার কি?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "বাঘ না হইলেও কাছাকাছি বটে, একটা প্রকাণ্ড সিম্পাঞ্জী একটা বাগানের ভিতর হঠাৎ উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি জানোয়ারটাকে গুলি করিয়া মারিয়াছি, নতুবা বেচারার প্রাণ রক্ষা হইত না; আপনি ক্ষতস্থান ধুইয়াও ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিন। রক্ত বিষাক্ত হইবার আশংকা নাই ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "সিম্পাঞ্জীতে কামড়াইয়া দিতেছে! বোধ হয় পশুশালা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল; সেটাকে বধ করিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন।

নতুবা অনেক ছেলে মেয়েকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিত। যাহা হউক, ভয়ের কারণ নাই, আমি ধুইয়া ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছি, ক্ষত শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে।"

টমের ক্ষতস্থলে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধা হইলে মিঃ ওয়াট ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি এই দুর্ঘটনার কথা দুই এক দিন প্রকাশ না করিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। বিশেষ কোন কারণে কথাটা গোপন রাখিতে চাই। বানরটা কোন গৃহস্থের পোষা বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল; আমি বানরের মালিকের সন্ধান লইব। যাহারা এরূপ ভয়ানক জানোয়ার ছাড়িয়া দিয়া পথিকের জীবন বিপন্ন করে তাহাদের একটু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।"

ডাক্তার মিঃ ওয়াটের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হইলে মিঃ ওয়াট টমকে লইয়া গৃহে চলিলেন। বাড়ি ফিরিয়া তিনি টমকে শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং তাহাকে উঠিতে বসিতে নিষেধ করিয়া অতঃপর কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ফটোখানি কোন কার্যেই লাগিবে না ইহা তাহারা এতক্ষণ নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছে। আমরা যে তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছি—ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। এ অবস্থায় তাহারা এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে? তাহারা আসনখানি বা তাহার ফটো হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা যতক্ষণ কৃতকার্য না হয় ততক্ষণ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। কোন বাধাবিঘ্নই তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। তাহারা কি উদ্দেশ্যে উহা হস্তগত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে তাহা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে ভাল হইত। ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য আছে। মঙ্ক যে ফটোখানি আমাকে দিয়াছে তাহা ত আমার কাছেই আছে। তুমি এই ফটো দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিবে?"

টম আসনখানির ফটো নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে দেখিল নক্সাটির এক অংশ ত্রিকোণাকৃতি, সেই অংশে ক্রমে সরু হইয়া চূড়াকারে পরিণত হইয়াছে; অন্য অংশ অর্ধ চন্দ্রাকার, যেন বৃত্তার্ধের উপর গম্বুজাকার নক্সা।

টম বলিল, "এ যেন কোন মস্‌জিদের নক্সা! এই অর্ধচন্দ্রাকার অংশটা মস্‌জিদের ভিত্তি, তাহার উপর ত্রিকোণাকার মস্‌জিদ উঠিয়াছে, এই ফুলগুলি মস্‌জিদের বিভিন্ন কক্ষের দ্বার জানালা সূচনা করিতেছে!"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "তোমার এই অনুমানই আমার সত্য মনে হইতেছে; কিন্তু এই পাড়ের নিকট এই ফুলগুচ্ছ স্তূপীকৃত রহিয়াছে; ইহার তাৎপর্য বুঝিতে

পারিতেছি না। যাহা হউক, তুমি এখানে কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ঘুরিয়া আসিতেছি।"

মিঃ ওয়াট নক্সাখানি লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। টম তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া শয্যায় শয়ন করিল, তখনও তাহার ক্ষত স্থানে প্রবল বেদনা ছিল।

মিঃ ওয়াট অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার উইদার্সের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মিঃ উইদার্স প্রাচ্য শিল্পকলার আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মিঃ উইদার্স তখন গৃহেই ছিলেন; মহারাজা সিন্ধিয়ার প্রাসাদের একটি নক্সা প্রস্তুতের ভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ায় তিনি সেই কার্যেই তখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মুখ তুলিয়া একবার সোনার চস্‌মার ভিতর দিয়া মিঃ ওয়াটের মুখের দিকে চাহিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি হে ওয়াট! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতেছ না কি? তোমাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিতেছি, তাহার উপর তোমার 'কলারে' রক্তের দাগ! ব্যাপার কি বল ত? কাহাকেও খুন করিয়া পলাইয়া আসিতেছ?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "প্রায় বটে! তবে যাহাকে খুন করিয়া আসিতেছি সে নর নয় বানর। বানরটা আমার সহকারী টমকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া জখম করিয়াছিল; সে কাহিনী তোমাকে পরে এক সময় বলিব। এখন অন্য কথা আছে। এই ফটোখানা পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি; টম বলিতেছিল, ইহা একটি অট্টালিকার নক্সা? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি আসনের ফটো। মিশরের ভূতপূর্ব খেদিভ মহম্মদ আলি এই আসনখানি আমার কোন বন্ধুর পিতামহকে উপহার পাঠাইয়াছিল।"

উইদার্স ফটোখানি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার পর কৌতূহল ভরে বলিলেন, "এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে, মিশরের খেদিভ মহম্মদ আলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। একটু অপেক্ষা কর—ঠিক বলিয়া দিতেছি।"

মিঃ উইদার্স আলমারি হইতে একখানি বৃহৎ পুস্তক বাহির করিয়া আনিয়া তাহা খুলিলেন; এবং কয়েকখানি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া একখানি পৃষ্ঠা নিঃশব্দে পাঠ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এই দেখ, মহম্মদ আলি মিশরে যে সকল হর্ম্যাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এল্ হাসানের মস্‌জিদ প্রসিদ্ধ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। মহম্মদ আলির মৃত্যুর কুড়ি-পঁচিশ বৎসর

পরে এই মসজিদ উপাসক-সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কারণ মরুমধ্যবর্তী এই মসজিদের নিকট যে সকল কূপ ছিল তাহা শুষ্ক হওয়ায় সে অঞ্চলে জনসমাগম রহিত হয়; এমন কি, যে সকল উষ্ট্রারোহী পথিক ও সার্থবাহ সেই মসজিদের নিকটবর্তী পথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারাও জলাভাবে সেই পথ ত্যাগ করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পরিব্রাজক লা বোলি এই মসজিদ দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা লা বোলির ভ্রমণ-কাহিনী। তিনি এই পুস্তকে সেই মসজিদের নক্সাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নক্সা দেখিয়া মসজিদটির শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করা যায় না।"

মিঃ ওয়াট কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সেই মসজিদের নক্সার সহিত ফটোখানির সাদৃশ্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল ফটো ও পুস্তকস্থিত নক্সা এই উভয়ের ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

উইদার্স ফটো হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, একখানি আসনের ফটো বটে, কিন্তু সাধারণ আসন নহে; ভক্ত মুসলমানেরা এই আসনে বসিয়া নমাজ করিতেন। সম্ভবতঃ আসননির্মাতা এই মসজিদের নিকট বাস করিত, এবং মসজিদের নক্সা অবলম্বনে আসনখানি বয়ন করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের দেশে এ নিয়ম প্রচলিত আছে; প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির মসজিদের অনুকরণে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য নির্মিত হয়, এবং তীর্থ পর্যটকেরা পবিত্র জ্ঞানে বা তীর্থভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সেগুলি কিনিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই আসনের চারিধারে যে ফুলগুলি অঙ্কিত দেখিতেছি, মিশরদেশীয় সাধারণ আসনে ইহা প্রায় দেখা যায় না। আরবেরা ইহাকে সোনামুখী ফুল বলে; তাহাদের সংস্কার—অন্ধসংস্কার কি না জানি না— এই ফুল যেখানে দেখা যায়, তাহার নীচে মাটির ভিতর বিস্তর ধনরত্ন লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং এই ফুলগুলি গুপ্তধনের ইঙ্গিত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে! কিন্তু লা বোলি এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই; তাঁহার ভ্রমণকালে এই মসজিদটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছিল। মসজিদের নিকট একটি কূপ তখনও বর্তমান ছিল। মসজিদের নিকটে তখনও যে দুই-একঘর মুসলমান বাস করিত, তাহারা এই কূপের জল ব্যবহার করিত। যাহা হউক, এই আসনের নক্সা লইয়া তুমি এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ কেন বল দেখি।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "হ্যাঁ, এখন সত্যই বড় ব্যস্ত আছি; সময়ান্তরে তোমাকে সে সকল কথা বলিব। ইহা যে এল. হাসানের সেই ভগ্ন মসজিদের নক্সা, এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ আছে কি?"

উইদার্স বলিলেন, "হ্যাঁ, ইহা এল. হাসানের ভগ্ন মস্‌জিদেরই নক্সা। উহা মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত; আস্যুয়ান হইতে তিন দিনের পথ। পূর্বে ইহার নিকট দিয়া উষ্ট্রারোহী সার্থবাহগণের যে পথ ছিল, মস্‌জিদের কূপগুলি শুষ্ক হইলে সেই পথ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন তাহার কিছু দক্ষিণ দিয়া আর একটি পথ হইয়াছে।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "ধন্যবাদ। এখন চলিলাম; শীঘ্রই তুমি সকল কথা জানিতে পারিবে।"—তিনি ফটোখানি লইয়া উঠিলেন, তাহার পর কি মনে করিয়া আবার বসিলেন, এবং মিঃ উইদার্সের নিকট নক্সা আঁকিবার কাগজ ও পেন্সিল লইয়া ফটোর একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ফটোর যে অংশে কতকগুলি সোনামুখী ফুলের গুচ্ছ ছিল, তাহার নীচেই একটি সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র অঙ্কিত ছিল। নক্সায় সেই স্থানটি তিনি চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

মিঃ ওয়াট প্রস্থান করিলে মিঃ উইদার্স বলিলেন, "ওয়াট বোধ হয় কোন একটা ফন্দীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! উহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ব্যাপার কি একদিন তাহা জানিতে পারিব; এ রহস্য সে নিশ্চয়ই আমার নিকট গোপন করিবে না।"

।। তিন ।।

মিঃ ওঁয়াট, উইদার্সের নিকট বিদায় লইয়া কেন্‌সিংটন প্যালেস গার্ডেনে মিঃ মঙ্কের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহির্দ্বারে করাঘাত করিতেই মঙ্কের পরিচারক হিগিন্‌ দ্বার খুলিয়া দিল। মিঃ ওয়াট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঙ্ক বাড়ি আছেন ?"

হিগিন্‌ বলিল, "না মহাশয়, ঘণ্টাখানেক আগে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া আহার করিবেন ; আপনি এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিলে তাঁহার দেখা পাইবেন।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "আমি তাহাকে বাড়ি থাকিতে বলিয়াছিলাম। দেখ হিগিন্‌ যে দু'জন চোর তোমার মনিবের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সাধারণ চোর নয় ! তাহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। তাহারা মঙ্ককে নানা ভাবে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, এজন্য মঙ্কের অত্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক। তিনি কোথায় গিয়াছেন, বলিতে পার ?"

হিগিন্‌ বলিল, "সে কথা তিনি আমাকে বলিয়া যান নাই ; একজন দোকানদার তাঁহাকে কয়েকখানি গালিচা দেখাইতে আসিয়াছিল, তিনি মোটরে চাপিয়া তাহাদের সঙ্গে বাহির হইয়াছেন ; কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিয়া যান নাই।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "আবার গালিচা ! এ সকল ভাল লক্ষণ নহে ; যাহা হউক, সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি।"

হিগিন্‌ বলিল, "সাতটার সময় তিনি আহার করেন, সাতটার মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবেন।"

সাতটা বাজিয়া গেল, মঙ্ক বাড়ি ফিরিলেন না। মিঃ ওয়াট অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও অধীর হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার আশংকা হইল, মঙ্ক হয় ত হঠাৎ কোন বিপদে পড়িয়াছেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় একখানি মোটর গাড়ি মিঃ মঙ্কের বহির্দ্বারে আসিয়া থামিল। মিঃ ওয়াট মনে করিলেন মঙ্ক এই গাড়িতেই বাড়ি

আসিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, মোটরের সাফায় টম্‌কিন্‌স্ মিঃ ওয়াটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে হিগিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, কর্তা কি বাড়ি ফিরিয়াছেন ?'

হিগিন্ বলিল, 'তুমি ত বড মজার লোক হে ! তুমিই তাঁহাকে লইয়া মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেলে, এখন একা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ 'কর্তা কি বাড়ি আসিয়াছেন ?' কোথায় তিনি ? তাঁহাকে না দেখিয়া আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে।'

মঙ্কের সাফার টমকিন্‌স্ বলিল, 'তিনি ত খোকা নহেন যে, বেড়াইতে গিয়া হারাইয়া যাইবেন ; তবে আর এত দুশ্চিন্তা কেন ? কোন কাজে পড়িয়াছেন, তাই তাঁহার বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ আছে ; তুমি তাঁহাকে লইয়া কোথায় গিয়াছিলে, কোথায় তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছ, শীঘ্র বল। আমার আশংকা হইতেছে—তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস হয় না।"

টম্‌কিন্‌স্ বলিল, 'আমি তাঁহার আদেশে ওলড্ কম্‌টন ষ্ট্রীটে গিয়াছিলাম। সেখানে তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া একটা দোকানে প্রবেশ করেন ; সেই দোকানে এক সপ্তাহ পূর্বেও তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে যে তাঁহার কোন বিপদের আশংকা আছে এরূপ ত বোধ হয় না। সেই দোকানে আসন, কম্বল, গালিচা প্রভৃতি বিক্রয় হয় ; পূর্বে একদিন তিনি সেই দোকান হইতে দুই একখানি গালিচা কিনিয়া বাড়ি লইয়া আসিয়াছিলেন। আজও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সেই দোকানে গিয়াছিলেন ; কিন্তু আসন কি গালিচা আজ কিনিয়াছেন কি না জানিতে পারি নাই।'

হিগিন্‌স্ বলিল, 'যে লোকটা গত সপ্তাহে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহারই দোকানে গিয়াছিলেন ? সেই লোকটার নাম মেসরা নয় ?'

টম্‌কিন্‌স্ বলিল, "হ্যাঁ, তাহার নাম মেসরাই বটে। কর্তা মেসরার দোকানে গিয়া একটা কুঠরীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে আর বাহিরে আসিতে দেখিলাম না। আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় দোকানের সম্মুখে গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। প্রায় পনর মিনিট পরে মেসরা একখানি চিঠি লইয়া আমার কাছে আসিল, এবং চিঠিখানি আমার হাতে দিয়া বলিল, 'চিঠিখানি লইয়া শীঘ্র ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে যাও, ব্যাঙ্কে যে চিঠির বাক্স আছে তাহার মধ্যে চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া

এখানে ফিরিয়া আসিবে, মিঃ মঙ্ক তোমাকেই ইহা লইয়া যাইতে বলিলেন।' প্রভুর আদেশ, আমি চিঠি লইয়া ব্যাঙ্কে চলিলাম। পত্রখানি ব্যাঙ্কের চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আমি মেসরার দোকানে ফিরিয়া গিয়া দেখি দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে! আমি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েক মিনিট ডাকাডাকি করিলাম, কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলাম না! দোকানের ভিতর কেহ আছে বলিয়াও বোধ হইল না। পাশের দোকানের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম মেসরা কিছু পূর্বে একখানি মোটরে চড়িয়া বাহিরে গিয়াছে; তাহার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। দোকানদারের কথা শুনিয়া বুঝিলাম কর্তা মেসরার সঙ্গে অন্য কোথাও গিয়াছেন; কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ভাড়াটে গাড়িতে কোথায় গিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না; অগত্যা আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল—কর্তা এতক্ষণে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছেন।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'না, তিনি বাড়ি আসেন নাই। মেসরা তোমাকে কৌশলে সরাইয়া দিয়া নিশ্চয়ই তোমার মনিবকে কয়েদ করিয়াছে। তাঁহার সন্ধান লইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এজন্য যদি তোমাকে বিপদে পড়িতে হয়—তাহাতে রাজী আছ কি?'

টম্‌কিনস্ বলিল, 'খুব রাজী আছি। আমাদের মনিবের মতন ভাল লোক প্রায় দেখা যায় না; তিনি যদি বিপদে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্ধারের জন্য জান দিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহার শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিতে হয় করিব; মাথা রাখিয়া আসিতে হয়, তাহাও স্বীকার।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'বেশ কথা, তবে শীঘ্র জন্‌সনকে ডাকিয়া আন, সে যেন দুটো পিস্তল ও ডজনখানেক টোটা লইয়া আসে। আমরা জন্‌সনকেও সঙ্গে লইয়া যাইব; যদি সে আমাদের সাহায্য করিতে পারে ভালই, আর যদি পায়ের বেদনায় চলিতে না পারে, তাহা হইলে সে গাড়িখানা পাহারা দিতে পারিবে ত? তাহা হইলেও অনেকটা সাহায্য হইবে।'

হিগিন্ জন্‌সনকে ডাকিতে গেল। দুই তিন মিনিট পরে জন্‌সন এক-জোড়া পিস্তল লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মিঃ ওয়াটের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ওয়াটের আদেশে সে একটি পিস্তল টম্‌কিন্‌সকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আমাদের যাইতে হইবে? হাতিয়ার লইয়া যাইতেছি—লড়াই করিতে হইবে নাকি?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "অসম্ভব কি? হিগিন্ আমরা চলিয়া গেলে বাড়িতে তুমি কি একা থাকিবে?"

হিগিন্ বলিল, আর একটা ছোঁড়া আছে, সে না থাকার মধ্যে। বেটা আড়াইজন লোকের সমান খায়, কিন্তু নিতান্ত অপদার্থ। যা হোক আমি একাই একশো। এখন বলুন আমাকে কি করিতে হইবে।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "তুমি সতর্ক ভাবে বাড়ি পাহারা দিবে। সেই দুই বেটা চোর হয় ত আবার আসিতে পারে। তুমি সদরদরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবে; কেহ দরজা খুলিতে বলিলে খুলিয়া দিও না, এমন কি, সাড়া পর্যন্ত দিও না। আমাদের এখানে ফিরিয়া আসিতে কত বিলম্ব হইবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ বাড়ি আগ্‌লাইবার ভার তোমার উপর; বুঝিয়াছ?"

হিগিন্ বলিল, "এ সোজা কথাটা আর বুঝিতে পারিব না? আপনি আমাদের মনিব মশাইয়কে সঙ্গে লইয়া আসিবেন ত?

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "সেই চেষ্টাতেই যাইতেছি, টম্‌কিন্‌স্! প্রথমে হ্যামষ্টেডে চল। তাহার পর যেখানে যাইতে হইবে পরে জানিতে পারিবে। শীঘ্র চল, বিলম্বে আমাদের চেষ্টা বিফল হইতে পারে।"

টম্‌কিন্‌স্ মিঃ ওয়াট ও জন্‌সনকে লইয়া দ্রুতবেগে গন্তব্য পথে ধাবিত হইল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই টমের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত বাগানবাড়ির অদূরে আসিয়া গাড়ি থামাইল। মিঃ ওয়াট পথের মোড়ে গাড়ি রাখিয়া টম্‌কিন্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া গলির ভিতরে প্রবেশ করিলেন; জন্‌সন পিস্তল হাতে লইয়া গাড়িতে বসিয়া রহিল।

টম যে স্থানে রেলিং বাহিয়া গাছে উঠিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল—মিঃ ওয়াটও টমকিনস্ সহ সেই স্থান দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন।

বাগানের ভিতর দিয়া তাঁহারা অতি সন্তর্পণে অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। মিঃ ওয়াট মনে করিলেন পূর্ববৎ আর একটা শিম্পাঞ্জি আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে! কিন্তু তিনি আর কোন বানরের সাড়াশব্দ পাইলেন না। বানর সেখানে একটিই ছিল, তাহাকে তিনি পূর্বেই বধ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আশংকা অমূলক লইল। অট্টালিকার নিকটে গিয়াও তিনি কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না; অবশেষে সেই অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন একটি কক্ষে বাতি জ্বলিতেছে, অন্যান্য কক্ষগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলোকিত কক্ষে নিশ্চয়ই কেহ আছে

অনুমান করিয়া মিঃ ওয়াট টম্‌কিন্‌স্‌সহ বারান্দায় উঠিলেন। এমন সময় অদূরবর্তী কক্ষ হইতে কোন অপরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ও টম্‌কিন্‌স লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষের বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইয়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিলেন, কক্ষের ভিতরে একখানি চেয়ারে মিঃ মঙ্ক বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার উভয় হস্ত ও দেহ চেয়ারের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ! সম্ভবতঃ তাঁহার পদদ্বয়ও চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা ছিল; কিন্তু তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। প্রভুকে এই অবস্থায় দেখিয়া টম্‌কিন্‌স্‌ ক্রোধে অধীর হইল; মিঃ ওয়াট তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার মুখে হাত দিয়া তাহাকে স্থির থাকিবার জন্য ইংগিত করিলেন।

মিঃ ওয়াট মঙ্কের সম্মুখে একটি লোককে দেখিতে পাইলেন, দেখিবামাত্র চিনিলেন—সে সেই ফটোগ্রাফার!

ফটোগ্রাফার মিঃ মঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমরা আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়; কিন্তু উপায় কি? আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পান, তাহা হইলে আমাদের দোষ কি? কষ্ট পাওয়া না পাওয়া আপনার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আমরা লোহার শিকটা পোড়াইয়া লাল করিয়াছি। এই শিক দিয়া আপনার কপাল দাগিয়া দিব। তাহাতে আপনি প্রাণে মরিবেন না বটে, কিন্তু আপনার মুখখানি কিরূপ শোভা ধারণ করিবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। একখানি তুচ্ছ আসনের জন্য মুখের এরূপ দুর্গতি হইতে দেওয়া কতদূর বুদ্ধিমানের কাজ তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। আপনি কাগজ কলম লইয়া আপনার চাকরকে পত্র লিখিয়া দেন—সেই পত্র পাইবামাত্র সে যেন আসনখানি আমাদের লোকের হাতে পাঠাইয়া দেয়। আসনখানি আমাদের হস্তগত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব; কেমন, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন?"

মঙ্ক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভয় দেখাইয়া তোমরা আমার আসনখানি হস্তগত করিবার আশা ত্যাগ কর! তোমরা বলিতেছে, আসনখানি তুচ্ছ সামগ্রী; যদি তুচ্ছই হইবে তাহা গ্রহণের জন্য তোমাদের এত আগ্রহ কেন? তাহা হস্তগত করিবার জন্য ক্রমাগত ছল বল কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ। ইহার কারণ কি? যদি তোমরা আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া কৌতূহল দূর করিতে পার, তাহা হইলে আসনখানি তোমাদের দিলেও দিতে পারি; কিন্তু ভয় দেখাইয়া কোন ফল হইবে না।'

ফটোগ্রাফার বলিল, 'কারণ ত আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি। মহম্মদ আলির বর্তমান বংশধর জামাল পাশা এই আসনখানি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এই আসন একজোড়া ছিল; একখানি আপনার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, অন্যখানি পাশার কাছেই আছে। এই দুইখানি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মহম্মদের শবাধার আবৃত করা হইবে। জামাল পাশার ইচ্ছা, আসন দুইখানি যথাস্থানে একত্র স্থাপন করিবেন; কিন্তু আপনার নিকট হইতে আসনখানি উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না।'

মিঃ মঙ্ক সক্রোধে বলিলেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিবে না; তোমাদের সকলকেই অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদি তোমরা এখনও আমাকে মুক্তিদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে একশত পাউণ্ড পুরস্কার দিব, এবং মুক্তিলাভের পর চব্বিশ ঘণ্টার পূর্বে পুলিশে সংবাদ দিব না; সেই অবসরে তোমরা লণ্ডন হইতে পলায়ন করিতে পারিবে।'

মিঃ মঙ্কের কথা শেষ হইলে অন্য একটি কক্ষ হইতে একটি পালোয়ান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষুর তারা লাল ও চুলগুলি সাদা! মিঃ ওয়াট তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন। তাহার হাতে একটি লৌহশলাকা, আগুনে ফেলিয়া তাহা লাল করা হইয়াছিল।

পালোয়ানটা গর্জন করিয়া বলিল, 'তুমি আমাদের হাতে পড়িয়াছ, আমাদের আদেশ পালন না করিলে কি তোমাকে সহজে ছাড়িব? এই জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়া তোমার গালে কপালে এমন ভাবে দাগ করিয়া দিব যে, তুমি সে মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না; তোমার জীবন বিড়ম্বনা-পূর্ণ মনে হইবে। আমরা তোমার বাজে কথা শুনিতে চাহি না, তুমি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত আছ কি না শীঘ্র বল।'

মিঃ মঙ্ককে নীরব দেখিয়া পালোয়ানটা ডাকিল, 'মেস্‌রা!'

আর একজন তৎক্ষণাৎ তাহারই নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া টম্‌কিন্‌স বলিল, 'ইহারই নাম মেস্‌রা; মিঃ মঙ্ক উহারই দোকানে গিয়াছিলেন।'

'আর বিলম্ব করা হইবে না।'—বলিয়া মিঃ ওয়াট আড়াল হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; টম্‌কিন্‌স তাঁহার অনুসরণ করিল।

তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেস্‌রা ভয়ে আর্তনাদ করিয়া

উঠিল, কিন্তু পালোয়ানটা সক্রোধে হুঙ্কার দিল! ফটোগ্রাফারটা 'এ কি ব্যাপার!'—বলিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে তাহারা তিন জনে একসঙ্গেই মিঃ ওয়াট ও টম্‌কিন্‌সকে আক্রমণ করিতে আসিল।

মেসরা তেমন সাহসী না হইলেও বেশ চটপটে। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া টম্‌কিন্‌সকে আক্রমণ করিল; কিন্তু টম্‌কিন্‌স ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া ছোরাখানি কাড়িয়া লইল, এবং সেই কক্ষের একপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। মেস্‌রা তখন সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া টম্‌কিন্‌সের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল; সেই সজীব চড়ে টম্‌কিন্‌স ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়াই দেখিল, মেস্‌রা একখানি চেয়ার দুই হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। টম্‌কিন্‌স তৎক্ষণাৎ একহাতে চেয়ারখানি ধরিয়া তাহার নাকের ডগায় এক ঘুষি মারিল; মেস্‌রা চেয়ার ছাড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, আর সে উঠিতে পারিল না; ঘুষির আঘাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল।

মিঃ ওয়াট পূর্বোক্ত পালোয়ান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে একখানি ছোরা লইয়া ওয়াটকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ওয়াট তাঁহার পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার হাতে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, তাহার অবশ হস্ত হইতে ছোরা খসিয়া পড়িল; তাহার পর তিনি তাহাকে সেই কক্ষের দেওয়ালের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'হয় আত্মসমর্পণ কর না হয়—'

কিন্তু মিঃ ওয়াটের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ফটোগ্রাফার সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল। পলায়নের পূর্বে সে দীপ নির্বাপিত করিয়াছিল, স্নতরাং মিঃ ওয়াট অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; সেই স্নযোগে পালোয়ানটা মিঃ ওয়াটের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একলম্ফে সেই কক্ষের বাহিরে আসিল এবং বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দুপ্‌ দাপ শব্দে ঘর হইতে নামিয়া গেল। মিঃ ওয়াট অল্পক্ষণ পরে মোটর গাড়ির ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, ফটোগ্রাফার ও পালোয়ানটা মোটরে উঠিয়া পলায়ন করিল।

মিঃ ওয়াট পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, মেস্‌রা তখনও জড়বৎ পড়িয়া আছে, উত্থানশক্তি রহিত! টমকিন্‌স তাহাকে দেখিবামাত্র পিস্তল তুলিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। মিঃ ওয়াট তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,

'থাম আর উহাকে গুলি করিবার আবশ্যক নাই ; উহার সঙ্গীরা পলায়ন করিয়াছে, উহাকে বাঁধিয়া রাখ।'

মেস্‌রার হস্তপদ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল। অনন্তর মিঃ ওয়াট দেখিলেন, মিঃ মঙ্ক সেই কক্ষের একপ্রান্তে চেয়ারসহ পড়িয়া আছেন ; চেয়ারের সঙ্গে তাঁহার দেহ ও হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ !

মিঃ ওয়াট টম্‌কিন্‌সকে বলিলেন, 'শীঘ্র তোমার মনিবের বন্ধন মোচন কর।" —তিনি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ থাকায় তিনি সে পথে বাহিরে যাইতে পারিলেন না ; তখন তিনি জানালা খুলিয়া সেই অট্টালিকার বারান্দায় লাফাইয়া পড়িলেন, এবং আস্তাবলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আস্তাবল শূন্য ! সেখানে যে মোটরখানি ছিল তাহা অদৃশ্য হইয়াছে, পেট্রলের সৌরভে তখনও বায়ুস্তর সুরভিত। মিঃ ওয়াট বুঝিলেন, তস্করদ্বয় যে কোন মুহূর্তে পলায়ন করা আবশ্যক হইতে পারে জানিয়া মোটরখানি প্রস্তুত রাখিয়াছিল।

পলাতকদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া মিঃ ওয়াট যে পথে বাহিরে গিয়াছিলেন, সেই পথেই মিঃ মঙ্কের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। যদিও দুইজন তস্কর পলায়ন করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের দলের একজন ধরা পড়ায় তাঁহার আশা হইল, তাহার সাহায্যে তিনি অন্য দস্যুদের সন্ধান লইতে, এমন কি, তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি জানিতে পারিবেন।

সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া, মিঃ ওয়াট দেখিতে পাইলেন, মেস্‌রা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় 'গড়ে বলদের' মতন পড়িয়া আছে ও মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছে। মিঃ ওয়াট সক্রোধে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মাথার উপর বৈদ্যুতিক বাতিটা তুলিয়া ধরিলেন ; তাহা দেখিয়া মেস্‌রা চক্ষু মুদিল, এবং মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মেস্‌রার ভণ্ডামি দেখিয়া মিঃ ওয়াট সবেগে তাহার পাঁজরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, 'ওঠ, শীঘ্র উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া থাক। নষ্টামী করিলে আবার জুতা খাবি।'

মেস্‌রা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া বসিল, কাঁদিয়া বলিল, 'মের না বাবা ! আবার জুতা খাইলে একেবারেই মরিয়া যাইব। উঃ, জুতার কি গুঁতা ! যেন ষাঁড় আসিয়া শিঙ দিয়া আমার পাঁজরে গুঁতাইয়া গেল।'

মিঃ ওয়াট সরোষে বলিলেন, 'উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়া।' —তিনি তাহার ঘাড় ধরিয়া দাঁড় করাইলেন।

মেস্‌রার পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ থাকিলেও সে তুই পা একত্র করিয়া কোনপ্রকারে দাঁড়াইল, এবং করজোড়ে বলিল, 'হুজুর, পা তু'খানা খুলিয়া দিতে হুকুম হউক, পা বাঁধা থাকিলে কি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায়? বাঁধনের চোটে পা তু'খানা বেদনায় টন্‌-টন্‌ করিতেছে।

মিঃ ওয়াট তাহার গালে এক থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন, 'এখন বেটা তুমি সাধু সাজিতেছ! তুমি মনে করিয়াছ কি? জেলে গিয়া তোমাকে ঘানি টানিতে হইবে। আমরা তোমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছি, কিন্তু পুলিশ আসিয়া আদর করিয়া তোমাকে লোহার বালা পরাইয়া দিবে।'

অনন্তর তিনি মঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আশা করি তুমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছ; আমাদের এখানে আসিতে আর কিছু বিলম্ব হইলে দস্যুহস্তে তোমার, কি লাঞ্ছনা হইত, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'তুমি আজ আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। জানি না কিরূপে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। এই শয়তানগুলা আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে, এ সন্ধান তুমি কোথায় পাইলে?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'সে সকল কথা পরে শুনিও; এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি একবার ইহাদের ঘরগুলি খানাতল্লাস করিয়া দেখি।'

মিঃ ওয়াট তাঁহার বিজলি-বাতি হাতে লইয়া সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল কক্ষই শূন্য, কোন কক্ষেই তিনি উল্লেখযোগ্য কোন দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, পাশের একটি কক্ষে তিনটা ঘাসের গদি (**Straw Mattresses**) পড়িয়া আছে; আর একটি কক্ষে কয়েকখানি থালায় ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, দস্যুরা সেখানে অস্থায়ীভাবে আড্ডা করিয়াছিল; এই অট্টালিকাটি তাহাদের স্থায়ী আড্ডা নহে।

মিঃ ওয়াট কয়েক মিনিট পরে মিঃ মঙ্কের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, 'নগরের নির্জন পল্লীতে এই পরিত্যক্ত অট্টালিকা দেখিয়া দস্যুরা তাহাদের তুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে তোমাকে ধরিয়া আনিয়া এখানে বন্দী করিয়াছিল। আমি তোমার মোটর লইয়াই এখানে আসিয়াছি; তাহা গলির

মোড়ে জনসনের জিম্মায় রাখিয়া আসিয়াছি। চল, এখন বাড়ি ফিরিয়া যাই; বাড়িতে হিগিন্ পাহারায় আছে। আমাদের অনুপস্থিতিতে দস্যুরা যদি সেখানে চড়াও করে, তাহা হইলে সে একাকী তাহাদের লুটপাটে বাধা দিতে পারিবে না। মেস্‌রা! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। যদি তুমি আমার সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও, মিথ্যা কথা না বল, তাহা হইলে তোমাকে পুলিশের হাতে দেওয়ার পূর্বে তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিব। তোমাকে আমাদের হস্তে আর লাঞ্ছিত হইতে হইবে না।'

মিঃ ওয়াট ও টমকিন্‌স্ মেস্‌রার দুই পাশে থাকিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন, মিঃ মঙ্ক তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এই ভাবে তাঁহারা সেই অট্টালিকার ফটক পার হইয়া গলির মোড়ে মোটর গাড়ির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তিন জনে গাড়িতে উঠিয়া বসিলে জনসন সংবাদ দিল একখানি মোটর গাড়ি কিছুকাল পূর্বে সেই গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ণবেগে রাজপথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই গাড়িতে দুইজন মাত্র লোক ছিল। তাহারা ধরা পড়িবার ভয়ে সম্ভবতঃ অন্য কোন আড্ডায় পলায়ন করিয়াছে।

মিঃ ওয়াট টম্‌কিন্‌স্‌কে বলিলেন, 'উহারা মঙ্কের বাড়িতে গিয়া চড়াও করিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি পূর্ণবেগে মোটর লইয়া বাড়ি চল। তাহাদের সম্বন্ধে সকল কথা আমরা মেস্‌রার নিকট শুনিতে পাইব।'

মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। মেস্‌রা মিঃ ওয়াটের কথা শুনিয়া বলিল, 'না কর্তা! আমি আপনাকে উহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না; আমি উহাদের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে উহারা আমাকে খুন করিবে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমরাই কি তোমাকে ছাড়িয়া দিব? এমন শাস্তি পাইবে যে, খুন হওয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আরামজনক। মঙ্ক, তুমি কিরূপে এই শয়তানদের কবলে পড়িয়াছিলে বল ত।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'মেস্‌রাই আমাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল। উহার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যই আমাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে আমি উহার নিকট কয়েকখানি আসন ও গালিচা কিনিয়াছিলাম। মেস্‌রা আজ আমার বাড়ি গিয়া আমাকে বলিল, উহার দোকানে কয়েকখানি তিব্বত দেশীয় ভুজালে এবং বোখারা দেশের গালিচা আছে; তাহা দেখিবামাত্র আমার পছন্দ হইবে। বিদেশী শিল্পদ্রব্য সংগ্রহে আমার কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ, তাহা তোমার

অজ্ঞাত নহে। উহার কথা শুনিয়া জিনিসগুলি দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইল। আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া আমার মোটরে উহার দোকানে চলিলাম। উহার দোকানে উপস্থিত হইয়া জিনিসগুলি দেখিলাম। ভুজালে দুইখানির মধ্যে একখানি আমার পছন্দ হওয়ায় তাহা কিনিতে চাহিলাম। মেস্‌রা বলিল, আমি উহার দোকানে পদার্পণ করায় উহার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে; যদি আমি একটু কফি পান করি তাহা হইলে ও চরিতার্থ হইবে। উহাকে চরিতার্থ করিতে আমার আপত্তি ছিল না; কফি প্রস্তুত হইলে আমি অসংকোচে তাহা পান করিলাম। তাহার অল্প পরেই আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল আমার স্মরণ নাই।

'আমার চেতনাসঞ্চার হইলে দেখিলাম আমি হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় একখানি মোটরে পড়িয়া আছি। মোটরখানি তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল; কিন্তু আমার চিৎকার করিবার উপায় ছিল না। আমার মস্তিষ্কের জড়তা তখনও দূর হয় নাই; এজন্য আমি কতকটা মোহাচ্ছন্ন ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। শেষে এই শয়তানেরা আমাকে তাহাদের আড্ডায় লইয়া গিয়া আমার মাথায় ও চোখেমুখে ঠাণ্ডাজলের ঝাপ্‌টা দিলে আমার মোহ দূর হইল; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্বেই তাহারা আমাকে চেয়ারে বসাইয়া চেয়ারের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। সেখানে উহাদের দলের সকলকেই দেখিতে পাইলাম। যাহার মাথায় সাদা চুল ও চোখের তারা লাল—সেই পালোয়ান বেটা আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিল, যদি তাহাকে মহম্মদ আলি-প্রদত্ত আসনখানি না দিই, তাহা হইলে সে লোহার শিক আগুনে পোড়াইয়া লাল করিয়া তদ্দ্বারা আমার মুখ দাগিয়া দিবে। সে তাহার এই পৈশাচিক প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য সত্য সত্যই লোহার জ্বলন্ত শিক লইয়া আমার সম্মুখে আসিল! সেই সময় তুমি টন্‌কিন্‌সকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে। তোমাদের আর দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলে আমার লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা থাকিত না। তোমরা এই দুর্বৃত্তদের গুপ্ত আড্ডা কিরূপে খুঁজিয়া বাহির করিলে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'ইহা টমের গোয়েন্দাগিরির ফল। টমই তোমার বাড়ির নিকট হইতে ফটোগ্রাফারটার অনুসরণ করিয়া উহাদের আড্ডার সন্ধান পাইয়াছিল। সেখানে যাইবার সময় সে পথে যে সকল সাংকেতিক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে আমি উহাদের আড্ডায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলাম। টমের অনুসরণ করিয়া আমি বাড়িটা পূর্বেই দেখিয়া গিয়াছিলাম; টমকেও একটা দুর্দান্ত সিম্পাঞ্জীর

কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া শিম্পাঞ্জীটাকে গুলি করিয়া না মারিলে সেই জানোয়ারটার দংশনেই টমের মৃত্যু হইত।

মেস্‌রা এতক্ষণ গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। বানরটা মিঃ ওয়াটের গুলিতে নিহত হইয়াছে শুনিয়া যেন বড় খুসী হইল, সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, 'মরিয়াছে? বানরটাকে আপনি সত্যই গুলি করিয়া মারিয়াছেন? মহাশয়! আপনি খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন; আমার আতঙ্ক দূর হইয়াছে। সেই বানরটার ভয়েই ত আমি গোলামের মতন উহাদের সকল হুকুম পালন করিতাম। হারামজাদা বেটারা কথায় কথায় আমাকে ভয় দেখাইত, বলিত, উহাদের আদেশ পালন না করিলে আমার উপর বানর লেলাইয়া দিবে। এত দিনে আমার সে ভয় দূর হইল।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'তুমি বড়ই সাধুপুরুষ! কেবল বানরের ভয়ে চোরের সিঁদকাটি হয়েছিলে। তা বানর মারিয়াছে বটে, কিন্তু জেলখানার ঘানিগুলি ত ভাঙিয়া যায় নাই। ঘানি টানিবার সখ না থাকিলে তোমার বন্ধুদের সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল; না বলিলে তোমাকে ঘানিতে জুড়িয়া তেল বাহির করিয়া লইব। সে সুখ বানরের আঁচড়-কামড়ের সুখের চেয়ে অল্প নয়!'

মেস্‌রা বলিল; 'উহাদের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে আমাকে খুন করিবে বলিয়াছে। আমি সে কথা বলিতে পারিব না।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'আচ্ছা বল কি না দেখা যাইবে। পুলিশের গুঁতার চোটে সকল কথা বলিতে হইবে, সহজে বলিবে কি?'

ইতিমধ্যে মোটরখানি মিঃ মঙ্কের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। হিগিন্ মোটরের আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার প্রভুকে সুস্থদেহে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'খবর কি হিগিন্! কোন গোলমাল হয় নাই ত?'

হিগিন্ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'গোলমালের কথা আর বলেন কেন কর্ত্তা। আপনারা চলিয়া যাইবার অনেক পরে বাড়ির দরজায় এমন গোলমাল আরম্ভ হইয়াছিল যে, আমি প্রায় বেসামাল হইয়া উঠিয়াছিলাম! আপনি আমাকে সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ির ভিতর বসিয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন; আমিও স্থির করিয়াছিলাম—কোন কারণেই দরজা খুলিব না। স্বয়ং লয়েড জর্জ আসিয়া ডাকাডাকি করিলেও দরজা খুলিয়া দিব না। শেষে দায়ে পড়িয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল কোথা হইতে একটা ছোঁড়া আসিয়া দরজায় এমন সোরগোল

আরম্ভ করিল যে, পাড়ার লোকের কানে তালা লাগিল! সে কখন হাসে, কখন উচ্চৈঃস্বরে বেতালা গান গায়, আবার গান বন্ধ করিয়া শিয়াল ডাকে! বেটা মাতলামি করিবার আর যায়গা পায় নাই। তার চিৎকারের চোটে আমি আর ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; প্রথমে দ্বার খুলিয়া কর্তার বাচ্ছা খানসামা জোন্‌সকে বাহিরে পাঠাইলাম—মাতালটাকে তাড়াইয়া দিতে বলিলাম; কিন্তু সে জোন্‌সের কথা কানে তুলিল না, আরও বেশী চেঁচাইতে লাগিল, সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য! জোন্‌স্‌কে সম্মুখে দেখিয়া সে গাঁ-গাঁ শব্দ করিয়া বুনো মহিষের মতন তাহাকে গুঁতাইতে আসিল; তাহা দেখিয়া জোন্‌স্ বাপ্, বাপ্, করিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। তখন আর কি? জোন্‌স্‌কে ডাকিয়া দরজায় বসাইয়া আমি একখান লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিলাম। মাতালটা তখন হুয়া হুয়া শব্দে পাড়া মাথায় করিয়া একদিকে সরিয়া পড়িল; আমিও ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিলাম। তাহার পর সব চুপ!'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'খুব বেজায় রকম চিৎকার আরম্ভ করিয়াছিল? তুমি বুঝি তাহাকে 'বেহেড' মাতাল মনে করিয়াছিলে? তুমি তাহার চালাকি বুঝিতে পার নাই! কিন্তু আমি যাহা ভয় করিযাছিলাম—তাহাই ঘটিয়া থাকিবে।—চোরদুটো যে আসনখানি চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহা কোথায় আছে?'

হিগিন বলিল, 'সে আসন ত লাইব্রেরীতে আছে। কেন বলুন দেখি!

মিঃ ওয়াট তৎক্ষণাৎ মঙ্ককে সঙ্গে হইয়া লাইব্রেরীর দিকে দৌড়াইলেন। তাঁহারা লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষের বাহিরের দিকের জানালাটি খোলা রহিয়াছে; আসনখানি অদৃশ্য হইয়াছে!

তস্করেরা জানালার ভিতর দিয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া আসনখানি অপহরণ করিয়াছে—ইহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মিঃ মঙ্ক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হিগিন্ মুখ চুণ করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মুখে কথা সরিল না। কয়েক মিনিট পরে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'এ যে বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড! আসনখানি চুরি করিল কিরূপে?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'তুমি চোরের চালাকি বুঝিতে পার নাই? তাহারা বাগানের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া লাইব্রেরীর জানালার কাছে আসিয়াছিল, তাহার পর জানালার ছিট্‌কিনি খুলিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময় মাতাল সাজিয়া ছোঁড়াটা বাহিরে অস্বাভাবিক চিৎকার করিতেছিল। তুমি তাহাকে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলে, এদিকে তোমার লক্ষ্য ছিল না; তাহার

চিৎকারে চোরের পদশব্দ, জানালা খুলিবার শব্দ—সকল শব্দই ঢাকিয়া গিয়াছিল। যাহাকে তুমি মাতাল মনে করিয়া তাড়াইতে গিয়াছিল, সে মাতাল নহে, অকারণেও চিৎকার করে নাই, সে ঐ চোরগুলারই দলের লোক, বাহিরের দিকে তোমাকে ব্যস্ত রাখিয়া, অন্যদিক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া চোরেরা আসন চুরি করিয়াছে। চোরের চালাকি বুঝিতে পার নাই বাপু! ইহাকেই বলে 'বজ্র-আঁটুনি—ফস্কা গেরো'!'

হিগিন্ বলিল, 'আমি বড়ই বোকামী করিয়াছি, উহাদের চালাকি বুঝিতে পারি নাই। হায়, হায়, আমার বুদ্ধির দোষেই সর্বনাশ ঘটিয়াছে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'চোর পলাইলে আপ্‌শোষ করিয়া কোন ফল নাই। বিশেষতঃ তুমি ইচ্ছা করিয়া কর্তব্যকর্মে ত্রুটি কর নাই। তাহাদের ন্যায় অসম সাহসী তস্করের পক্ষে কাজটা কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই। তাহারা আড্ডা হইতে পলাইয়া আসিয়া এই কর্ম করিয়া গিয়াছে। আমরা এখানে আছি জানিলে বোধ হয় এদিকে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। তাহাদের কবল হইতে আসনখানি উদ্ধারের আশা দুরাশা মাত্র, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাহারা আসনখানি চুরি করিয়াছে—তাহাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে হইলে, আমাদিগকে অবিলম্বে কার্যক্ষেত্রে যাত্রা করিতে হইবে। তাহারা সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আমাদিগকে কার্যোদ্ধার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এই ক্ষতিপূরণের অন্য কোন উপায় নাই।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'কোথায় যাত্রা করিতে হইবে?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'দূরে,—বহু দূরে! তাহার চতুর্দিকে দুস্তর বালুবিস্তার, ভীষণ মরুসাগর; সেই বালুকাময়, দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের একমাত্র যান ও বাহন 'কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ সারি সারি উট'। সেই বিশাল ভয়াল প্রচণ্ড ময়ূখমালা-প্রদীপ্ত কালানলমৃত্যু জ্বালাময় মরুসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ খর্জুর-তাল-নারিকেল-কুঞ্জে সমাচ্ছন্ন। সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা দীক্ষা-সংস্পর্শহীন অজ্ঞান-তমসাবৃত সেই প্রাচ্যভূখণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ মহম্মদের মন্ত্রশিষ্য দুর্দান্ত ও তেজস্বী আরব জাতি তাহাদের অধ্যুসিত সেই বহুদূরবর্তী প্রাচ্যভূখণ্ড আমাদের গন্তব্যস্থান, আমাদের কার্যক্ষেত্র।'

মিঃ মঙ্ক সবিস্ময়ে বলিলেন, "মিশরে?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "হ্যাঁ, মিশরে। মিশরের এল হাসান মসজিদ আমাদের লক্ষ্যস্থল। এই মসজিদ মহামরুর নিভৃত বক্ষে অবস্থিত, আস্যুয়ান হইতে তাহা তিন দিনের পথ, অতি দুর্গম দুস্তর মরুপথ!"

মিঃ মঙ্ক সবিস্ময়ে বলিলেন, "মিশর আমাদের গন্তব্য স্থান? এই আসন চুরির

সঙ্গে আমাদের মিশর-যাত্রার' সম্বন্ধ কি ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া তোমার মাথা খারাপ হইল কি না বলিবে ?

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'ওহে গর্দভ ! এই নাছোড়বান্দা চোরগুলোর মতলব কি এখনও বুঝিতে পার নাই ? তোমার অপহৃত আসনখানি সাধারণ আসন নহে ; এই আসন এল হাসানের মস্‌জিদের নক্সা। সেই মস্‌জীদের ভিত্তির নিচে যখের ধন আছে ; এইজন্য এই আসনকে 'যখের আসন' বলিয়া গণ্য করিতে পারি। চোরেরা আসনখানির সাহায্যে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করিতে যাইবে। আমরা যাহাতে তাহাদের পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইতে পারি, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, মহম্মদ আলি স্বয়ং বহু ধনরত্ন সেই মসজিদ প্রতিষ্ঠার সময় তাহার ভিত্তির নিম্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্যে সেই আসনখানি বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতামহকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'মহম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নক্সা ! মসজিদে ভিত্তির নীচে গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে ! এ সকল সন্ধান তুমি কোথায় পাইলে এ যে অদ্ভুত কথা !"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত ; কিন্তু অসম্ভব নহে। প্রাচ্যদেশে রাজান্তঃপুরে ও বিশেষ বিশেষ স্থানের ভূগর্ভে গুপ্তধন প্রোথিত থাকে, এ কথা জান না ? আমি এল হাসানের জীর্ণ মসজিদের নক্সা দেখিয়াছি, তাহার সহিত এই আসনের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই আসনে সোনামুখী ফুলের একটি স্তবক সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাই গুপ্তধনের অস্তিত্ব নির্দেশ করিতেছে। চোরেরা ইহা জানিতে পারিয়াই আসনখানি নানা কৌশলে হস্তগত করিয়াছে। হিগিন, মেস্‌রাকে এখানে লইয়া এস ; উহার নিকট কি সংবাদ জানিতে পারি দেখি।"

মেস্‌রা সেই কক্ষে আনীত হইলে মিঃ ওয়াট তাহাকে বলিলেন, 'তুমি চোরের সাহায্যের জন্য যাহা যাহা করিয়াছ তাহা সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যদি বাঁচিতে চাও, তবে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ কর। তুমি যে সকল কথা জান—তাহা গোপন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। জীবনের অবশিষ্ট কাল তোমাকে জেলে পচিতে হইবে।'

মেস্‌রা মিঃ ওয়াটের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর, আমার কোন অপরাধ নাই ; আমি ইচ্ছা করিয়া চোরের দলে যোগ দিই নাই, নিজের ইচ্ছায় তাহাদের সাহায্য করি নাই। এই দলের সর্দার—যাহার চুল সাদা ও

চোখের মণি লাল—কাসেম বে। একদিন সে আমার নিকট আসিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল। আমি তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলে সে কৌশলে আমাকে তাহার গুপ্ত আড্ডায় লইয়া যায়; সেখানে আমাকে বলিল, যদি আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হই, তাহা হইলে আমাকে বানর লেলাইয়া দিবে, বানর তৎক্ষণাৎ আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া আমার দফা শেষ করিবে। সুতরাং আমি নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহার আদেশ পালনে সম্মত হইলাম। তাহারই আদেশে আমি মিঃ মঙ্ককে আমার দোকানে লইয়া যাই, তাহার পর কৌশল করিয়া—'

মিঃ ওয়াট বাধা দিয়া বলিলেন, 'তাহার পর কৌশল করিয়া বিষাক্ত কফি খাইতে দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে! কেবল তাহাই নহে, হাত পা বাঁধিয়া উঁহাকে মোটরে তুলিয়া, পোড়াইয়া মারিবার জন্য তোমার দোস্তের আড্ডায় লইয়া গেলে; তুমি কি মনে কর বানরের ভয়ে তুমি এই সকল গর্হিত কাজ করিয়াছিলে বলিলেই বাঁচিয়া যাইবে? জেলে গিয়া তোমাকে ঠিক দশ বৎসর ঘানি টানিতে হইবে, টানিতে টানিতে তোমার পিঠে কুঁজ বাহির হইবে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে, তোমার হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। তোমার দোস্ত কি তখন তোমাকে রক্ষা করিতে আসিবে?'

মেস্‌রা কাতর ভাবে বলিল, 'হুজুর আমাকে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন। কুলোকের কথায় ভুলিয়া আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমার কসুর মাফ্ করুন হুজুর! আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। শয়তান কাসেম বে এই অপকর্মের জন্য দায়ী, আমি তাহাকে বড়ই ভয় করি।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কাসেন বে লোকটা কে?'

মেস্‌রা বলিল, "কাসেম বে বড় সামান্য লোক নয়; সাধারণ লোক হইলে আমি কি তাহাকে ভয় করিতাম, না আমাকে তাহার দলে ভিড়াইতে পারিত? এখন তাহার অবস্থা মন্দ হইলেও অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম। তাহার পূর্বপুরুষেরা অত্যন্ত ধনবান ছিলেন, তাহাদের ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। মিশরের খেদিব মহম্মদ আলি তাহার প্রপিতামহ ছিলেন। সে মঙ্ক সাহেবের আসনের কথা জানিত। মিশর দেশের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিয়া ও ইহা মঙ্ক সাহেবের ঘরে আছে জানিতে পারিয়া আসনখানি হস্তগত করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। প্রবাদ আছে তাহাদের বংশের কোন লোক যদি এই আসনখানি উদ্ধার করিয়া দেশে লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পূর্বের মতন ঐশ্বর্যশালী হইবে, এইজন্যই উহা হস্তগত করিতে তাহার এত আগ্রহ।

এইজন্যই মিশর দেশের লোকে এই আসনকে 'যখের আসন' বলে। বোধ হয় আসনখানির কোন দৈবশক্তি আছে। এই আসন সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানি না ; কিন্তু এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে কাসেম বে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। এ কথা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছি—ইহা জানিতে পারিলে সে আমাকে জবাই করিবে। আমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। একদিকে ঘানি, অন্য দিকে প্রাণ লইয়া টানাটানি,—আমার উভয় সংকট !'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কাশেম বে তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আর এ দিকে আসিতেও তাহার সাহস হইবে না ; পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিলেই জেলে পুরিয়া ঘানি টানিতে দিবে। এখন যাহা বলি শোন ; তুমি ঘানি টানিবে, না এক সপ্তাহ এখানে নজরবন্দী থাকিবে ? যদি এখানে এক সপ্তাহ মুখ বুজিয়া ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাক, পলায়নের চেষ্টা বা কোন রকম বদমায়েসী না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার কসুর মাফ্ করিতে পারি। যদি তাহাতে সম্মত না হও, তাহা হইলে জেলে গিয়া ঘানি টানিবার জন্য প্রস্তুত হও।'

মেসরা বলিল, 'না হুজুর, আমি ঘানি টানিতে পারিব না, ঘানি টানিতে দিলে আমি মরিয়া যাইব। ঘানিতে আমার হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে, সে কষ্ট আমার সহ্য হইবে না। তার চেয়ে এখানে মুখ বুজিয়া চুপ-চাপ পড়িয়া থাকা অনেক ভাল। আমি তাহাতেই রাজি আছি। কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিতে পারি পলায়নের চেষ্টা করিব না, কোন রকম গোলমাল বা হাঙ্গামা করিব না। যে পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া না দিবেন, এইখানেই থাকিব। খোদার কসম।"

মিঃ ওয়াটের ইংগিতে মঙ্ক একখানি কোরাণ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। মেস্‌রা উহা স্পর্শ করিয়া শপথ করিল তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না।

মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন, 'কোন নির্জন কক্ষে আপাততঃ ইহাকে বন্দী করিয়া রাখ ; এক সপ্তাহ পরে উহাকে মুক্তিদান করা হইবে। কোরাণ শরিফ স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার পর মেস্‌রা বোধ হয় পলায়নের চেষ্টা করিবে না, তথাপি হিগিন উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যে দিন পলায়নের চেষ্টা বা কোন রূপে শান্তিভঙ্গ করিবে, সেই দিনেই উহাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইবে। হিগিন, উহাকে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখ। দেখিও যেন উহার আহারাদির কষ্ট না হয়। নিমন্ত্রিত অতিথির ন্যায় উহার পরিচর্যা করিবে।'

হিগিন্ মেস্‌রাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। লাইব্রেরীতে তখন মিঃ ওয়াট, মঙ্ক ও জনসন ভিন্ন অন্য কেহ রহিল না। মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন,

'তোমার জাহাজখানি এখন কোথায় ? কাহাকেও ভাড়া দিয়াছ না কি ?'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আমার একটি বন্ধু স্টীমারখানা মার্সেলিসে লইয়া গিয়াছেন ; দরকার হইলে তাহা পাওয়া যাইবে। আগামী মাসে আমি সমুদ্র ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম, এজন্য উহা সমুদ্রযাত্রার জন্য সুসজ্জিত আছে। উহা কি লণ্ডনে আনাইব ? তোমার মতলব কি ?

মিঃ ওয়াট বলিলেন ; 'না, ততদিন বিলম্ব করা সংগত হইবে না। তুমি কাপ্তেনকে তার করিয়া জানাও আমরা শীঘ্রই সেখানে যাইতেছি ; সে যেন সমুদ্রযাত্রার সকল আয়োজন ঠিক করিয়া রাখে। কাসেম বে আসনখানি হস্তগত করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই অবিলম্বে মিশরে যাত্রা করিবে। হয়ত আজ রাত্রেই সে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছে। সে মিশরে পদার্পণ করিবার পূর্বেই আমাদের সেখানে যাওয়া চাই। স্বদেশে তাহার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ; সে যদি আমাদের পূর্বে সেখানে উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমাদিগকে বিপন্ন করিতে, অন্ততঃ আমাদের সংকল্পে বাধা দান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। আমরা যেরূপে পারি তাহার অগ্রে আসুয়ানে ও তথা হইতে এল হাসানে উপস্থিত হইব। এ যেন তাহার সঙ্গে আমাদের দৌড়বাজি !—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাকে পরাস্ত করাই চাই। এতক্ষণ সে মেলট্রেণে ডোভারের কাছাকাছি গিয়াছে। আজ আমাদের ট্রেণ পাইবার আশা নাই, অথচ আর একটা দিন এখানে নষ্ট করাও উচিত নহে ! এ অবস্থায় এরোপ্লেনে প্যারিসে যাত্রা করা ভিন্ন উপায় নাই। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই আমাদিগকে উড়িতে হইবে। কাল সকালে আমরা প্যারিসে ম্যার্সেলিসগামী ট্রেণ ধরিতে চাই। ব্যবস্থা করিতে পারিবে ?'

মঙ্ক বলিলেন, 'ব্যবস্থাটা ত আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না ; ইহা কতদূর সম্ভব হইবে জানিতেছি, তুমি মিনিট দুই অপেক্ষা কর।'

মিঃ মঙ্ক টেলিফোঁতে কয়েক মিনিট কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর মিঃ ওয়াটের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রেই এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, কিন্তু রাত্রি থাকিতে প্যারিসে নামিবার সুবিধা হইবে না। আলোর তেমন সুবন্দোবস্ত নাই, সুতরাং রাত্রে প্যারিসে নামিবার চেষ্টা করিলে বিপদ ঘটিতে পারে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "তাহা হইলে শেষ রাত্রে উড়িলেই চলিবে, অতি প্রত্যুষে আমরা প্যারিসে অবতরণ করিতে পারিব ; ইতিমধ্যে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করি। টমও আমার সঙ্গে যাইবে। আমি এখন চলিলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আসিব ; আমাদের আহারটা এখানেই হইবে।

মিঃ ওয়াট গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া আধঘণ্টা পরে মঙ্কের গৃহে উপস্থিত হইলেন; টমও তাঁহার সঙ্গে আসিল।

ইতিমধ্যে মঙ্ক মার্সেলিসে জাহাজের কাপ্তেনকে জাহাজখানি সমুদ্র যাত্রার জন্য সজ্জিত রাখিবার উদ্দেশ্যে তার পাঠাইলেন, এবং এজেন্টের সাহায্যে এক্সপ্রেস ট্রেণের একটা কামরা 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিলেন। এই ট্রেণ প্যারিস হইতে মার্সেলিসে যাইবে। তিনি জনসনকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা করিলেও তাহা সম্ভব মনে করিলেন না; কারণ ডাক্তার তাহাকে মাসখানেক হাঁটিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রভুর সহিত যাইবার আশা নাই দেখিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইল। মিঃ মঙ্ক তাহার উপর বাড়িঘর ও মেস্‌রার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া টম্‌কিন্‌সকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করিলেন।

আহারে বসিয়া মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন, "মেস্‌রা আহারাদি শেষ করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে; উহার জন্য কোন চিন্তা নাই, বিনা পরিশ্রমে দু'বেলা খাইতে পাইলে সে এখানে বেশ আরামেই থাকিবে। আমি মনে করিয়াছিলাম আসন চুরির সংবাদটা পুলিশে জানাইয়া রাখি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম পুলিশে খবর না দেওয়াই ভাল। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না, কেবল যখন তখন আমাদের হয়রান করিতে আসিবে; আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া এখানে বিলম্ব করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা চুরির তদন্তের ভার আমাদের নিজের হাতে রাখাই ভাল। আমরাই চোরের সন্ধান করিতে পারিব।

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আমিও তোমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। কিছুদিন হইতে দেশ ভ্রমণে যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। হয়ত মাসখানেকের মধ্যে কুর্দিস্থানে যাত্রা করিতাম, কিন্তু দৈবের এমনই বিচিত্র বিধান যে, কুর্দিস্থানের পরিবর্তে আফ্রিকার মরুভূমিতে যাত্রা করা অপরিহার্য হইয়া উঠিল! বিশেষতঃ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার একটা উপলক্ষ্য জুটিয়া গেল, এ মন্দ কি?"

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, "কেবল কৌতূহল চরিতার্থ নহে দুর্গম মরুভূমির মধ্যে শত্রুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যমালয় পর্যন্ত দর্শনের সুযোগ হইতে পারে। এরূপ সুযোগ কি সহজে ত্যাগ করা যায়? আর যদি এল হাসানের বিধ্বস্ত মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া রহস্যভেদ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সফল হইবে। পুঞ্জপুঞ্জ বিপদের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘরাশি সাফল্যের বিদ্যুদ্বিকাশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বল, "জয়, এল হাসানের যখের ধন আবিষ্কারক সমিতির সভ্যগণের জয়!"—ভোজনান্তে পানপাত্র হস্তে লইয়া তাঁহারা জয়ধ্বনি করিলেন।

।। চার ।।

রাত্রিশেষে মিঃ ওয়াট, মিঃ মঙ্ক, টম ও টমকিনস্‌কে সঙ্গে লইয়া এরোপ্লেনে আরোহণ করিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই সুবৃহৎ পুষ্পক রথ ঘ্যানোর ঘ্যানোর শব্দে বিরাটদেহ বিহঙ্গের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্ধ্বাকাশে ধাবিত হইল। অবশেষে লণ্ডন নগরীর আলোকমালা আরোহীগণের নিকট মৃদুজ্যোতি নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল! বিমানখানি শূন্যপথে মহাবেগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিল।

এই বিমানের সুপ্রশস্ত সজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মিঃ ওয়াট, মঙ্ক ও টম মিশরের একখানি বৃহৎ মানচিত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিঃ মঙ্ক টম্‌কিন্‌স্‌কে বাড়িতে রাখিয়া জন্‌সনকে সঙ্গে আনিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু জন্‌সন তাঁহার সঙ্গ লইতে পারে নাই। সে অগত্যা বাড়িতে থাকিতে সম্মত হয়। টম্‌কিন্‌স্‌ বিমানের কেবিনে বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

মিঃ ওয়াট তাঁহার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর বাড়িতে বসিয়া মস্‌জিদের বনিয়াদের যে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার একটি নকল নোট বহির ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি নোট বহি খুলিয়া তাহা মিঃ মঙ্ককে দেখাইলেন। মরুভূমির ভিতর দিয়া তাঁহাদিগকে কোন পথে মসজিদের সন্ধানে যাইতে হইবে, তৎ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের আলোচনা চলিতে লাগিল।

সেই মানচিত্রে এল হাসান নামক স্থানটি চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, সার্থবাহকগণ উষ্ট্রারোহণে যে পথ দিয়া সেখানে যাইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারা সেই পথটিও প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে 'পরিত্যক্ত পথ' এই মন্তব্য লিখিত ছিল। সেই পথের প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ দিয়া আধুনিক পথ প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু এই নূতন পথেও সচরাচর অধিক যাত্রী চলিত না,—এ সংবাদ তাঁহারা একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারিলেন।

বিমানপোতের 'ঘ্যানোর ঘ্যানোর' শব্দে কানে তালা লাগে! সেই শব্দে আরোহীগণের কণ্ঠস্বর ঢাকিয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইলেন না। মিঃ ওয়াট মঙ্কের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন; "স্থানটা বড়ই নির্জন

বোধ হইতেছে; এই দুর্গম পথে লোকজনের সহিত সাক্ষাতের সময় আশাও অল্প। মরুভূমির ভিতর দিয়া যাইবার সময় নিজের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই; বিপদ আপদে কাহারও সাহায্য পাইবার আশা নাই। সুতরাং আমাদিগকে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "সে কথা সত্য। মরুভূমির ভিতর দিয়া তিন দিন ধরিয়া চলা, আর বিমানে আকাশ-পথে উড়িয়া চলা সমান কথা; অথচ আকাশ-পথে বিপদের আশংকা অল্প। কিন্তু এই মরুপথে কখন কি বিপদ ঘটিবে, পূর্বে তাহা বুঝিবার উপায় নাই!"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "বিপদ মাথায় করিয়াই যাত্রা করা গিয়াছে; পরমেশ্বর যাহা করেন, তাহাই হইবে। বিমান যেরূপ বেগে চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় আমরা শীঘ্রই প্যারিসে উপস্থিত হইতে পারিব, রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

মিঃ ওয়াট বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিলেন; তিনি দেখিলেন, পূর্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছে; উর্ধ্বাকাশ হইতে তাঁহারা পূর্বগগনে উষাগমের আভাস দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু ধরাতল তখনও নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; ভূপৃষ্ঠ হইতে তখনও পূর্বাকাশে আলোকের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুপ্তিময় অন্ধকারাবৃত পৃথিবী যেন কি বিপুল রহস্য বক্ষে ঢাকিয়া তাঁহাদের পদতল হইতে প্রতি মূহূর্তে সরিয়া যাইতেছিল।

মিঃ মঙ্ক পূর্বাকাশের লোহিত আভা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "হ্যাঁ, প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই; প্যারিসে অবতরণ করিয়া আমরা যথেষ্ট সময় পাইব।"

কিন্তু মঙ্ক যত শীঘ্র অবতরণের আশা করিয়াছিলেন তত শীঘ্র নামিবার সুবিধা হইল না; কারণ প্রভাত হইতে না হইতেই নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া জল স্থল সমস্তই একাকার ধারণ করিল; বিমানচালক অবতরণের স্থান নিরূপণ করিতে পারিল না। বিমানখানি প্যারিস মহানগরীর উপরে আসিয়া ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে সূর্যোদয় হইলে কুজ্ঝটিকারাশি ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, এবং প্যারিসের সুবিখ্যাত ইফেলস্তম্ভ ও অন্যান্য অভ্রভেদী স্তম্ভ ও হর্ম্যচূড়ায় প্রাতঃসূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে বিমান অবতরণের স্থান নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। এরোপ্লেনখানি তখন নির্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিল।

প্যারিসে বিমান অবতরণের যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, সেইস্থানেই বিভিন্ন দেশাগত সকল বিমানকে অবতরণ করিতে হয়; কোন বিমানচালকই ইচ্ছামত স্থানে অবতরণ

করিতে পারে না। এই স্থানের অদূরে 'কষ্টম' অফিস। বিমান নামিলে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা সেখানে উপস্থিত হইয়া আরোহীগণের লগেজ পরীক্ষা করে; এবং যে সকল সামগ্রীর উপর আমদানীশুল্ক ধার্য আছে, আরোহীদের লগেজে, বাক্স তোরঙ্গ গাঁট্‌রি প্রভৃতিতে সেই সকল মাল থাকিলে নির্দিষ্ট শুল্ক আদায় করিয়া লয়। এই পরীক্ষা শেষ না হইলে কোন আরোহীই স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে না।

মিঃ মঙ্ক যখন সদলে প্যারিসে অবতরণ করিলেন তখনও শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; অগত্যা তাঁহাদিগকে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে তাহারা সেখানে আসিল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এই ভাবে সময় নষ্ট হওয়ায় মঙ্ক ও ওয়াট উভয়েই অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং যথাযোগ্য মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিলেন; কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মুদ্রা তাহাদের পকেটে পড়িতেই দুই ঘণ্টার কাজ দশ মিনিটে শেষ হইল।

মিঃ মঙ্ক সহচরবর্গ সহ একখানি প্রকাণ্ড মোটরে রেল-স্টেশনের দিকে চলিলেন। ট্রেণ ছাড়িতে অধিক বিলম্ব ছিল না, এজন্য তাঁহারা সাফারকে পূর্ণবেগে মোটর চালাইতে আদেশ করিলেন। তখনও রাজপথে তেমন জন-সমাগম হয় নাই, এজন্য মোটরখানি অবাধে যথাসম্ভব দ্রুত চলিয়া প্যারিসের সদর ডি-লিও স্টেশনে উপস্থিত হইল। ট্রেণ ছাড়িতে তখন দুই তিন মিনিটের অধিক বিলম্ব ছিল না।

টম মিঃ ওয়াটকে বলিল, 'আসন চোরেরাও এই ট্রেণে যাইতেছে না ত? আপনার কিরূপ অনুমান?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'যদি তাহারা তাড়াতাড়ি কাল রাত্রেই প্যারিসে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই ট্রেণেই চাপিয়াছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা এত শীঘ্র প্যারিসে আসিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, ট্রেণ ছাড়িতে এখনও যেটুকু বিলম্ব আছে এই সময়ের মধ্যেই আমি ট্রেণের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে পারিব; যদি তাহারা কোন কামরায়—'

মিঃ মঙ্ক বাধা দিয়া বলিলেন, 'কিন্তু কাজটা কি সংগত হইবে? আমরা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, ইহা তাহারা জানিতে পারে নাই; এবং আমাদের গুপ্ত সংকল্প তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর। এ অবস্থায় যদি তাহারা পথিমধ্যে দৈবাৎ আমাদিগকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহা বিধাতার নির্বন্ধ বলিয়াই মনে

করিতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া আমরা তাহাদের দেখা দিই কেন? তোমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা সতর্ক হইবে, এবং ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য এখন হইতেই ফন্দী আঁটিতে আরম্ভ করিবে।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, তুমি সংগত কথাই বলিয়াছ; কিন্তু উহারা এই ট্রেণে যাইতেছে কি না তাহা আমাদেরও জানা আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে আমাদিগকেও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যদি তাহারা ইতিপূর্বে প্যারিসে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে আসিতে দেখিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।—টমকিন্‌স্, তুমি নূতন আসিয়াছ, বেশী দূরে যাইও না। ট্রেণ ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই, যদি হারাইয়া যাও, তাহা হইলে এখানেই পড়িয়া থাকিবে; ট্রেণ তোমার জন্য বিলম্ব করিবে না।"

মিঃ ওয়াট ইঞ্জিনের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের বংশীধ্বনি হইল। মিঃ মঙ্ক লণ্ডন হইতে তার করিয়া পূর্বেই একটি কামরা 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই কামরায় তাঁহার জিনিসপত্রাদিও উঠিয়াছিল। ট্রেণ ছাড়িতেছে বুঝিয়া সকলেই নির্দিষ্ট কামরায় উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ ধীরে প্লাটফর্ম ত্যাগ করিল। মিঃ ওয়াট চোরের সন্ধান লইতে পারিলেন না।

রাত্রে কাহারও নিদ্রা হয় নাই, ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে সকলেরই ঢুলুনি আরম্ভ হইল; শেষে একে একে সকলেই শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ট্রেণ খোলা মাঠের ভিতর দিয়া সবেগে চলিতে লাগিল। এক ঘণ্টা পরে একজন লোক গাড়ির খোলা বারান্দায় আসিয়া মুখ বাড়াইয়া প্রত্যেক কামরার ভিতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল! মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সঙ্গীরা যে কামরায় ছিলেন, লোকটি ক্রমে সেই কামরার বারান্দায় আসিয়া একটা খোলা জানলা দিয়া কামরার ভিতর দৃষ্টিপাত করিল। তাহার চক্ষুতে ক্রুরতা ও শঠতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! আরোহীগণকে নিদ্রিত দেখিয়া সে যেন যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিল; কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতঙ্কও ছিল। লোকটা মিনিটখানেক কামরার ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে সেই কামরার দরজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে দরজার হাতল ধরিয়া ঠেলাঠেলি করিল বটে, কিন্তু দরজা খুলিতে পারিল না। মিঃ ওয়াট শয়নের পূর্বে দরজার অর্গল ভিতর হইতে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। লোকটা বিফলমনোরথ হইয়া ভ্রূকুটি-কুটিলকটাক্ষে মানসিক উষ্মা প্রকাশ করিল, এবং

পকেটে হাত পুরিয়া কি একটা সাংঘাতিক জিনিস বাহির করিতে গিয়া মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করিল; তাহার পর পকেট হইতে হাত টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

মিঃ ওয়াটের ঘুম বড পাতলা। আগন্তুক তাঁহাদের কামরায় দরজার হাতল ধরিয়া ঠেলাঠেলি করায় যে একটু খুট্‌খাট্‌ শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিলেন। তাঁহার বোধ হইল তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া পিঙ্গল বর্ণ একখানি মুখ হঠাৎ দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া গেল! তিনি দ্বার খুলিয়া কামরায় বারান্দায় আসিলেন। ততক্ষণ লোকটা অদৃশ্য হইয়াছিল।

মিঃ ওয়াট যে ট্রেণে ছিলেন তাহার এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়িতে যাওয়া যাইত। তিনি বারান্দায় কাহাকেও না দেখিয়া পরবর্তী কামরার বারান্দায় পদার্পণ করিলেন; কিন্তু এই ভাবে সকল গাড়ি ঘুরিয়াও লোকটার সন্ধান পাইলেন না। প্রত্যেক কামরার জানলা দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়াও তিনি লোকটাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা তিনি নিজের কামরায় প্রত্যাগমন করিলেন। মিঃ ওয়াট অবশিষ্ট পথ সতর্কতার সহিত অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে রেস্তরাকারের ওভারসিয়ার প্রত্যেক কামরার দরজায় আসিয়া আরোহীগণকে আহারের জন্য ডাকিতে লাগিল। সে বলিল, "খাবার অনেক পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে: আমি আর একবার আপনাদের ডাকিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা সকলেই তখন ঘুমাইতেছিলেন বলিয়া ডাকিতে পারি নাই। মানুষের নিদ্রা ভঙ্গ করা আমি অন্যায় বলিয়াই মনে করি: আমি নিষ্ঠুর নহি।"

মিঃ ওয়াট মনে করিলেন, তিনি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ হয় ত এই লোকটাকেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুমান সত্য কি না জানিবার জন্য তিনি তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন; তাহাকে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে ভাল লোক বলিয়াই মনে হইতেছে। রেলে চাকরী করিতে করিতে তোমাকে নিশ্চয়ই বহু লোকের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে। লোকচরিত্র পাঠ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ।

ওভারসিয়ার মাথা নাড়িয়া বলিল, "ফুরসৎ নাই মহাশয়! আমার একটুও ফুরসৎ নাই। ট্রেণের আরোহীদের পানভোজনের ব্যবস্থা করিতেই আমার দিন রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যায় জানিতে পারি না, লোকচরিত্র লক্ষ্য করিবার অবসর

কোথায়?" তবে হ্যাঁ, এই রেলের চাকরী করিয়া আমি নিত্য নূতন নূতন লোক দেখিতে পাই বটে। অন্য ট্রেণের কথা দূরে থাক, এই ট্রেণেই কি মজার লোকই দেখিলাম! কিন্তু সে পুরুষ নয়, মেয়ে; তার চুলগুলা সাদা, চোখের তারা লাল, যেন আগুনের ভাঁটা! শরীরটা বেজায় লম্বা। তার ঝুড়িতে কি জানোয়ার আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তাকে এক পেয়ালা দুধ দিয়েছি। খুব মজার ব্যাপার নয়?"

মিঃ ওয়াট বুঝিলেন, কাসেম বে রমণীর ছদ্মবেশে এই ট্রেণেই যাইতেছে! তিনি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য বলিলেন, "তাহার সঙ্গে একটা খাটো মানুষ আছে কি? সে লোকটার মুখের রঙ বাদামী। এতদ্ভিন্ন সেই দলে আর একজন লোকও আছে।"

ওভারসিয়ার বলিল; "হ্যাঁ, বাদামী রঙের একজন খাটো মানুষ আছে বটে কিন্তু আরও একজন স্ত্রীলোক আছে। তার হাত দু'খানা পুরুষের হাতের মতন ঘাঁটা পড়া হাত। আপনি তাহাদের চেনেন কি?

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "তুমি যাহাকে স্ত্রীলোক মনে করিয়াছ, সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। উহাদেব দলের কেহই স্ত্রীলোক নহে। উহারা তিন জনেই পাকাচোর, বদমাসের ধাড়ী, ছদ্মবেশে পলাইতেছে। আমি একজন ইংরাজ ডিটেকটিভ, উহাদেরই অনুসরণ করিতেছি; তবে তাড়াতাড়ি উহাদের গ্রেপ্তার করিব না, কেবল উহাদের উপর নজর রাখিব। তুমি আমার একটা উপকার করিবে? আমরা যখন খানার কামরায় যাইব—সেই সুযোগে কেহ আমাদের কামরায় প্রবেশ না করে—তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবে? আমি এ জন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ বকশিস্ দিতেছি।"

মিঃ ওয়াট ওভারসিয়ারের হস্তে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একখানি নোট দিলেন। সে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া বলিল, "আপনাদের এ কামরায় কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর যদি আপনি পুলিশে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন—"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "না, তাহার আবশ্যক নাই; এখনও উহাদের গ্রেপ্তারের সময় হয় নাই। গ্রেপ্তারের সময় হইলে আমরা উহাদের সকলকেই—বুঝিয়াছ?" তিনি উভয় হস্ত একত্র বন্ধনের ভঙ্গি করিলেন।

কর্মচারী বলিল, "তা আর বুঝি নাই? ঠিক সময় বাঘের মতন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়াই ত টিকটিকির কাজ। আপনারা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া খানার গাড়িতে যান, আপনাদের জিনিসপত্র যমেও ছুঁইবে না।

মিঃ ওয়াট তাহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া সঙ্গীদের জাগাইলেন, এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া ভোজনের কামরায় আহার করিতে চলিলেন। মিঃ ওয়াট ভোজনের কামরায় দস্যুত্রয়কে দেখিতে পাইলেন না। ওভারসিয়ারটির কথা তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এ জন্য তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেও তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু একটা কথা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কাসেম বে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ট্রেণে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ঝুড়িতে এমন কি পশুশাবক আছে যাহাকে দুগ্ধ পান করাইবার আবশ্যক হইতে পারে? শিম্পাঞ্জীটা ত তাঁহার গুলিতে মরিয়াছে, আবার একটা জানোয়ার কোথা হইতে আসিল? তাহাকে লইয়া দেশান্তরে যাইবারই বা কি আবশ্যক? তিনি তাহাদের গুপ্ত আড্ডা খানাতল্লাসী করিবার সময় বিডাল বা বিড়াল-শাবক দেখিতে পান নাই। অন্য কোন পালিত পশুও সেখানে ছিল না।

মিঃ ওয়াট কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এ চিন্তা ত্যাগ করিলেন; সঙ্গীদের সহিত গল্প করিয়া, কখন বা প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিয়া অপরাহ্ণটা কাটাইয়া দিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইল, ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় বিজ্‌লি-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। রেলের যে কর্মচারীটির উপর যাত্রীদের ভোজনের বন্দোবস্ত করিবার ভার ছিল, সে পুনর্বার মিঃ ওয়াটের নিকট উপস্থিত হইয়া নৈশ ভোজনের সময় হইয়াছে বলিল; তাহার পর ওয়াটের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি তাহাদের উপর নজর রাখিয়াছি।"

মিঃ ওয়াট নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীদের লইয়া খানার কামরায় ভোজন করিতে চলিলেন। তখনও তিনি নারী-বেশধারী কাসেম বে বা তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সন্ধান পাইলেন না। বিভিন্ন কামরায় বারান্দা দিয়া অনেক আরোহী ভোজন-কামরা হইতে যাতায়াত করিতেছিল; তিনি তাহাদের মধ্যেও তস্করত্রয়কে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা আহারের পর নিজেদের কামরায় ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ মঙ্ক ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন, তাহার পর মিঃ ওয়াটকে বলিলেন, "আমরা মার্সেলিসের কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি; আর পনের মিনিটের মধ্যে ট্রেণ মার্সেলিসের বন্দরে উপস্থিত হইবে। গাড়ির ভিতর বড় গরম বোধ হইতেছে জানালাগুলা বন্ধ আছে কি না; টম্‌কিন্‌স্! সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দাও।"

মিঃ ওয়াট ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না, না, থামো। শীঘ্র সরিয়া দাঁড়াও, বোধ হয় ওখানে কি আছে! আমি শব্দ শুনিতে পাইয়াছি।"—তিনি তৎক্ষণাৎ র‍্যাকের উপর হইতে একখানি লাঠি টানিয়া লইলেন।

মিঃ ওয়াট লাঠিখানি বাগাইয়া ধরিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার পশ্চাতের বেঞ্চিতে জড়সড় হইয়া বসিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

মিঃ মঙ্ক ভোজন-কামরায় যাইবার পূর্বে যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার কম্বলখানি রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহা দিয়া তিনি পা হইতে কোমর পর্যন্ত ঢাকিয়া বসিতেন। হঠাৎ কম্বলখানি নড়িয়া উঠিল, তাহার পর হঠাৎ তাহার ভাঁজের ভিতর হইতে কি একটা সরু ও লম্বা জিনিস জলস্রোতের ন্যায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল! মিঃ ওয়াট তাঁহার লাঠিদ্বারা তাহার উপর প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ পুনর্বার আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে একটা সাপ আহত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বেঞ্চির উপর হইতে মেঝেতে পড়িয়া গেল। সাপটাকে দেখিয়া সকলেই সভয়ে দূরে সরিয়া গেল। সাপটা অধিক দীর্ঘ বা স্থূল নহে, দেখিতে অনেকটা চিতি সাপের মতন, গায়ে লাল লাল চক্র; কিন্তু ইহা কেউটের ন্যায় বিষধর; একবার ছোঁ মারিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। এই সর্প আম্বেনা নামে প্রসিদ্ধ।

সাপটা মেঝের উপর পড়িলে মিঃ ওয়াট পুনঃ পুনঃ সবেগে তাহাকে লাঠি মারিতে লাগিলেন; অবশেষে সাপটা সম্পূর্ণ নিশ্চল হইলে—মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া তিনি মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় মঙ্ক তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া একটু দূরে টানিয়া আনিয়া সভয়ে বলিলেন, সর্বনাশ! ঐ যে তোমার মাথার উপর 'র‍্যাকে' আর একটা সাপ!"

দ্বিতীয় সাপটা র‍্যাকের উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া ফণা তুলিতেছিল। মিঃ ওয়াট তাহার মাথায় দুই লাঠি মারিতেই সাপটা ঝুপ্ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মেঝের উপর পড়িয়াই ফণা তুলিয়া ছোঁ মারিল! তাহার সেই ছোবল মিঃ ওয়াটের পায়ের উপর পড়িত; কিন্তু মিঃ মঙ্ক ক্ষিপ্রহস্তে একটি বাক্স তুলিয়া সবেগে তাহার মাথার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বাক্সের চাপে সাপটা পিষিয়া গেল। মিঃ ওয়াট সাবধানে বাক্স সরাইয়া তাহার মাথা লাঠির আঘাতে চূর্ণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার লীলা সাঙ্গ হইল। অনন্তর সেই কামরায় আর কোন সাপ লুকাইয়া আছে কি না দেখিবার জন্য তাঁহারা কামরাটির সর্বস্থান পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু আর কোনও সাপ দেখিতে পাইলেন না। মিঃ ওয়াট এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলেন, ছদ্মবেশী দস্যু কি উদ্দেশ্যে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা আহার করিতে ভোজন কামরায় গমন করিবার

পর কে কখন তাঁহাদের কামরায় আসিয়া সাপ দুটি লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "ওঃ, কি শয়তানী! আমাদের হত্যার জন্য রাস্কেলটা দুধ দিয়া কাল্‌সাপ পুষিতেছিল! আমি ভাবিতেছিলাম, দুধ কাহাকে খাওয়াইবে? কিন্তু রহস্যভেদ করিতে পারি নাই।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন "দুধ?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "হ্যাঁ হে, দুধ! আমি সংবাদ পাইয়াছি কাসেম-বে রমণীর ছদ্মবেশে সঙ্গীদের লইয়া এই ট্রেণেই যাইতেছে। তোমরা ভয় পাইবে ভাবিয়া সে কথা বলি নাই। সে সকালে ভোজন-কামরার ওভারসিয়ারের নিকট হইতে দুধ লইয়াছিল। আমি তখন উহাদের দুগ্ধ সংগ্রহের কারণ বুঝিতে পারি নাই। এখন আমরা ইচ্ছা করিলে উহাদের পুলিশের হাতে দিতে পারি। উহাদের দুরভিসন্ধি সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না; কিন্তু কি করিব—তাহাই ভাবিতেছি।

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "উহাদিগকে পুলিশে দিলে আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া মার্সেলিসে থাকিতে হইবে। কতদিনে আমরা অব্যাহতি পাইব, তাহাও বলা যায় না। আমাদের সকল সংকল্প ব্যর্থ হইবে। উহারা ইতিমধ্যে দলের লোকের সাহায্যে আমাদের কাযে বাধাদানের চেষ্টা করিবে; আমাদের অর্থব্যয়, পরিশ্রম সমস্তই অনর্থক হইবে। এইজন্য আমার ইচ্ছা, উহাদের পুলিশের হাতে না দেওয়াই ভাল। মার্সেলিসে আমার জাহাজ সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; আমরা জাহাজে পদার্পণ করিলে উহারা আর আমাদের সন্ধান পাইবে না, আমরা তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিব; উহারা যে আমাদের অগ্রে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।"

আর কয়েক মিনিট পরেই ট্রেণের গতি হ্রাস হইল, ভোজন-কামরায় পূর্বোক্ত ওভারসিয়ার মিঃ ওয়াটের সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার সব খবর ভাল ত? আশা করি পথিমধ্যে কোন অসুবিধায় পড়েন নাই।"

মিঃ ওয়াট মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না তোমার অনুগ্রহে পথে কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। তোমার সতর্কতার জন্য ধন্যবাদ। তুমি যাহাদের কথা বলিয়াছিলে তাহাদের সংবাদ কি?"

ওভারসিয়ার বলিল, "তাহারা ত ট্রেণে নাই; আমরা শেষবার যে স্টেশনে ট্রেণ থামাইয়াছিলাম, সেই স্টেশনে তাহারা নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। আপনারা সে সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন, এজন্য সে খবরটা আপনাকে তখন দিতে পারি

নাই, আশা করি, সেজন্য আপনাদের কোন অসুবিধা হয় নাই; এখন আর কি করিতে হইবে বলুন।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "আমাদের জন্য তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। এই দুর্বৃত্তেরা শীঘ্রই তোমাদের দেশ ত্যাগ করিবে, তোমাদের পক্ষেও ইহা মঙ্গলের কথা। উহাদের সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট যাহা জানিতে পারিয়াছ, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—ইহাই আমার অনুরোধ।"

ওভারসিয়ার বলিল, "না, তা বলিব না।—এখন বিদায়।"

ওভারসিয়ার প্রস্থান করিলে, মিঃ ওয়াট মিঃ মঙ্ককে বলিলেন, "আমরা যখন আহার করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় উহারা আমাদের কামরায় সাপ দুটো রাখিয়া গিয়াছিল; বিদায়কালীন উপহার বোধ হয়।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "কিন্তু আমরা সতর্ক না হইলে আজ আমাদের কেহ না কেহ সর্পদংশনে মারা যাইত। অতি ভয়ংকর বিষধর সর্প! তুমিই আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ।"

ওয়াট বলিলেন, "সাবধানের বিনাশ নাই। উহাদের শয়তানী নিষ্ফল হইয়াছে; আমাদেরও ট্রেণের পথ শেষ হইয়াছে। আমরা মার্সেলিসে আসিয়া পড়িয়াছি।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়াই জাহাজে যাইব। আমাদের শত্রুরা যদিও পশ্চাতের স্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাদের বিশ্বাস নাই। মোটর হাঁকাইয়া হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িতে পারে। আমাদের সাপে খাইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। হয় ত এখানে তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই; আবার কি ফন্দী খাটাইবে বলা যায় না। চল, আমরা অবিলম্বে জাহাজে যাই, এখানে বিলম্ব করা হইবে না।"

মিঃ ওয়াট ও মঙ্ক প্ল্যাটফর্মে নামিয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিলেন, এবং জিনিসপত্র ও অনুচরদ্বয় সহ বন্দরে চলিলেন। স্টেশন হইতে বন্দরের দূরত্ব অধিক নহে। বন্দরে উপস্থিত হইয়া মিঃ মঙ্ক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার জাহাজখানি বন্দর হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের মধ্যে আছে। অগত্যা জাহাজে যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে দুইখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইল। একখানি নৌকায় তাঁহাদের মালপত্র উঠিল, সাফার টম্‌কিন্‌সকে সেই নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। অন্য নৌকায় মিঃ মঙ্ক, ওয়াট ও টমকে লইয়া উঠিলেন।

বন্দরে সারি সারি জাহাজ নোঙর করিয়াছিল, নৌকা দুইখানি সেই সকল

জাহাজের ফাঁকে ফাঁকে চলিতে লাগিল। তখন রাত্রি গভীর না হইলেও অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল; তবে আকাশে মেঘ না থাকায় দুর্যোগের আশংকা ছিল না। আকাশের মৃদুজ্যোতি নক্ষত্রপুঞ্জ সমুদ্র-জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সমুদ্রবক্ষের শোভা বড়ই রমণীয় হইয়াছিল। বিভিন্ন জাহাজে উজ্জ্বল আলোক; বোধ হইতেছিল; সমুদ্র আলোর মালা গলায় পরিয়া যেন প্রিয়া-সমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছে! জাহাজ সমূহের আলোকে নৌকা দুইখানি সমুদ্রের নীল জলরাশির উপর দিয়া গন্তব্য পথে দ্রুত অগ্রসর হইল।

সুখস্পর্শ মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, মিঃ ওয়াট বায়ু সেবন করিতে করিতে প্রকৃতি দেবীর সেই নৈশ শোভা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন, তিনি টমকে বলিলেন, "টম, কি সুন্দর শোভা! ফ্রান্স, দেশটা তোমার কেমন লাগিতেছে বল দেখি।"

টম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ফ্রান্স দেশের প্রায় কিছুই দেখি নাই, সুতরাং ফ্রান্স সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিব না; তবে মার্সেলিসের বন্দরটি বড়ই চমৎকার, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আকাশে নক্ষত্রের এমন শোভা আমাদের দেশে দেখি নাই; আমার শরীর ভাল থাকিলে এ সৌন্দর্য ভাল করিয়াই উপভোগ করিতে পারিতাম।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "শরীর ভাল নাই? কাঁধে এখনও বেদনা আছে কি? বানরের দাঁতের বিষ শীঘ্র নষ্ট হয় না।"

টম বলিল, "না, কাঁধে বেদনা নাই, ঘা প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। ক্রমাগত পথশ্রমে শরীর—কিন্তু দেখুন, দেখুন, ও কি ও? মাছ না আর কিছু?"

সেই সময় একখানি জেলে ডিঙি তাঁহাদের নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। নৌকার উপর কোন লোকজন দেখা গেল না। সহসা সেই নৌকার খোল হইতে কি একটা পদার্থ সবেগে লাফাইয়া জলে পড়িল, এবং সমুদ্রের অনেকখানি জল আলোড়িত করিয়া মিঃ মঙ্কের নৌকার দিকে আসিতে লাগিল!

নৌকার মাঝি তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই কি একটা শুভ্র পদার্থ দূরস্থ জাহাজের আলোকে চকমক্ করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মঙ্কের নৌকাখানি সশব্দে নড়িয়া উঠিল, এবং মাঝিরা সামলাইয়া লইবার পূর্বেই নৌকার তলার তক্তা বিদীর্ণ হইয়া নৌকার মধ্যে কল-কল শব্দে জল উঠিতে লাগিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ওয়াট তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে চাহিয়া চীৎকার

করিয়া বলিলেন, "টম্‌কিন্‌স, হুশিয়ার! জলে কি ভাসিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিলাম না; সম্মুখে যাহা দেখিবে, তাহাকেই গুলি করিবে।"

টম্‌কিন্‌স মালপত্র লইয়া যে নৌকায় ছিল, সে নৌকাখানি মঙ্কের নৌকার পশ্চাতে ছিল।

মিঃ ওয়াট আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইলেন না; কারণ তাঁহাদের নৌকাখানি সেই অল্প সময়ের মধ্যেই জল পূর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশোদ্যত হইয়াছিল।

মিঃ ওয়াট বিব্রত হইয়া বলিলেন, "মঙ্ক, টম, শেষে বোধ হয় ইহাই অদৃষ্টে ছিল! কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ। তোমরা অধীর হইও না। জাহাজের দূরত্ব অধিক নহে; হতাশ না হইয়া ঐদিকে সাঁতারাইয়া চল।"

দাঁড়ি মাঝিরা পূর্বেই জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল; মঙ্ক ও টম তাহাদের অনুসরণ করিলে মিঃ ওয়াট সকলের শেষে জলে পড়িলেন। তিনি জলে পড়িয়াই প্রথমে ডুবিলেন; কিন্তু অল্প পরেই ভাসিয়া উঠিলেন। জলে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ থাকায় প্রথমে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে সাঁতার দিতে দিতে চোখ মুছিয়া চারিদিকে চাহিলেন। তিনি কিছু দূরে জলের উপর শুভ্র কেশরাশি-মণ্ডিত একটি নরমুণ্ড ভাসিতে দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু-তারকা সেই অন্ধকারাবৃত সমুদ্র-বক্ষে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। মিঃ ওয়াট তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন—সে কাসেম বে!

কাসেম বে সুদক্ষ ডুবরীর ন্যায় সাঁতার দিয়া কিছুদুর অগ্রসর হইল; মিঃ মঙ্ক জলের ভিতর ডুবিয়া পুনর্বার ভাসিয়া উঠিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই ডুব দিল, এবং তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া কুমীরের মতন তাঁহার দুই পা চাপিয়া ধরিল! মিঃ মঙ্ক এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তাহার পর আত্মরক্ষার চেষ্টায় কাসেম বেকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন জলের ভিতর উভয়ের ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। মঙ্ক জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ পূর্বক কাসেম বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার মাথায় ও মুখে পুনঃ পুনঃ মুষ্টাঘাত করিতে লাগিলেন।

কাসেম বে মঙ্কের মুষ্টাঘাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার মাথা টানিয়া কাছে আনিল, এবং তাঁহার ভ্রূর নীচে বন্য জন্তুর ন্যায় এরূপ জোরে দংশন করিল যে, তাহার দন্তাঘাতে মাংস কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল! মিঃ মঙ্ক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া

উঠিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন।

মিঃ ওয়াট তখন তাঁহার দশ বার হাত দূরে ছিলেন; মঙ্কের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সাঁতার দিয়া মঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাসেম বের মস্তকে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতেই সে মঙ্ককে ছাড়িয়া দিয়া জলে ডুব দিল। মঙ্কের তখন আর সন্তরণের শক্তি ছিল না; তাঁহার হাত পা অসাড় হওয়ায় তিনি ডুবিতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময় ওয়াট তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে টম্‌কিন্‌স্ নৌকার উপর দাঁড়াইয়া বন্দুক উদ্যত করিয়া বলিল, 'প্রভু' আপনারা কোথায় আমি ঠিক দেখিতে পাইতেছি না, কোন দিকে কাহাকে গুলি করিব বলুন।'

মিঃ ওয়াট রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, 'যাহাকে গুলি করা আবশ্যক, সে সরিয়া পড়িয়াছে; এখন আর গুলি করিয়া ফল নাই।

পূর্বোক্ত জেলে-ডিঙিখানি তখনও কিছুদূরে ভাসিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। মিঃ ওয়াট মঙ্ককে জড়াইয়া ধরিয়া আর্তস্বরে টম্‌কিন্‌স্‌কে বলিলেন 'শীঘ্র নৌকা সরাইয়া আনিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লও; আমাদের আর সাঁতরাইবার শক্তি নাই।'

নৌকাখানি অবিলম্বে তাঁহাদের পাশে আসিল, মিঃ ওয়াট মঙ্ককে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন; টম্‌কিন্‌স্ ও নৌকার মাঝে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার উভয় বাহুর নীচে হাত দিয়া তাঁহাকে নৌকার উপর টানিয়া তুলিল। ইত্যবসরে টম তাঁহাদের নৌকার মাস্তুল অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ওয়াট তাঁহাকে টম্‌কিন্‌সের নৌকায় তুলিয়া দিয়া স্বয়ং তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাদের নৌকার দাঁড়ি মাঝিদের সন্ধান হইল না; কিন্তু মিঃ ওয়াট অনুমান করিলেন তাহারা নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া বন্দরস্থিত জেটিতে উঠিয়াছে। স্থির সমুদ্রে সাঁতার দিয়া আধ মাইল যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

মিঃ ওয়াট জলের ভিতর তাঁহার দক্ষিণ পদতলে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কাসেম বে মিঃ মঙ্ককে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাঁহার পদতলে আঘাত করিয়াছিল; কিন্তু সেই যন্ত্রণা তিনি ধীর ভাবে সহ্য করিয়া মিঃ মঙ্কের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। নৌকায় উঠিয়া

তিনি দেখিলেন, তাঁহার জুতার গোড়ালীতে একখানি দীর্ঘাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছোরা বিঁধিয়া আছে! ছোরাখানি এতই জোরে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, জুতার গোড়ালী ফুঁড়িয়া তাহার ডগা তাঁহার পদতলের মাংসও বিদীর্ণ করিয়াছিল।

মিঃ ওয়াট যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া ছোরাখানি জুতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন; তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উঃ, কি বিপদ হইতেই উদ্ধারলাভ করা গেল! আমাদের পুনর্জন্ম বলিতে হইবে। টম্‌কিন্‌স্‌, যদি তুমি নৌকা লইয়া তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে যাইতে না পারিতে, তাহা হইলে তোমার মনিবকে বাঁচাইতে পারিতাম না। বিশেষতঃ ছোরাখানা আমার জুতায় বিঁধিয়া থাকায় শয়তানটা তাহা খুলিয়া লইতে পারে নাই; নিরস্ত্র হওয়ায় সে আমাদিগকে পুনর্বার আক্রমণের আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছোরাখানা হাতে পাইলে সেই দুর্বৃত্ত আমাদের সহজে ছাড়িত বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ মঙ্ক নৌকার উপর অবসন্ন ভাবে পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ এরূপ অসাড় হইয়াছিল যে, উঠিয়া বস্ত্রপরিবর্তনেরও সামর্থ্য ছিল না। মিঃ ওয়াট গভীর সহানুভূতি ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মঙ্ক, তোমার আঘাত কি গুরুতর হইয়াছে?"

মিঃ মঙ্কের মনে হইতেছিল—তাঁহার ঘাড়ের উপর মাথা নাই। তিনি দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, আঘাত যে খুব গুরুতর হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; তবে শয়তানটা ভ্রূর উপর কামড় দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে; দাঁতের বিষ অল্প নয়, বড়ই জ্বালা করিতেছে। ভাগ্যে ছোরা মারে নাই, ছোরা মারিলে বোধ হয় বাঁচিতাম না। তুমি আর কিছু বিলম্বে আমার নিকট গেলে আমি ডুবিয়াই মরিতাম। যখন তুমি আমাকে তাহার কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলে—তখন আমার জ্ঞান ছিল না। শয়তানটা আমাদের নৌকাখানার তক্তা কিরূপে ভাঙ্গিল, বুঝিতে পারিতেছি না; বোধ হয় কুড়াল বা সেইরূপ কোন অস্ত্রের আঘাতে ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। কি ভয়ানক লোক!"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "লোকটা যে ভয়ানক, তাহা কি আজ বুঝিলে? কিন্তু আমাদের বিপন্ন করিবার জন্য উহারা যে এ রকম ষড়যন্ত্র করিবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! উহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে; আমরা প্রতি পদক্ষেপে কি ভাবে বাধা পাইব, ইহাই তাহার প্রমাণ। নমুনাতেই যখন এইরূপ,—তখন শেষে কি দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। আমার পা খানা যে রকম কাটিয়া

গিয়াছে—তাহাতে কতখানি যে আমাকে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

নৌকার মাঝি বলিল, "আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে মহাশয়! যে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাহা আমার দাদার নৌকা। দাদা নৌকাখানি চালাইয়া সংসার প্রতিপালন করিত। নৌকাখানি গেল, দাদা প্রাণ লইয়া তীরে উঠিতে পারিয়াছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদেব ভাড়া খাটিতে আসিয়া আমরা ধনে প্রাণে নষ্ট হইলাম!"

মঙ্ক বলিলেন, "আমাদের নৌকার মাঝি নিশ্চয়ই সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছে। এই সামান্য ব্যবধানটুকু যদি তাহার সাঁতরাইয়া পার হইবার শক্তি না থাকে—তাহা হইলে তাহার মাঝিগিরি করিতে আসা উচিত হয় নাই। নৌকাখানি ডুবিয়া যাওয়ায় তোমাদের ক্ষতি হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু সে জন্য চিন্তা নাই বাপু, আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিব—এখন চোখ মুছিয়া চারিদিকে চাহিয়া নৌকা চালাও, শীঘ্র আমাদের জাহাজে পৌছাইয়া দাও। ঐ যে দূরে একটা আলো দেখা যাইতেছে—উহাই বোধ হয় আমার জাহাজের আলো। ঐখানে নৌকা লইয়া চল।"

মঙ্কের আদেশে মাঝি নৌকাখানি জাহাজের পাশে লইয়া গেল। মিঃ মঙ্ক জাহাজের কাপ্তেনকে ডাকিবামাত্র সে পরিচিত কণ্ঠে উত্তর দিল। মিঃ ওয়াট বলিলেন, "ঐ লোকটাই কি তোমার 'পেঙ্গুইন' জাহাজের কাপ্তেন?"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "হ্যাঁ, কাপ্তেন আমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। মার্সেলিস বন্দরে কোন্ সময় ট্রেণ আসে তাহা সে জানে কি না। এখন জাহাজে উঠিতে পারিলে বাঁচি।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ মঙ্ক 'পেঙ্গুইন' জাহাজে আরোহণ করিলেন।

পেঙ্গুইন জাহাজের কাপ্তেন হ্যারিস তাঁহাদের সকলকেই সিক্ত পরিচ্ছদে উঠিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "ট্রেণ হইতে নামিয়া নৌকায় আসিতে আসিতে আমাদের নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, লগেজগুলি অন্য নৌকায় ছিল বলিয়া রক্ষা পাইয়াছে; আমরাও সেই নৌকায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছি। সে বিপদের কথা পরে শুনিও; শীঘ্র আমাদের পোশাক বাহির করিয়া দাও। তাহার পর মালপত্রগুলি জাহাজের গুদামে পাঠাইও। শীঘ্র যাহাতে এক এক পেয়ালা কফি পাই তাহারও ব্যবস্থা কর। আমার এই বন্ধু মিঃ ওয়াট ও তাঁহার সহকারী টম সম্মুখের কেবিন দু'টিতে থাকিবেন।"

কাপ্তেন হ্যারিস নিঃশব্দে প্রভুর আদেশ পালন করিল। মিঃ মঙ্ক, ওয়াট ও টম বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। মিঃ মঙ্ক ওয়াটকে বলিলেন, "দেখি তোমার পায়ের তলা কতখানি কাটিয়া গিয়াছে।"

জাহাজের আলোকে তিনি মিঃ ওয়াটের পদতলের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই; পায়ের গোড়ালীর নীচে ছোরা বিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরু চামড়া ভেদ করিয়া তাহা অধিক দূর যায় নাই। মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তোমার খোঁড়া হইবার আশংকা নাই, দুই একদিনের মধ্যেই বেদনা দূর হইবে। মার্সেলিসে আসিয়া ভবিষ্যতে যদি কখন নৌকায় আরোহণ কর —তাহা হইলে 'ডবল সোল'-বিশিষ্ট জুতা না পরিয়া উঠিবে না, এই কথাটি স্মরণ রাখিও।"

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও ঘাড়ের উপর আর একটা মাথা বসাইয়া নৌকায় উঠিও। মার্সেলিস বন্দরের নীচে সমুদ্রের এই খাড়িটুকু বড়ই বিপজ্জনক স্থান।"

মিঃ ওয়াট গরম কফি পান করিয়া সুস্থ হইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার কেবিনে প্রবেশ করিলেন; কেবিনটি পরীক্ষা করিয়া কয়েক মিনিট পরে তিনি ডেকে ফিরিয়া দেখিলেন, মঙ্ক নৌকার মাঝিকে তাহার দাদার নৌকার মূল্যবাবদ টাকা দিতেছেন। সে ক্ষতিপূরণের জন্য যে টাকা দাবি করিল মিঃ মঙ্ক বিনা প্রতিবাদে তাহাই তাহাকে প্রদান করিলেন; এবং তাহাকে বলিলেন, "আমাকে নৌকায় তুলিয়া ভবিষ্যতে যদি আবার তোমাদের নৌকা ভাঙিয়া বা ডুবিয়া যায় তাহা হইলে আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণের জন্য পুনর্বার নূতন নৌকার মূল্য দিতে আপত্তি করিব না।"—মিঃ মঙ্ক তাহাকে এক স্যুট খালাসীর পরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন; মাঝি তাহা পরিধান করিয়া তাহার সিক্ত পরিচ্ছদ তোয়ালে দিয়া বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মঙ্ক বুঝিলেন—তাহার সকল আক্ষেপ দূর হইয়াছে।

মিঃ মঙ্ক মাঝিকে বিদায় দান করিয়া কাপ্তেন হ্যারিসকে বলিলেন. "তুমি এই রাত্রেই জাহাজ ছাড়িতে পারিবে?"

কাপ্তেন বলিল, "নিশ্চয়ই পারিব। জাহাজের একটি খালাসী বন্দরে গিয়া গুণ্ডার ছুরিতে আহত হইয়াছে তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া আর একজন লোক লইয়াছি, সুতরাং কাজের কোন অসুবিধা হইবে না; আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজ ছাড়িতে পারিব।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। আমর আলেকজান্দ্রিয়ায় যাইব।"

কাপ্তেন প্রস্থান করিলে মিঃ মঙ্ক জাহাজের ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া খানা প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই জাহাজের ইঞ্জিন ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং ঘস্-ঘস্ শব্দ আরম্ভ হইল। পাঁচ মিনিট পরেই জাহাজ সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইল।

মিঃ ওয়াট চেয়ারে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া টমকে বলিলেন, "টম, সেই দিন শেষরাত্রে নাচের মজলিস হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় পথে যে ট্যাক্সিবিভ্রাট হইয়াছিল,—তাহার পর হইতে আমাদের উপর দিয়া বিপদের স্রোত বহিতেছে। একটা না একটা বিপদ লাগিয়াই আছে! কিন্তু আশা করি—এখন কয়দিন আমরা নিরাপদে কাটাইতে পারিব।"

টম বলল, "সেই রকমই ত আশা করা যায়, কিন্তু নৌকায় যে কাণ্ড ঘটিয়াছে জাহাজে তাহার পুনরভিনয় হইলে আমাদের আলেকজান্দ্রিয়া দর্শনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। হাড় ক'খানা সমুদ্রগর্ভেই থাকিবে।"

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, "জাহাজ ত আর নৌকা নয়, কাসেম বের জেলে ডিঙিও জর্মান 'সবমেরিন' নয়। দেখা যাক, আমাদের এই যাত্রার শেষ ফল কি।"

॥ পাঁচ ॥

সমুদ্রপথে ক্রমে তিন দিন অতিবাহিত হইল। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস অনুকূল; জাহাজ আফ্রিকার উপকূল সন্নিধানে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, গরম একটু একটু করিয়া ততই বাড়িতে লাগিল। এ জাহাজ অন্যান্য জাহাজের ন্যায় কোন বন্দরেই থামিল না, ভাড়াটে জাহাজের মত বিভিন্ন বন্দরে যাত্রী উঠাইবার হাঙ্গামা নাই; জাহাজ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলে একবার মাত্র মেসিনা বন্দরে ভিড়াইয়া কিছু ফল মূল ও মাংসাদি সংগ্রহ করা হইল। মেসিনা বন্দর হইতে নঙর তুলিয়া 'পেঙ্গুইন' ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে প্রবেশ করিল! কাপ্তেন হ্যারিস যে নূতন খালাসীটাকে মার্সেলিসে সংগ্রহ করিয়াছিলেন জাহাজের ইঞ্জিনে কয়লা সরবরাহ করাই তাহার কাজ ছিল; কিন্তু জাহাজ মেসিনায় উপস্থিত হইলে সে অন্যের অজ্ঞাতসারে জাহাজ হইতে নামিয়া পলায়ন করে; সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের অন্যান্য খালাসীদের জিনিসপত্র চুরি করে।

জাহাজ মেসিনা উপসাগর পার হইবার সময় ঝড় উঠিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আরোহীগণ অগত্যা সমস্ত দিন সেলুনের ভিতর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। আহারের সময় ষ্টুয়ার্ড টেবিলের খানার আয়োজন করিতে গেল, কিন্তু প্রচণ্ড ঝটিকায় স্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই দেখিয়া সে মঙ্ককে বলিল, "কর্তা, বড়ই তুফান উঠিয়াছে, একটু বিলম্ব করিব কি?"

মিঃ মঙ্ক তখন খাটিয়ায় শয়ন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ খানিক বিলম্ব করাই ভাল।"

টম সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহার শয্যায় পড়িয়া বমন করিতেছিল; মঙ্ক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ, টম!"

টম কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় যুগপৎ শত কামান গর্জনের ন্যায় একটা গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি মহাবেগে দুলিয়া উঠিল, ইঞ্জিনঘরে বোমা ফাটার মতন একটা শব্দ হইল, তাহার পর অত্যুত্তপ্ত গ্যাস সবেগে বাহিরে আসিতে লাগিল; অগ্নিবৎ গ্যাস চোখে মুখে লাগায় খালাসিরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। জাহাজখানিও শৃঙ্খলমুক্ত দানবের ন্যায় তাহার গন্তব্য পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে ছুটিয়া চলিল।

ডেকের উপর হইতে কাপ্তেন হ্যারিস উচ্চৈঃস্বরে জাহাজের কর্মচারীগণকে সময়োচিত আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই ঝটিকা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে পর্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গরাশির উপর জাহাজ স্থির রাখা সহজ হইল না, তাহার কয়েক খানি তক্তা ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, এবং 'স্কাই লাইটে'র ভিতর দিয়া জলস্রোত প্রবল বেগে জাহাজের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গরাশি যেন জাহাজ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, সমুদ্রজল শেষে জাহাজের কেবিনে প্রবেশ করিল।

মঙ্ক এই সংকটে কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ষ্টুয়ার্ড তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে, বলিল, "কর্তা, ইঞ্জিন জখম হইয়া গিয়াছে শুনিতেছি, ইঞ্জিন একেবারেই বিগড়াইয়াছিল, ইঞ্জিনীয়ার অনেক কষ্টে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছেন। কাপ্তেন ডেকে আছেন, তিনি বলিলেন আর ভয়ের বিশেষ কারণ নাই তবে ইঞ্জিন অকর্মণ্য হইয়াছে।"

কাপ্তেন হ্যারিস পাকা কাপ্তেন। ভাল ভাল জাহাজে সে অনেক দিন কাপ্তেনী করিয়াছিল। তাহার পরিচালন গুণে জাহাজখানি অল্প সময়ের মধ্যেই কোনপ্রকারে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ ঝটিকায় জাহাজের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। কাপ্তেন 'মেটে'র উপর জাহাজ চালাইবার ভার দিয়া স্বয়ং জাহাজের ভগ্ন অংশগুলি তদন্ত করিতে চলিল।

মিঃ মঙ্ক ওয়াটকে সঙ্গে লইয়া কামরার বাহিরে আসিতেই কাপ্তেনের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

কাপ্তেন বলিল, "আমরা কোন প্রকারে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতেও পারি, কিন্তু জাহাজ ইচ্ছামত চালাইবার আর আশা নাই! বহুদিন জাহাজে কাপ্তেনী করিতেছি, কিন্তু এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা কখনও ঘটিতে দেখি নাই! কেবল ঝড়ে ইঞ্জিনের এরূপ ক্ষতি হয় না। এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কি কারণে ঘটিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেঙ স্কটল্যাণ্ডের লোক, সে কালি ঝুলি মাখিয়া সেই সময় ইঞ্জিন ঘর হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কাপ্তেনের কথা শুনিয়া সে বলিল, "আপনি বুঝিতে না পারিলেও আমি বুঝিয়াছি ; এই দুর্ঘটনার জন্য ঝড়কে দায়ী করিলে চলিবে না। আমাদের ইঞ্জিন ঘরে কে বোমা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইঞ্জিনখানি কি ভাবে ভাঙিয়াছে দেখিলে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। ইঞ্জিন

ঘরের দুর্ঘটনায় টমসনের পাঁজরের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, গরম গ্যাসে স্যাণ্ডার্সের হাত মুখ পুড়িয়া গিয়াছে।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তাহাদের সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়; আমার বিবেচনায় তাহাদিগকে নীচে ফেলিয়া না রাখিয়া উপরে আনাই উচিত।"

মিঃ মঙ্কের অভিপ্রায়ানুসারে আহত খালাসীদ্বয় উপরের কেবিনে আনীত হইল। ইঞ্জিন ঘর তখন বাষ্পে ও ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ইঞ্জিন ঘরের খালাসীরা চারিদিকে ঘুরিয়া ভগ্ন ইঞ্জিনের বিক্ষিপ্ত অংশ সংগ্রহ করিয়া মিস্ত্রীদের হস্তে প্রদান করিতেছিল; তখন তাহারা সকলেই সেই অকূল সমুদ্রে উন্মত্ত মৃত্যু-কবল হইতে জাহাজখানি রক্ষা করিতে ব্যস্ত।

আহত খালাসীদ্বয় কেবিনে আনীত হইলে মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট তাহাদের ক্ষত ধৌত করিলেন, এবং জাহাজের ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিলে তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাপ্তেন তাহাদের কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া জাহাজের ডেকে প্রস্থান করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ওয়াট ডেকে গিয়া দেখিলেন কাপ্তেন হ্যারিস্ ডেকের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিগন্ত সীমায় কি দেখিতেছে! সেই জাহাজের ডেক ভিন্ন অন্য কোথাও তখন আলো ছিল না। সমুদ্রের কোন দিকেই কোন জাহাজ দেখা যাইতেছিল না।

মিঃ ওয়াট কাপ্তেন হ্যারিসকে চিন্তাকূল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপ্তেন, তুমি কি আর কোন নূতন বিপদের আশংকা করিতেছ?"

হ্যারিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ওয়াটের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নিকট সত্য কথা গোপন করিব না; ঝটিকাবেগে আমরা আমাদের গন্তব্যপথ ছাড়িয়া আফ্রিকার উপকূলের দিকে আসিয়া পড়িয়াছি; তাহার উপর প্রবল স্রোত, সেই স্রোতে জাহাজ বিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে! আমাদের পালের জাহাজ নহে, বায়ু-প্রবাহের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। জাহাজের বিদ্যুতোৎপাদক যন্ত্রটি (Dynamo) অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; এজন্য বেতার টেলিগ্রামে কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবার উপায় নাই। এখন যদি চলিতে চলিতে কোন বড় জাহাজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে তবেই রক্ষা; কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আমরা জাহাজ চলাচলের পথ হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি!

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "হাউই চালাইয়া সংকেত করিবার ব্যবস্থা করিলে কিরূপ হয়?"

কাপ্তেন হ্যারিস বলিল, "হ্যাঁ, এখন সেই চেষ্টাই করিতে হইবে।"

অনন্তর কাপ্তেন কতকগুলি হাউই লইয়া আসিল, এবং জাহাজের ডেকের উপর হইতে আধ মিনিট অন্তর সেই হাউই ছাড়িতে লাগিল। হাউইগুলি উল্কার ন্যায় মহাবেগে উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু এই সংকেতের উত্তরস্বরূপে আকাশের কোন দিক হইতেই আলোক-স্ফুরণ লক্ষিত হইল না। কাপ্তেন ক্ষুণ্ণ মনে হাউই বর্ষণে বিরত হইল। তখনও কয়েকটা হাউই অবশিষ্ট ছিল, তাহা সে ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে ঝটিকার সম্পূর্ণ বিরাম হইল না, সমুদ্রতরঙ্গ-বিক্ষোভে জাহাজের ভিতর যে জল উঠিতেছিল, খালাসীরা 'পাম্পে'র সাহায্যে তাহা বাহির করিয়া দিতে লাগিল। অন্ধকারাবৃত রাত্রে অনন্তবিস্তৃত বিশাল বারিধিবক্ষে ঝটিকার বিকট গর্জন গগনবিহারী লক্ষ ক্রুদ্ধ দানবের শ্রবণবিদারক হুঙ্কারধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সৌভাগ্যক্রমে রাত্রিশেষে ঝটিকার নিবৃত্তি হইল। দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে কাহারও নিদ্রা হইল না, কখন কি বিপদ ঘটে ভাবিয়া সকলেই সতর্ক রহিল; কাপ্তেন, ইঞ্জিনীয়ার, মেট প্রভৃতি প্রধান কর্মচারীবর্গ জাহাজখানিকে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে কালরাত্রির অবসান হইল। পূর্বগগন উষালোকে সুরঞ্জিত হইলে সকলের উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল; এবং ভীষণ দুর্যোগময়ী প্রলয়ংকরী রজনীতে মৃত্যুর সহিত অশ্রান্ত সংগ্রাম সকলেরই নিকট উৎকট দুঃস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রভাতে প্রকৃতি দেবী শান্তমূর্তি ধারণ করিলে মিঃ মঙ্ক অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত চিত্তে সঙ্গীগণের সহিত প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রিটা তাঁহাদের অনাহারেই কাটিয়াছিল; মৃত্যুকে শিয়রে দণ্ডায়মান দেখিয়া আহারে কাহার প্রবৃত্তি হয়? আহার করিবার সুযোগও ছিল না।

প্রভাতে টমের সামুদ্রিক পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় সে মিঃ মঙ্ক ও ওয়াটের সহিত ভোজন টেবিলে আহার করিতে বসিল।

টম বলিল, "রাত্রিটা ত কোন রকমে কাটাইয়া দিয়াছি, দিনটা নির্বিঘ্নে কাটিলে আমরা কতকটা নির্ভয় হইতে পারি; কিন্তু দস্যুরা আমাদের সহজে ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ মঙ্ক, আপনার টাকার সিন্দুকের উপর উহাদের লক্ষ্য আছে বলিয়া সন্দেহ হয় না কি?"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে, ইঞ্জিন ঘরের যে খালাসীটা জিনিসপত্র চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছিল, সে দস্যুদের দলে মিশিয়াছে বলিয়া সন্দেহ

হয় ; আমার বিশ্বাস, দস্যুরা পূর্বেই তাহাকে হাত করিয়াছিল। হয় ত সে ঐ দলেরই একজন। যে বোমা ফাটিয়া ইঞ্জিন নষ্ট হইয়াছে, সেই বোমা বোধ হয় সকলের অজ্ঞাতসারে সে-ই ইঞ্জিন ঘরে রাখিয়া গিয়াছিল, ঝড়ের প্রকোপে জাহাজ সবেগে আন্দলিত হওয়ায় ঘর্ষণে ঘর্ষণে বোমাটা ফাটিয়া গিয়াছিল। সেই দুর্যোগে বাহির হইতে কেহ ইঞ্জিন ঘরে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না, তাহা সম্ভব নহে।"

কাপ্তেন হ্যারিস বলিল, "সেই বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে একবার হাতে পাইলে আমি তাহার শয়তানীর উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়া ছাড়িব না। আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমাদেরই সর্বনাশ করিবার চেষ্টা!—আবার কি হইল? ঐদিক হইতে হঠাৎ ধোঁয়া উঠিতেছে কেন? দেখি ব্যাপারখানা কি!"

কাপ্তেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডেকের দিকে দৌড়াইয়া গেল। জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীরা তাহার অনুসরণ করিল। মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সঙ্গীদের খানা টেবিলে পড়িয়া রহিল, তাঁহারাও ডেকের দিকে ছুটিলেন।

ডেকে আসিয়া সকলেই নির্মল আকাশে ধূম দেখিতে পাইলেন; ট্রেণের বা ষ্টীমারের ইঞ্জিন হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইয়া গগনমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইলে দূর হইতে যেরূপ দেখায়, এই ধূমও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। ধূমরাশি ক্রমে নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া কাপ্তেন দূরবীণের সাহায্যে উহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিল। সে দেখিতে পাইল অনেক দূর হইতে দুইখানি 'ডেষ্ট্রয়ার' (জাহাজ ধ্বংসকারী-পোত) আসিতেছে"

কাপ্তেন সোৎসাহে বলিল, "ও দু'খানা আমাদের দেশেরই ডেষ্ট্রয়ার, এই দিকে আসিতেছে। আমরা বিপদে পড়িয়াছি ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় আমাদিগকেই সাহায্য করিতে আসিতেছে।"

দশ মিনিটের মধ্যে বৃটিশ রণতরীদ্বয় 'পেঙ্গুইন' জাহাজের অদূরে উপস্থিত হইল। একখানি রণতরী হইতে একখানি বোট নামাইয়া দেওয়া হইলে বোটখানি সমুদ্রতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে পেঙ্গুইনের পাশে আসিয়া ভিড়িল। তখন পেঙ্গুইনের উপর হইতে একগাছি রজ্জু বোটের উপর নিক্ষেপ করা হইল। বোট হইতে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট পেঙ্গুইনে উঠিয়া আসিলেন এবং সবিস্ময়ে জাহাজের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, তিনি জাহাজের ডেকের উপর মিঃ মঙ্ককে ও কাপ্তেন হ্যারিসকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য! আপনাদের দেখিব ইহা মুহূর্তের জন্যও আশা করি নাই। দূর হইতে আপনাদের জাহাজখানা দেখিয়া মনে হইতেছিল চেনা

জাহাজ! আপনারা কেমন আছেন? আপনারা কি বিপদে পড়িয়াছেন বলুন। আমরা যখন উপসাগরে পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম, সে সময় প্রতিমুহূর্তে বিপদের আশংকা ছিল বটে, কিন্তু সে দুর্দিন চলিয়া গিয়াছে; এখন ত চতুর্দিক ঠাণ্ডা।"

মিঃ মঙ্ক মিঃ ওয়াটের কাণে কাণে বলিলেন, "ইহার নাম লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস। যুদ্ধের সময় ডোভারে পাহারা দেওয়ার জন্য পেঙ্গুইনকেও সেখানে পাঠাইতে হইয়াছিল; আমি তখন পেঙ্গুইনে ছিলাম। সেই সময় লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। উহার উপর গভর্মেণ্টের রণতরী পরিচালনের ভার ছিল।"

মিঃ মঙ্ক লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের সহিত মিঃ ওয়াটের পরিচয় করিয়া দিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহাদের বিপদের কথা বলিলেন।

সকল কথা শুনিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস সবিস্ময়ে উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আপনার জাহাজের ইঞ্জিন ঘরে গোপনে বোমার আমদানী? অবাক কাণ্ড!—এমন একদিন গিয়াছে—যে সময় এ কথা শুনিলে কিছু মাত্র বিস্মিত হইতাম না। তখন নিত্যই এরূপ কাণ্ড ঘটিত, এবং ইহার জন্য সর্বদাই একটু প্রস্তুত থাকিতে হইত, কিন্তু আজকাল এরূপ কাণ্ড যে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বোমা ফাটিয়া ইঞ্জিনখানা এতই জখম হইয়াছে যে তাহার আর মেরামতের আশা নাই? বড়ই দুঃখের কথা! আপনারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন? ভাগ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, আর আপনাদের বিপদের আশংকা নাই, আমরা যথাসাধ্য আপনাদের সাহায্য করিব। ইহাকে আমাদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া কি কঠিন হইবে? আমার জাহাজ অগ্রবর্তী হইয়া প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকিবে; অন্য যে জাহাজখানি আমার অনুসরণ করিতেছে, পেঙ্গুইনকে তাহারই পশ্চাতে বাঁধিয়া দিব। এই ব্যবস্থায় আপনাদের কি কোন অসুবিধা হইবে মনে হয়?"

মিঃ মঙ্ক সহর্ষে বলিলেন, "চমৎকার হইবে; ইহাতে আমাদের কোন অসুবিধাই হইবে না। ভাগ্যে আপনারা আসিয়া পড়িয়াছেন, নতুবা এই ভাঙ্গা জাহাজ লইয়া অকূল সমুদ্রে আমাদিগকে কি বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত, তাহা পরমেশ্বরই জানেন, আমরা ত উদ্ধার লাভের আশা ত্যাগই করিয়াছিলাম। আর একবার তুফান উঠিলেই সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিত; আমাদের কোন চিহ্ন থাকিত না। কিন্তু আমাদের জন্য আপনি এতখানি কষ্ট স্বীকার না করিয়া আর একটা কার্যও ত করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাহা করিবেন কি?"

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস্‌ বলিলেন, "কি কাজ বলুন। আপনাদের যাহাতে উপকার হয়, আমরা তাহা আনন্দের সহিত করিব।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আপনি আমার জাহাজ. আপনাদের জাহাজের পশ্চাতে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া না গিয়া আপনার জাহাজে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব, এবং আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। বোধ হয় ইহাতে আমাদের বিপদের আশংকাও হ্রাস হইবে। এ কথা কেন বলিতেছি তাহা আপনাকে পরে বুঝাইয়া দিব। আপনি আমাদের সঙ্গে কেবিনে চলুন সে অনেক কথা।"

মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস্‌কে সঙ্গে লইয়া কেবিনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মিঃ মঙ্ক যখের আসন সংক্রান্ত আমূল বৃত্তান্ত মিঃ ফর্ডাইসের গোচর করিলেন। পথে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন, সে সকল কথাও তাঁহার নিকট গোপন করিলেন না।

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস নিঃশব্দে বিস্ময়াবিভূত চিত্তে মিঃ মঙ্কের বর্ণিত অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিলেন। আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্বেই মিঃ মঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন, "সেই দুর্বৃত্তেরা আমাদিগকে আক্রমণের কোন সুযোগ ত্যাগ করিবে না। ভবিষ্যতে যে আমরা তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব, তাহার সম্ভাবনা অল্প। হয় ত পুনর্বার তাহারা এই জাহাজ আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে অধিকতর বিপদে ফেলিবে; কিন্তু আপনি যদি আপনার জাহাজে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া যান, তাহার পর 'পেঙ্গুইন'কে আপনাদের অন্য রণতরীর পশ্চাতে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সমুদ্রপথে আমাদের বিপদের আশংকা দূর হয়।"

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস বলিলেন, "তাহাই হইবে। আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। আপনি যুদ্ধের সময় আপনার জাহাজ দিয়া আনাদের গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন, অথচ জাহাজেব সমস্ত খরচা আপনি স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন; এজন্য গভর্ণমেণ্ট আপনার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন। আমাদের নৌবিভাগের লর্ড সাহেব নিশ্চয়ই আমার কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। আপনারা কয়জন আছেন?"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "আমরা চারিজন; কিন্তু আর একজনকেও আমাদের সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি। কাপ্তেন হ্যারিস, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে, না তোমার জাহাজেই থাকিবে?

কাপ্তেন হ্যারিস বলিল, "ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেঙ জাহাজের ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ায় আপাততঃ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া আছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে সঙ্গে লইতে পারেন।"

মিঃ মঙ্ক সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক। তুমি ম্যাকলেঙকে উহার জিনিস পত্র লইয়া আসিতে বল। ওয়াট, তোমার জিনিসপত্রাদি গুছাইয়া লও।"

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ ওয়াট ও ম্যাকলেঙ নিজ নিজ জিনিসপত্র লইয়া আসিলেন। মিঃ মঙ্ক, ওয়াট, ম্যাকলেঙ, টম ও টম্‌কিন্‌স্ লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের রণতরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পেঙ্গুইন জাহাজ দ্বিতীয় রণতরীর পশ্চাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রণতরীদ্বয় পুনর্বার তাহাদের গন্তব্য পথে যাত্রা করিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের জাহাজ পূর্ণবেগে চলিতেছিল, দ্বিতীয় রণতরীখানি পেঙ্গুইনকে টানিয়া আনিতেছিল বলিয়া একটু ধীরে চলিতেছিল; সুতরাং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, শেষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল। জাহাজের ডেক হইতে মঙ্ক তাঁহার জাহাজের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

কিছুকাল পরে লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইস্ মিঃ মঙ্ককে তাঁহার জাহাজের ডেকের উপর লইয়া গিয়া একখানি সাদা রঙের প্রকাণ্ড জাহাজ দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে জাহাজখানি দেখিতেছেন, উহা কোথায় যাইবে জানেন কি? উহা একখানি যাত্রী জাহাজ, মার্সেলিস বন্দর হইতে আসিতেছে; প্রথমে আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় যাইবে, সেখান হইতে এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে যাত্রা করিবে। আমার বিশ্বাস, আপনার শত্রুরা ঐ জাহাজেই আলেকজেন্দ্রিয়ায় রওনা হইয়াছে। আপনারা যেদিন মার্সেলিস বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার ঠিক পরদিনই ঐ জাহাজখানি মার্সেলিসে বন্দর ছাড়িয়াছে। আমি যেদিন আপনাদিগকে আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার বন্দরে নামাইয়া দিব, তাহার পরদিন ভিন্ন উহারা সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবে না, একথা নিশ্চয় জানিবেন।"

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের কথাই সত্য হইল। তিনি যখন মিঃ মঙ্ককে তাঁহার সহচরবর্গের সহিত আলেকজেন্দ্রিয়ায় নামাইয়া দিলেন, সেই দিনই তাঁহারা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, উক্ত ফরাসী জাহাজ পরদিন এক সময় সেখানে উপস্থিত হইবে।

লেফ্‌টেনাণ্ট ফর্ডাইসের নিকট বিদায় গ্রহণকালে লেফ্‌টেনাণ্ট মিঃ মঙ্ককে

বলিলেন, "আপনারা শত্রুপক্ষের আসিবার পূর্বেই এখানে আসিতে পারিলেন দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি আপনি তাহাদের চাতুর্যজাল ভেদ করিয়া অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইবেন, এবং এল্ হাসানের ভগ্ন মসজিদে যদি স্বর্ণলাভও আপনাদের অদৃষ্টে না ঘটে, তথাপি আপনারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিবেন, তাহা যেন স্বর্ণরাশির ন্যায় মূল্যবান হয়।"

সেই দিনই তাঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে মিশরের রাজধানী কায়রো নগরে যাত্রা করিলেন। কায়রো নগরের 'ভেরোণী'র হোটেল ইউরোপীয় পর্যটকগণের প্রধান আড্ডা। তাঁহারা সেই হোটেলেই বাসা লইলেন। এই হোটেলে আসিয়া একটি স্বদেশীয় বন্ধুর সহিত মিঃ ওয়াটের সাক্ষাৎ হইল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি একজন লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন। এখন তিনি বৃটিশ সৈন্যদলের একজন খ্যাতনামা কাপ্তেন, তাঁহার নাম কাপ্তেন ক্লড হায়েস্।

মিশরদেশের আস্যুয়ান নামক নগরে কাপ্তেন ক্লড্ হায়েস সামরিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; মিঃ মঙ্ক যেদিন সদলে কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর দিনই কাপ্তেন ক্লড্ হায়েসের ছুটি লইয়া দেশে ফিরিবার কথা ছিল। মিঃ ওয়াট্ তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ মঙ্ককে সঙ্গে লইয়া এল হাসানের ভগ্ন মসজিদ দেখিতে যাইতেছেন। এই মসজিদের শিল্প নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছেন। কাপ্তেন ক্লডের সহিত মিঃ ওয়াটের যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকিলেও মিঃ ওয়াট তাঁহার নিকট গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন না ; কারণ মিঃ ক্লড্ হায়েসের একটা বড় দুর্নাম ছিল, তাঁহার পেটে কথা থাকিত না! গুপ্তরহস্য পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এ'ভয় যথেষ্ট ছিল।

কাপ্তেন ক্লড্ হায়েস্ মিঃ ওয়াটের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এরূপ অপূর্ব খেয়াল তোমাদের মাথায় কে ঢুকাইয়া দিল বল ত! যাহার গৌরবের কথা শুনিয়া তোমরা এতদূর হইতে আসিতেছ—কেহ কষ্টস্বীকার করিয়া তাহা দেখিতে যাইতে পারে, আমার এরূপ ধারণা ছিল না। বিশেষতঃ, এল হাসান কি এখানে? মরুভূমির ভিতর দিয়া অতি দুর্গম পথ পার হইয়া সেখানে যাইতে হইবে। সেখানে উপস্থিত হইয়া জলের অভাবে তোমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে। দুই একটি কূপে জল আছে বটে, কিন্তু তাহা এতই বিস্বাদ যে মুখে তুলিতে পারিবে না। উটে চড়িয়া সেখানে যাইতে হইবে, অন্য যান-বাহন কিছুই পাইবে না ; এতদ্ভিন্ন সেই অরক্ষিত দুর্গম প্রদেশে তোমাদের বিপদের

আশংকাও যথেষ্ট আছে। সেই অঞ্চলের অধিবাসী আরবেরা অত্যন্ত দুর্দান্ত ও সন্দিগ্ধচেতা; বিশেষতঃ তাহারা কোন বিদেশী বিধর্মীকে সেখানে দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যদি মিশরের অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন দেখিবারই আগ্রহ থাকে—তাহা হইলে সেরূপ স্থানের অভাব নাই, তাহাই দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও, এল্ হাসানে যাইবার সংকল্প ত্যাগ কর। এল্ হাসানের মস্‌জিদ অপেক্ষা অনেক পুরাতন ও বিখ্যাত মসজিদ দেখিতে চাও ত তাহা বরং তোমাদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি।"

কিন্তু মিঃ ওয়াট তাঁহার সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না দেখিয়া কাপ্তেনবন্ধু আর তাঁহাকে নিরস্ত হইতে পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মিঃ মঙ্ক কাপ্তেন ক্লড হায়েস্‌কে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নৈশ ভোজনের পর তাঁহারা হোটেলের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। মিশরের পুরাকীর্তি সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গেরই আলোচনা আরম্ভ হইল।

টম কায়রো নগরে পদার্পণের পর হইতেই নগর-দর্শনের সুযোগ খুঁজিতেছিল। মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট আহারান্তে কাপ্তেনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলে সে সুযোগ বুঝিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং হোটেলের দ্বারবানের সাহায্যে একজন পথ-প্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া কায়রোর বাজারে উপস্থিত হইল, এবং বাজার ঘুরিয়া নগরের বিভিন্ন অংশ দেখিতে লাগিল।

ঘণ্টা খানেক ধরিয়া নগরের পথে পথে ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া টম তাহার পথ-প্রদর্শককে বলিল, "তুমি আমাকে নূতন কিছু দেখাইতে পার? স্থানীয় সাধারণ অধিবাসিগণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের জীবনযাপনের প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

পথপ্রদর্শক বলিল, "তাহা হইলে আপনাকে স্থানীয় নাচের মজ্‌লিসে যাইতে হইবে; কিন্তু কায়রোতে আসিয়া কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী সে সকল স্থানে পদার্পণ করেন না। আপনি আমাকে দশ ফ্রাঙ্ক পারিশ্রমিক দিলে আপনাকে এখানকার একটা নাচঘর দেখাইয়া আনিতে পারি। সেখানে আপনার বিপদে পড়িবার আশংকা নাই। বিশেষতঃ সেখানে আমার বন্ধু বান্ধবও অনেক আছে। আমার সঙ্গে গেলে আপনার সেখানে অসম্মান হইবে না। তাহারা ভদ্রলোকদের খুন জখম করে না।"

টম পথপ্রদর্শকের কথা শুনিয়া কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুসরণ

করিল, এবং অনেকগুলি সংকীর্ণ গলি অতিক্রম পূর্বক একটি গলির মোড়ে উপস্থিত হইল; মোড়ের উপরেই একখানি অট্টালিকার উজ্জ্বল আলোক তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

টমের পথ-প্রদর্শক সে অট্টালিকার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিতেই একজন লোক ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল। লোকটি নিগ্রো; প্রকাণ্ড জোয়ান, কালো কুচ্‌কুচে চেহারা, যেন বিধাতাপুরুষ কাল পাথর কুঁদিয়া সেই মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন! নিগ্রোটার এক চক্ষু কানা? অন্য চক্ষুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বল জ্বল করিতেছিল, লোমবহুল হাত দু'খানি যেন বনমানুষের হাত? সে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষুটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া আগন্তুকদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিল।

পথপ্রদর্শক টমকে বলিল, "এখানে আপনাকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দর্শনী দিতে হইবে, আর দারোয়ানজীর বকশিস্ এক ফ্রাঙ্ক; মোট ছয় ফ্রাঙ্ক দিয়া ঘরে ঢুকিতে হইবে। কিছু পয়সা খরচ হইবে বটে, কিন্তু বহুৎ মজা দেখিতে পাইবেন।"

টম তৎক্ষণাৎ ছয় ফ্রাঙ্ক নিগ্রোটার প্রসারিত হস্তে প্রদান করিল। তখন নিগ্রোটা দ্বারের সম্মুখ হইতে একখানি পর্দা সরাইয়া টমকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে ইংগিত করিল। টম তাহার পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সেই ঘরটি বেশ প্রশস্ত; কিন্তু সেই গৃহের রুদ্ধ বায়ুমণ্ডল এরূপ উত্তপ্ত যে টমের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! ঘরের ভিতর কয়েকটি কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল; বেঞ্চিতে অনেকগুলি লোক বসিয়াছিল। তাহাদের সম্মুখে এক একখানি টেবিল। কেহ কেহ পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া একটা নাচওয়ালীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছিল। নাচওয়ালী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নাচের মজলিস জমকাইয়া বসিয়াছিল। টম বুঝিল, একবার নাচ শেষ করিয়া, পরিশ্রান্ত হওয়ায় সে বিশ্রাম করিতেছে। একজন ভৃত্য তাহার পশ্চাতে তাহাকে পাখা করিতেছিল।

টমের পথপ্রদর্শক সেলিম টমকে একখানি বেঞ্চিতে বসাইয়া তাহার জন্য এক পেয়ালা কাফি আনিতে ইংগিত করিল। কাফিপানের জন্য টমের আগ্রহ না থাকিলেও শিষ্টাচারের অনুরোধে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, এবং সেলিমের ইংগিতে কাফির মূল্যস্বরূপ আর একটি ফ্রাঙ্ক বাহির করিয়া দিল। সে বুঝিল—ইহাই এখানকার দস্তুর।

পুনর্বার নাচ আরম্ভ হইল, নাচওয়ালী প্রাচ্যদেশের প্রথা-অনুযায়ী নাচিতে

লাগিল ; টম দেখিল, তাহাদের দেশের নাচের সহিত এ নাচের অনেক প্রভেদ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নাচওয়ালীর অলংকারগুলি রুণু-ঝুনু বাজিতে লাগিল। সে নাচিতে নাচিতে টমের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে তাহার নৃত্য দেখাইতে লাগিল, এবং কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া নাচিতে নাচিতে তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

সেলিম বলিল, ''নাচওয়ালী সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের সম্মুখে গিয়া এই ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলে তাহাকে ''পেলা' দিয়া উৎসাহিত করিতে হয়, ইহাই ভদ্র-সমাজের দস্তুর ; আপনাকেও কিছু পেলা দিতে হইবে, নতুবা মান থাকিবে না। আপনি একটি টাকা লইয়া উহার মাথায় রাখিয়া দিলেই দস্তুর-মাফিক কাজ হইবে ; সকলেই বুঝিবে আপনি সমজ্‌দার আদমী।"

টম হাসিয়া বলিল, ''উঠিতে বসিতে টাকা খয়রাৎ করাই বুঝি এখানকার দস্তুর ? সকলেই যদি এই দস্তুর মানিয়া চলে, তাহা হইলে নাচওয়ালী যে এক বস্তা টাকা পাইবে। এ ত উহার লাভের ব্যবসা।"

অনন্তর টম একটি রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিয়া নাচওয়ালীর মস্তকে স্থাপন করিল। নাচওয়ালী টমকে অভিবাদন করিয়া অন্যান্য দর্শকের সম্মুখে সেইভাবে নাচিতে লাগিল ; কিন্তু সকলে সেলিমের প্রস্তাবিত দস্তুরের সম্মান রক্ষা করিল না। শেষে সে একখানি থালা হাতে লইয়া কখনও তাহা একটি অঙ্গুলির উপর রাখিয়া, কখনও বা তাহা নাকের ডগায় ও মাথায় রাখিয়া নাচিতে লাগিল ; অনেকে তাহার থালার উপর পেলা নিক্ষেপ করিল !

নাচওয়ালীর নৃত্য শেষ হইলে সে আসরে উপবেশন করিল। তখন এক তরফাওয়ালী উঠিয়া গান আরম্ভ করিল। তাহার গান শুনিয়া অনেক সমজ্‌দার শ্রোতা বাহবা দিল। কিন্তু টম তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার অর্থ বুঝিবার জন্যও সে আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

তরফাওয়ালীর একটি গান শেষ হইলে টম সেলিমকে বলিল, "তোমাদের দেশের নাচ দেখা ও গান শোনা যথেষ্ট হইয়াছে ; এ আমোদ আর আমার ভাল লাগিতেছে না, অন্য কোথাও আমাকে লইয়া চল।"—সে সেলিমের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অগত্যা সেলিম তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইতে না হইতে জনতা এমন বাড়িয়া উঠিল যে, তাহাদের পথরোধ হইল।

সেলিম টমের পশ্চাতে ছিল, হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার আর্তনাদ শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য টম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সেই মুহূর্তেই কোথা হইতে একখণ্ড পাথর আসিয়া তাহার মাথায় পড়িল ; টম এই আকস্মিক আঘাতে কাতর হইয়া মাথায় হাত দিয়াছে—এমন সময় কে একজন জনতার ভিতর হইতে দুই হাত বাড়াইয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ! টম হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না ; তাহার আক্রমণকারী তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে তুলিল। টম সাহায্য লাভের আশায় চীৎকার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু চীৎকার করিবার পূর্বেই একজন তাড়াতাড়ি তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার নাক মুখ দৃঢ়রূপে রুমালে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

টম তাহার আততায়ীর ভুজবন্ধনে বন্দী হইয়া নিষ্ফল আক্রোশে হাত ছুঁড়িতে লাগিল, তাহার উভয় পদের আস্ফালনে একজন লোক আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল ; কিন্তু টম আর মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারিল না। তাহার আততায়ী তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে গেল, এবং তাহাকে একটি সুবৃহৎ কাঠের বাক্সের ভিতর ফেলিয়া বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর কয়েকজন বাহক সেই বাক্সটি বহিয়া লইয়া চলিল। বাক্সের ভিতর আবদ্ধ হইয়া টম হাঁপাইতে লাগিল ; তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

টম চেতনা লাভ করিয়া দেখিল, সে একটি গৃহকক্ষে একখানি খাটিয়ার উপর শায়িত আছে। সেই কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহা প্রাচ্য দেশের রুচি অনুসারে সুসজ্জিত ! ঘরের দেওয়ালগুলি সুরঞ্জিত হইলেও ঘরটি বহু পুরাতন বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। তাহার মাথার উপর কড়িকাঠের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি কেরোসিনের ল্যাম্পের আলোকে সেই কক্ষটি আলোকিত হইয়াছিল। সেই আলোকে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া টম দেখিতে পাইল, সেই কক্ষের এক কোণে মেঝের উপর সেলিম কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে ! সেলিম জীবিত আছে কি মরিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

টম অতি কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় হস্ত পিঠের দিকে রজ্জুবদ্ধ ছিল। কিন্তু রজ্জুটি সাধারণ রজ্জু নহে, তাহা রেশম-সূত্রে নির্মিত। তাহার পদদ্বয় মুক্ত ছিল। সে আরও বুঝিতে পারিল, তাহার বুকের পকেটে যে পিস্তলটি রাখিয়াছিল, তাহা অপসারিত হয় নাই।

কয়েক মিনিট পরে সেলিম হস্তপদ প্রসারিত করিয়া মৃদু আর্তনাদ করিল। পরে সে গড়াইতে গড়াইতে টমের খাটিয়ার নিকট আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,

'হুজুর বাঁচিয়া আছেন দেখিতেছি! আমরা আমোদ দেখিতে আসিয়া খুনে বদমায়েসের হাতে পড়িব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এত কষ্টও নসিবে লিখিয়াছিলে আল্লা! আমাদের কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, ঠাহর করিতে পারিতেছি না। আর কাহারা কি মতলবে আমাদের এখানে এ ভাবে কয়েদ করিয়াছে, তাহাও জানি না।'

টম বলিল, 'আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি; কিন্তু এখন সে সকল কথার আলোচনা না করাই ভাল। আমি হাতের বাঁধনটা খুলিতে পারি কি না চেষ্টা করিয়া দেখি।'

টম কি উপায়ে বন্ধন মোচন করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। কয়েক মিনিট চিন্তার পর তাহার মাথায় একটি ফন্দীর উদয় হইল। সে দেখিল, তাহার মাথার উপর যে ল্যাম্পটা জ্বলিতেছিল, খাটিয়ায় দাঁড়াইলে তাহা স্পর্শ করিতে পারা যায়। টম খাটিয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ল্যাম্পের আলোকশিখার উপর উভয় হস্ত এভাবে উঁচু করিয়া ধরিল যে, আলোকশিখাটি রজ্জুর গ্রন্থি স্পর্শ করিল। দুই তিন মিনিট পরে রজ্জুগ্রন্থি হইতে ধোঁয়া উঠিতে লাগিল, তখন একটু জোরে টানাটানি করিতেই রজ্জু দ্বিখণ্ডিত হইল। সুতরাং রজ্জুটি হাত হইতে খুলিয়া ফেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। তাহার হাতে এত অধিক তাপ লাগিয়াছিল যে, ফোস্কা উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু মুক্তিলাভের আশায় সে ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিল বলিয়াই এত সহজে কৃতকার্য হইতে পারিল। অনন্তর সে খাটিয়া হইতে নামিয়া সেলিমের বন্ধন মোচন করিল।

সেলিম উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'হুজুর, আমার পরিচিত কোন লোক এ কাজ করে নাই; কোন নূতন লোক কু-মতলবে নাচের মজলিসে ঢুকিয়া—'

টম তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ কর্ গাধা! এখন তোর আক্ষেপ শুনিবার সময় নাই। আগে এখান হইতে পলায়নের চেষ্টাই করা দরকার। মুখ বুজিয়া বসিয়া থাক্,—বোধ হয় কে এই ঘরে আসিতেছে!'

টমের কথা শুনিয়া সেলিম চোখ বুজিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল; কিন্তু ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সে এক-একবার মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে দরজার কড়া নাড়িবার শব্দ হইল, এবং একজন প্রহরী দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

টম সেই দ্বারের পাশে ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, একখানি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা অতর্কিতে প্রহরীকে ধনঞ্জয় দান করিয়া সরিয়া

পড়ে ; কিন্তু কক্ষমধ্যে সে কোন অস্ত্র দেখিতে না পাওয়ায় অগত্যা একখানি টুল টানিয়া আনিয়া তাহাই বাগাইয়া ধরিল। প্রহরী দ্বার খুলিয়া গৃহমধ্যে পদার্পণ করিবামাত্র টম সেই টুলখানি দুই হাতে মাথার উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া প্রহরীর মস্তকে তদ্দ্বারা প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। প্রহরীর মাথায় চূড়াদার লাল টুপি ছিল, সেই টুপির উপর ভারি টুলখানি সশব্দে নিক্ষিপ্ত হইতেই সে 'বাপ্ রে!' বলিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

প্রহরীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই টম তাহার মুষ্টিযোগের ফল বুঝিতে পারিল। সে আর সেখানে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক লম্ফে সেই কক্ষের বাহিরে আসিল। সেই কক্ষের বাহিরে একটি দালান, দালানের এক পাশে একটি কুঠরী ছিল, তাহার দরজা খোলা। টম সেই কুঠরীর ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেখানে জনপ্রাণীও নাই ; টম তখন আহত প্রহরীর নিকট ফিরিয়া গেল ; সে দেখিল প্রহরী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সেলিম উঠিয়া বসিয়া বেকুবের মত চারিদিকে চাহিতেছে! সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার পলায়ন করিতে সাহস হইতেছিল না, পাছে কেহ তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া খুন করিয়া বসে।

টম প্রহরীর অঙ্গরাখা পরীক্ষা করিয়া তাহার ফতুয়ার পকেটে একগোছা চাবি দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল। তাহার পর সে সেলিমকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া বলিল, এমন নিরেট আহাম্মখ ত কোথাও দেখি নাই! এখানে থাকিলে তোমার দোস্তরা আসিয়া তোমাকে জবাই করিবে ; প্রাণে বাঁচিবার সাধ থাকে, ত ঐ টুলখানা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে যাও ; যদি কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসে—তাহার মাথায় ঐ টুল ঝাঁতাইয়া সরিয়া পড়িবে।'

সেলিম নির্বাক্ ভাবে টমের আদেশ পালন করিল। টম ঘরের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে সেলিমকে লইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। টম চারিদিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, সে একটি বাগানের ভিতর আসিয়াছে।

এই বাগানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরগাত্রে একটি দ্বার ছিল, কিন্তু দ্বারটি বন্ধ। টম তাহা খুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। তখন সে সেলিমকে বলিল, 'দরজা ত খুলিতে পারিলাম না, এই বাগানের বাহিরে

যাইতে না পারিলে আমরা নিরাপদ নহি ; বাগান হইতে বাহির হইবার কোন ফন্দী করিতে পার ?'

সেলিম বলিল 'আমার কাঁধে উঠিতে পারিবেন ? দেয়াল ধরিয়া আমার কাঁধে দাঁড়াইলে প্রাচীরে উঠা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহার পর আপনি প্রাচীরের উপর হইতে ওধারে লাফাইয়া পড়িয়া আমাকে দ্বার খুলিয়া দিবেন।'

টম তাহাই করিল ; সে প্রাচীরের বাহিরের দিকে লাফ দিয়া পড়িয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সেলিম বাহিরে আসিয়া টমকে পথ দেখাইয়া হোটেলে লইয়া চলিল। হোটেল সেখান হইতে কিছুদূরে ছিল ; কিন্তু পথে আর কোন বিঘ্ন ঘটিল না।

॥ ছয় ॥

মিঃ ওয়াট টমকে না দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন; অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাঁহাকে কোন কথা না জানাইয়া সে একাকী রাত্রিকালে কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি হোটেলের দ্বারবানের নিকট জানিতে পারিলেন, একজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া টম নগর-দর্শনে বাহির হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, গভীর রাত্রিতেও তাহাকে হোটেলে প্রত্যাবর্তন করিতে না দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ধিত হইল। তিনি দুই একজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবেন, এমন সময় টম হোটেলে ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার বিপদের কথা তাঁহার গোচর করিল; কিন্তু কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে ও তাহার পথপ্রদর্শককে বন্দী করিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কাসেম বে-র চক্রান্তে টম ফাঁদে পড়িয়াছিল, এ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইল না; কাসেম যে জাহাজে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে আসিতেছিল সে জাহাজখানি পরদিন ভিন্ন আসিতে পারিবে না, তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মিঃ ওয়াট আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া পরদিন প্রত্যূষে আসুয়ান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পঁহুছিয়া স্থির হইল, তাঁহার কাপ্তেন বন্ধু হায়েস তাঁহাদের জন্য পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কাপ্তেন ক্লড হায়েস্‌ তাঁহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনিই কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁহাদের জন্য কয়েকটি উট সংগ্রহ করিলেন।

মিঃ মঙ্ক মরুপথের পর্যটনের জন্য যে উটগুলি ভাড়া করিলেন, সেগুলি বেশ বলবান ও কষ্টসহিষ্ণু; কিন্তু অভিজ্ঞ অথচ বিশ্বাসী পথপ্রদর্শককে সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন হইল। অনেকগুলি পথপ্রদর্শককে একে একে হোটেলে ডাকিয়া আনা হইল; কিন্তু যাহাকে পছন্দ হয়, সে যাইতে চাহে না; যে যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে লইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না,—পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়া সন্দেহ হয়! যাহারা সেই দুর্গম প্রদেশের পথ চিনিত, তাহাদের

অনেকেই বলিল, পানীয় জলের অভাবে পথিমধ্যে পিপাসায় প্রাণ যাইবে, এবং যদি বা কোন উপায়ে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া পিপাসা শান্তি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও মরুচর দুর্দান্ত বেদুইন দস্যুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কদাচ সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

স্থানীয় কোন লোকই তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হয় না দেখিয়া, কাপ্তেন ক্লড্ হায়েস্ মিঃ ওয়াটকে বলিলেন, 'তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া সেখানে লইয়া যাইতে স্থানীয় লোকদের এত আপত্তির কারণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার একটা খানসামার কথার ভাবে বোধ হইল, তোমাদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় এদেশের লোকের সন্দেহ হইয়াছে। তোমরা এল হাসানের মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া মস্‌জিদ-সমাহিত পীরসাহেবের পবিত্র কবর খুঁড়িয়া তাঁহার অস্থি কঙ্কাল সমাধিগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলিবে। এই মিথ্যা জনরব লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইলে সেখানে নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্মান্ধ আরবেরা তোমাদিগকে মহাশত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারিবে না। যুক্তিতর্কে তাহাদের মত পরিবর্ত্তনের আশা নাই।"

মিঃ ওয়াট সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ রকম মিথ্যা কথা কে রটাইল? কবর খুঁড়িয়া পীরের অস্থি টানিয়া তুলিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, ইহা কি তাহারা বুঝিতে পারে না?"

কাপ্তেন হায়েস বলিলেন, "বুঝিতে পারিলে কি তাহারা তোমাদের সাহায্য করিতে এতদূর নারাজ হইত? তবে তাহাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদেরই একজন মহাপরাক্রান্ত সেনাপতি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মিশরের স্বদেশপ্রেমিক দেশনায়ক মাধীর অস্থিকঙ্কাল সমাধিগহ্বর হইতে তুলিয়া ফেলিয়া এদেশের লোকের মনে কিরূপ বেদনা দিয়াছিলেন, সে কথা তাহারা এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই। মাধির অস্থি সমাধিগর্ভ হইতে খুঁড়িয়া তুলিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সুদানবিজয়ী মহাবীরের কি লাভ হইয়াছিল, তাহা কি তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল? তোমরাও যে সেই বীরপুরুষের আদর্শের অনুসরণ করিবে না, এদেশের সরল বর্বর লোকগুলি তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করে? বিদেশীর হৃদয়ে আমাদের শৌর্যবীর্যের মহিমা অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে বিস্তর বুদ্ধি খাটাইয়া আমরা যে সকল কাজ করিয়া বসি, তাহার বিপরীত ফল হয় এবং একটা ভুল সংশোধনের

জন্য আর একটা ভুল করিয়া বসি। তোমরা যে উদ্দেশ্যেই এল্ হাসানের মসজিদ্ দেখিতে যাও, সে উদ্দেশ্য যে তাহাদের অনুকূল, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিবে না—করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা তোমাদের গমনে বাধাদানের চেষ্টা করিবে; ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পায়। তবে আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই, অর্থবলের তুল্য আর কোন বল নাই; এই বলে আমরা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিব। অর্থে বশীভূত হয় না, এমন লোক অতি অল্পই আছে; নতুবা বিভীষণগুলিকে আমরা চিনিয়া বাহির করিতে পারিতাম না। আমার খানসামাই একটি লোক দিতে পারে, তাহার সাহায্যে আমাদের কার্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে যত টাকার চুক্তি হইবে, যাত্রারম্ভের পূর্বেই অর্ধেক টাকা তাহাকে অগ্রিম দিতে হইবে। আমি আমার খানসামাকে বলিয়াছি—আমরা তাহাতেই রাজী আছি। সে সেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবে কথা আছে।"

অল্পক্ষণ পরে কাপ্তেন হায়েসের ভৃত্য একজন টিউনিসবাসীকে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিল। কাপ্তেন তাহাকে জেরা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সে পথ প্রদর্শকের কাজ করিতে পারিবে। অগত্যা তাহাকেই নিযুক্ত করা হইল।

কাপ্তেন হায়েস নবনিযুক্ত পথপ্রদর্শককে বিদায় করিয়া মিঃ ওয়াটকে বলিলেন, 'লোকটাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তথাপি অগত্যা উহাকেই তোমাদের সঙ্গে দিতে হইল। পথে উহার উপর দৃষ্টি রাখিবে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে উহাকে তোমাদের সঙ্গছাড়া করিবে না। তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিবার জন্য উহার আগ্রহ হইতে পারে। তিন চারি দিনের মধ্যেই আমাদের জন্য একখানি এরোপ্লেন আসিবার কথা আছে—তাহা লইয়া তোমাদের সন্ধান লইতে যাইব! তোমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।'

পরদিন প্রত্যুষে মিঃ মঙ্ক সদলে যাত্রা করিলেন। মিঃ মঙ্ক পথপ্রদর্শককে ও তাঁহার জাহাজের এঞ্জিনীয়ার ম্যাক্লেওকে সঙ্গে লইয়া সর্বাগ্রে চলিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে তিনটি ভারবাহী উট চলিল, তাহাদের পৃষ্ঠে পানীয় জল, খাদ্যদ্রব্য ও শয্যাদি বোঝাই দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ ওয়াট টম ও টমকিন্সকে সঙ্গে লইয়া সকলের পশ্চাতে চলিলেন।

টম ও টমকিনস্ পূর্বে কখন উটে চড়ে নাই, তাহারা উটের পিঠে উঠিয়া প্রথমে বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দভাবে চলিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে তাঁহারা কয়েক মাইল পথ

অতিক্রম করিলেন। ক্রমে পূর্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত করিয়া সূর্যোদয় হইল।

বেলা যতই অধিক হইতে লাগিল, উত্তাপও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মধ্যাহ্নকালে রৌদ্রের উত্তাপ এরূপ দুঃসহ হইল যে, তাঁহারা বিশ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'আমরা কিছুকাল বিশ্রামের পর আহার করিব—তাহার পর পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিব।' মিঃ ওয়াট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহারা নীল নদের তীরভূমি ত্যাগ করিয়া কর্ষিত প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, চতুর্দিকে ততই মরু-বালুকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। স্থানে স্থানে ভূমি অত্যন্ত উচ্চ—যেন কূর্মপৃষ্ঠ! যখন তাঁহারা নিম্নভূমি দিয়া চলিতে লাগিলেন তখন উচ্চভূমির অন্তরালে কি আছে তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ওয়াটের ধারণা ছিল, যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত কোন শত্রুই তাঁহাদের সম্মুখীন হইল না। মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কাসেম বে সদলে যদি আমাদের আক্রমণ করিতে আসে—তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিব।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'যুদ্ধ, যুদ্ধ ভিন্ন আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখি না। আমাদের সঙ্গে যে কয়েকটি রাইফেল আছে তাহাই যথেষ্ট মনে হয়। তবে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে; অপরিহার্য না হইলে আমরা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু কি অসহ্য গরম পড়িয়াছে দেখিতেছি! এখনও অধিক বেলা হয় নাই, সূর্য মধ্যাকাশে না আসিতেই আমরা গরমে প্রায় সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি! সমুদ্রে জাহাজের উপর এই রকম গরম পড়িলে মনে হইত শীঘ্রই ঝড় উঠিবে।'

ইঞ্জিনীয়ার ম্যাক্‌লেও বলিলেন, 'জলেই হউক আর স্থলেই হউক, এরূপ আকস্মিক উত্তাপবৃদ্ধি আসন্ন দুর্যোগেরই নিদর্শন। এই প্রান্তরের ভিতর ঝড জল আরম্ভ হইলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না; চলুন তাডাতাডি চলিয়া যাহাতে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে পারি তাহার চেষ্টা করি।'

মিঃ মঙ্কের আদেশে উটগুলি যথাসম্ভব দ্রুত পরিচালিত করা হইল। উত্তাপ ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল; আকাশমণ্ডল ক্রমে তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। বায়ু-প্রবাহে আগুনের হল্কা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উত্তপ্ত বালুকারাশি চারিদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল; অগ্নিবৎ বালুকারাশির সংস্পর্শে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিলেন।

পথপ্রদর্শক চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সভয়ে মিঃ মঙ্কের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ মঙ্ক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার আতঙ্কের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোকটা অল্পভাষী, এতক্ষণ পর্যন্ত সে দুই একটির অধিক কথা বলে নাই, কিন্তু এবার সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; হাত মুখ নাড়িয়া সে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, একবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, তাহার পর অঙ্গুলি দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া হতাশভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

তাহার কথা মিঃ মঙ্ক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিল না। মিঃ মঙ্ক ওয়াটকে বলিলেন,—'আমাদের পথপ্রদর্শক বলিতেছে, ঝড় উঠিতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এই ঝড়ে বালির পাহাড় উড়িতে আরম্ভ হইবে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার! দূরে যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, উহার পাদদেশে একটা আড্ডা আছে; ঝড় উঠিবার পূর্বে আমরা যদি ঐখানে গিয়া আশ্রয় লইতে পারি তাহা হইলে বিপদের আশংকা অল্প, নতুবা প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে। আমাদিগকে খুব তাড়াতাড়ি চলিতে হইবে।"

উটগুলি পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে তাড়না করিবার আবশ্যক হইল না। সংস্কারবলে তাহারা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিল। পূর্বোক্ত গিরিপাদমূল সেই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল, এজন্য সকলেরই আশা হইল ঝটিকারম্ভের পূর্বেই তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

তাম্রবর্ণ আকাশ ক্রমে মসিমলিন হইল, মরুবালুকা গগনবিহারী পঙ্গপালের ন্যায় গগনমার্গ সমাচ্ছন্ন করায় চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল।

ক্রমে বহুদূর হইতে একটা প্রচণ্ড হুঙ্কারধ্বনি বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল! যেন তাহা উন্মত্ত পিশাচের অশ্রান্ত অট্টহাস্য; প্রতিমুহূর্তে সেই শব্দ গম্ভীরতর ও স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সঙ্গীরা যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া গিরিপাদমূলে উপস্থিত হইবার পূর্বেই উন্মত্ত ঝটিকার প্রচণ্ড আবর্ত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মিঃ মঙ্ক সভয়ে দেখিলেন, তাঁহাদের বামপাশ হইতে বালুকার একটা পাহাড় মহাশব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহা ঝটিকাবেগে উৎক্ষিপ্ত মরুবালুকার স্তূপ। তাঁহারা উটগুলিকে তাড়াইয়া গিরিপাদমূলে উপস্থিত হইয়াই মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন; সম্মুখে পাহাড় থাকায় ঝটিকার পূর্ণবেগ তাঁহারা অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া

মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া অধোমুখে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহাদের প্রসারিত দেহের উপর দিয়া বালুকণাবাহী ঝঞ্ঝা উন্মত্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বালুকারাশি তাঁহাদের আবরণ-বস্ত্র ভেদ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় তাঁহাদের দেহ যেন বিদ্ধ করিতে লাগিল, এবং উড্ডীয়মান বালুকাস্তূপ তাঁহাদিগকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহারা অতি কষ্টে শ্বাসগ্রহণে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

তাঁহারা মুখ ঢাকিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত দশ মিনিটকাল এইভাবে তাঁহারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু এই দশ মিনিট তাঁহাদের নিকট দশ বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল। দশ মিনিট পরে ঝঞ্ঝাবেগ প্রশমিত হইল; সহস্র দানবের সেই উন্মত্ত হুঙ্কার যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হইল। ভীষণ বন্-বন্ শন্-শন্ শব্দ আর তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল না। মরুভূমির উত্তপ্ত জ্বালাময় নিশ্বাসতুল্য উদ্দাম ঝটিকা-প্রবাহ দূরে অপসারিত হইলে সহসা শীতলবায়ু-হিল্লোল আসিয়া তাঁহাদের দেহে যেন চামর বীজন করিল। সেই শীতল বায়ুর হিল্লোলে তাঁহাদের দেহের জ্বালা প্রশমিত হইল, তাঁহারা বেশ আরাম বোধ করিলেন।

মিঃ ওয়াট সর্ব প্রথমে মুখ তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সর্বাঙ্গ সঞ্চিত বালুকাস্তর ঝাড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, কি একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দূরে চলিয়া যাইতেছে;—তাহা চক্ষুর নিমেষেই অদৃশ্য হইল।

তাঁহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছিল, চক্ষুতে এত বেদনা হইতেছিল যে চক্ষু মেলিতেও তাঁহার কষ্ট হইল। তাঁহার সঙ্গে জলের বোতল ছিল, উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ বায়ুর সংস্পর্শে বোতলের জল অত্যন্ত গরম হইয়াছিল, তিনি সেই জল চোখে মুখে দিলেন, কিঞ্চিৎ পানও করিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালুকাস্তূপে সমাহিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বালুকারাশি অপসারিত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; ক্রমে উটগুলাও বালুকারাশির ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। মিঃ মঙ্ক, টম, টমকিন্‌স, ইঞ্জিনীয়ার ম্যাক্‌লেও সকলেই একত্র সম্মিলিত হইলে মঙ্ক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আমরা সকলেই এখানে আছি ত?'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা সকলেই আছি বটে, কিন্তু আমাদের 'গাইডকে' দেখিতেছি না, আমাদের মালবাহী একটা উটও নাই দেখিতেছি! আমার বোধ হয় সেই রাস্কেলটা আমাদের মালপত্র চুরি করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।'

মিঃ মঙ্ক উটগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যে উটের পিঠে নানাপ্রকার খাদ্য-সামগ্রীর বোঝা ছিল—পথপ্রদর্শক সেই উটটি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে; তাঁহাদের অন্যান্য সামগ্রী অপহৃত হয় নাই।

পথপ্রদর্শক যে উটটি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহার পিঠে তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশ মাত্র ছিল; নতুবা সেই লোকালয়-বিরহিত মরুপ্রদেশে তাঁহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইত। তাঁহাদের অন্যান্য উটে তখনও যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য ছিল বটে, কিন্তু পথপ্রদর্শকের অভাবে তাঁহাদের অবস্থা মহাসমুদ্রে কম্পাসহীন জাহাজের ন্যায় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা কোন দিকে অগ্রসর হইবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'আমাদের কি এখন তবে আসুয়ানেই প্রত্যাগমন করিতে হইবে? তাহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।'

ইঞ্জিনীয়ার ম্যাক্লেঙ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কর্তা, এইসকল বিশ্বাসঘাতক পথপ্রদর্শককে বিশ্বাস করিলে বিপদে পড়িতে হইবে তাহা জানিতাম; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আপনারা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আহার প্রতিবাদ করি নাই। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এত কষ্ট সহ্য করিয়া এতদূর আসিয়া পুনর্বার ফিরিয়া যাওয়া কখনই সংগত হইবে না। আমি জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার, সমুদ্রে কোন বিপদ ঘটিলে আমি সেই সংকট হইতে জাহাজ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি, কিন্তু এ মরুভূমি এখানে আমার বুদ্ধি খাটিবে না। তবে আমি একটা উপায় করিতে পারি। দিগদর্শন যন্ত্রটা আমার কাছেই আছে, তাহার সাহায্যে দিক নির্ণয় করিয়া আমরা আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। আপনি মানচিত্রখানি বাহির করুন, এখান হইতে আমাদিগকে কোন্ দিকে যাইতে হইবে দেখা যাউক।'

মিঃ মঙ্ক ম্যাক্লেঙ-এর কথা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন; তিনি একটি ট্রাঙ্ক খুলিয়া মানচিত্র বাহির করিলেন, ম্যাক্লেঙ তাহা বালুকারাশির উপর প্রসারিত করিল, এবং তাহার ক্ষুদ্র কম্পাসটি বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিল।

ম্যাক্লেঙ কয়েক মিনিট মানচিত্রখানি পরীক্ষা করিয়া মিঃ মঙ্ককে বলিল, 'আমাদের পাজী গাইডটা ঠিকপথে না গিয়ে নির্দিষ্ট পথ হইতে আমাদিগকে কিছু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে দেখিতেছি! শয়তানটা মনে করিয়াছিল আমাদিগকে বিপথে আনিয়া দুর্গম মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া চম্পট দিলে আমরা পথ খুঁজিয়া পাইব না, পথের সন্ধানে দুস্তর মরুভূমির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমরা অনাহারে মরি এই উদ্দেশ্যে রাস্কেলটা আমাদের উট-

বোঝাই খাদ্যসামগ্রী পর্যন্ত লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বেটা জানে না ম্যাক্লেণ্ডকে বিপদে ফেলা সহজ নয়। সমুদ্রে ভাঙা জাহাজ চালাইতে পারি, আর মরুভূমিতে তাজা উট চালাইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিব না? ম্যাক্লেণ্ড কি এতই অপদার্থ? ঐ দিকে মাইল দুই গেলেই আমরা আমাদের গন্তব্যপথ দেখিতে পাইব। এখনও অনেক বেলা আছে—চলুন শীঘ্র যাই।'

মিঃ মঙ্ক ম্যাক্লেণ্ডএর কথা যুক্তিসংগত মনে করিয়া তাহার নির্দিষ্ট পথে সদলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা সত্যই পথের সন্ধান পাইলেন। ইহাই যে মানচিত্র-নির্দিষ্ট পুরাতন পথ, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না; কারণ ঝঞ্ঝাচালিত বালুকারাশি পথের উপর পড়িয়া পরিব্রাজকগণের পদচিহ্ন ঢাকিয়া ফেলিলেও পথের দুই ধারে বৃহৎ কঙ্কালগুলি বালুকার ভিতর অর্ধপ্রোথিত থাকিয়া পথের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

ম্যাক্লেণ্ড এই পথের প্রতি মিঃ মঙ্ক ও ওয়াটের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সোৎসাহে বলিল, 'এখন আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে এই পথে চলিতে পারি, কিন্তু রাত্রে আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে; টোটাভরা বন্দুকগুলা হাতের কাছে রাখা চাই। আমাদের সেই বিশ্বাসঘাতক পথপ্রদর্শকটা যাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহাতেই যে সন্তুষ্ট থাকিবে এরূপ বোধ হয় না, তাহার লোভ নিবৃত্ত হয় নাই; এবং সে একাকী ছিল বলিয়াই আমাদের আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। আমার বিশ্বাস, সে তাহার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে লইয়া লুট করিতে আসিবে। সে আমাদিগকে যেখানে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সদলে প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, এবং সেখানে আমাদিগকে না দেখিয়া আমাদের অনুসরণ করিবে। এই জন্যই বলিতেছি তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।'

মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট উভয়েই কথাটা যুক্তিসংগত মনে করিয়া, সন্ধ্যা পর্যন্ত যত দূর যাওয়া যায় যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইলে মিঃ মঙ্ক পথিপ্রান্তে রাত্রিবাসের আয়োজন করিলেন। উটগুলিকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হইল। পথের ধারে যে সকল অস্থি কঙ্কাল পড়িয়াছিল—তাহা একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল, সেগুলি শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তখন মিঃ মঙ্ক সদলে পানাহার শেষ করিয়া বালুকারাশির উপর কম্বল প্রসারিত করিলেন, এবং বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া সকলে শয়ন করিলেন।

সকলে শয়ন করিলেও মিঃ ওয়াট জাগিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি সকলেই

ক্রমান্বয়ে পাহারা দিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। মিঃ ওয়াট প্রথম রাত্রে ও শেষ রাত্রে পাহারার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে নিদ্রাকর্ষণ হয় এই আশংকায় তিনি বন্দুকটা হাতে লইয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রথম রাত্রে তাঁহার পাহারার সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি টমকে জাগাইয়া পাহারায় বসাইয়া শয়ন করিলেন।

এইভাবে একজন করিয়া জাগিয়া সমস্ত রাত্রি সতর্ক ভাবে পাহারা দেওয়া হইল; কিন্তু রাত্রে কেহই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল না। রাত্রিশেষে মিঃ ওয়াট পুনর্বার জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। উষাগমের পূর্বে তাঁহাকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। কারণ দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা এই সময়েই সর্বাপেক্ষা অধিক। যাহারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়—সেই সময় তাহাদের ঢুলুনি আসে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শরীরও অত্যন্ত অবসন্ন হয়, এবং যাহারা নিদ্রিত থাকে—এ সময় হঠাৎ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া কঠিন, আর নিদ্রাভঙ্গ হইলেও নিদ্রার জড়তা সহসা দূর হয় না। দস্যুরা এ সকল কথা জানে বলিয়া আক্রমণের এই সুযোগ তাহারা সহজে ত্যাগ করে না।

কিন্তু তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে নিরুপদ্রবেই রাত্রির অবসান হইল। উষালোকে পূর্বাকাশ লোহিতাভ হইলে মিঃ ওয়াট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু কোনদিকে জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। এই সময় উটগুলির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, উটগুলি বস্তার ভিতর হইতে খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ পাইয়া এরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে; তিনি তাহাদিগকে সংযত করিবার জন্য লাঠি ধরিবেন কি না ভাবিতেছেন এমন সময় টমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মিঃ ওয়াটের নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'কর্তা চট্‌ করিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল; মাটিতে কান পাতিয়া শুইয়া থাকায় আমার বোধ হইল কিছুদূরে যেন কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহা উটের পদশব্দ নয়। বালির উপর দিয়া মানুষ চলিলে যেরূপ শব্দ হয়—সেইরূপ শব্দ!'

সে তৎক্ষণাৎ বালির উপর শুইয়া পড়িয়া মৃত্তিকায় কর্ণস্থাপন করিল এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, শব্দটা এখনও পর্যন্ত শুনিতে পাইতেছি।'

মিঃ ওয়াট তাহার কথা শুনিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া কান পাতিয়া কোন শব্দ শুনিতে পান কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন 'টম তোমার কথাই সত্য; দলের সকলকে জাগাইয়া তোল। কিন্তু

উহারা উঠিয়া হৈ চৈ করিলে ভাল হইবে না। উহাঁদের সকলকে চুপে চুপে বল জাগিয়া নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া থাকিবে। আমি একবার চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপার কি সন্ধান লইয়া আসি।'

মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট বালুকারাশি খুঁড়িয়া গর্ত করিয়া তাহার ভিতর অগ্নিকুণ্ড করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশিখা দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা চারিদিকের বালুকারাশি সরাইয়া বালির ঢিপি করিয়া তাহারই আড়ালে শয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং চতুর্দিকে বালুকাময় প্রান্তর ধূ-ধূ করিলেও তাঁহারা সেখানে শয়ন করিয়া আছেন, দূর হইতে ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

মিঃ ওয়াট গুড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে সেই ঢিপির উপর উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি প্রভাত প্রায়, পূর্বাকাশ ঈষৎ লোহিতাভা ধারণ করিলেও চরাচর তরল অন্ধকারে আবৃত ছিল। সেই অন্ধকারে দূরের জিনিস অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হইত। বিশেষতঃ প্রতি মুহূর্তেই অন্ধকাররাশি অপসারিত হইতেছিল ; সুতরাং দেখিবার পক্ষে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না! তখন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল ; বায়ুপ্রবাহে অনেক দূর হইতে অস্ফুট কলরব ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল ; এতদ্ভিন্ন তিনি কি একটা গন্ধও পাইলেন। মরুবক্ষঃ-প্রবাহিত নির্মল প্রভাত সমীরণে কোনরূপ গন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না ; তবে এ কিসের গন্ধ? এই কলরবেরই বা কারণ কি ?

মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মিঃ ওয়াট পুনঃ পুনঃ শ্বাস গ্রহণপূর্বক গন্ধের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই এক মিনিট সেই গন্ধ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ধারণা হইল গন্ধটা যেন তাঁহার পরিচিত! এ গন্ধ তিনি পূর্বে কোথায় পাইয়াছেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যৎকালে তিনি কায়রোর বাজারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সময় বাজারের বাবুর্চিখানা হইতে এইরূপ উগ্র গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। কায়রোর মুসলমান বাবুর্চিরা রসুন ও চর্বি সহযোগে মেষ মাংসের 'কাবাব' প্রস্তুত করিত,—ইহা তাহারই গন্ধ। কেবল কায়রো নহে, আসুয়ানের বাজারেও তিনি এই গন্ধ পাইয়াছিলেন। ইহা যে কোন মুসলমানের পাকশালা হইতে উদ্গত হইতেছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না ; কিন্তু এই লোকালয়বর্জিত বিজন মরুকান্তারে পাকশালার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি অনুমান করিলেন একদল লোক কোন দূরবর্তী লোকালয় হইতে কাবাব,

কোর্মা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়া কিছু দূরে বসিয়া সদ্ব্যবহার করিতেছে; মুক্ত সমীরণ প্রবাহে সেই গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং সেই ক্ষুধাতুর ভোক্তাগণের কোলাহল দূর হইতে তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে।

মিঃ ওয়াট প্রথমে মনে করিলেন, উহারা হয় ত সাধারণ পর্যটক মাত্র, তীর্থদর্শনে যাইতেছে; কিন্তু অবশেষে তাঁহার সন্দেহ হইল, উহারা কাসেম বের দলের লোক। কারণ তিনি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন এল হাসেন মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ায় দেশ-দেশান্তরের যাত্রীরা আর সেখানে যায় না। কাসেম বে যদি সদলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। তাহার দলে কত লোক আছে, তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের কর্তব্য কি তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ওয়াট পুনর্বার সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মশালের আলো দেখিতে পাইলেন; তাঁহার অনুমান হইল, সেই আলোকের দূরত্ব তিন-চারিশত গজের অধিক নহে। তিনি দূরবীনের সাহায্যে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আলোটা ক্রমেই তাঁহাদের নিকটবর্তী হইতেছে।

মিঃ ওয়াট আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া সহচরবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি দেখিলেন মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সঙ্গীরা সকলেই বন্দুক লইয়া সতর্কভাবে শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন, "ব্যাপার কিছু গুরুতর বলিয়াই আশংকা হইতেছে! একজন লোক অদূরে আড্ডা লইয়া বোধ হয় আহারাদি করিতেছিল; আহার শেষ করিয়া মশাল জ্বালিয়া লোকগুলা এইদিকেই আসিতেছে। বালির উপর আমাদের পদচিহ্ন দেখিয়া উহারা আমাদেরই অনুসরণ করিয়াছে—ইহাই আমার ধারণা। এখন আমাদের কর্তব্য কি, তাহাই স্থির কর। উহারা আমাদের উপর চড়াও করিবার পূর্বেই যদি আমরা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করি—তাহা হইলে উহারা বলিতে পারে আমরাই অকারণ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, উহাদের কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, বাধ্য হইয়াই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি উহা কাসেম বের দল হয় তাহা হইলে প্রথমেই উহাদের আক্রমণ করা কর্তব্য। উহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে তখন সামলাইয়া উঠা কঠিন হবে। তোমার মত কি?"

ইঞ্জিনীয়ার ম্যাক্লেড বলিল, 'এ নিশ্চয়ই কাসেম বের দল, উহারা আমাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে; উহাদের হস্তে নিহত হইবার আশায় গলা বাড়াইয়া

চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। প্রভাত হইয়াছে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশংকা নাই, বোঁ-বোঁ শব্দে গোটাকতক গুলি উহাদের মধ্যে পড়িলেই উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া লেজ গুটাইয়া পলায়ন করিবে। মিঃ মঙ্ক, আপনি উহাদের ভাষা জানেন, আপনি উহাদের তফাৎ যাইতে বলিয়া দেখুন; তাহাতে রাজী না হয় তখন গুলি।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'বেশ কথা। ওয়াট, চল আমরা এখান হইতে কিছু দূর অগ্রসর হই, তুমি আমাদের অধিনায়ক হইয়া আগে চল।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'তোমরা উঠিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আমার অনুসরণ কর। যদি উহাদিকে গুলি করিতেই হয়—তাহা হইলে যাহাতে অনর্থক নরহত্যা না হয় সেই ভাবে গুলি চালাইতে হইবে। উহাদের খোঁড়া করিতে পারিলেই যথেষ্ট, বুক বা মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইবার আবশ্যক নাই। চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।'

মিঃ ওয়াট অগ্রে চলিলেন, মিঃ মঙ্ক অন্য সকলে পাশাপাশি একটু দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ওয়াট আগন্তুকগণের নিকট যে মশালের আলো দেখিয়াছিলেন, তাহা তখন পর্যন্ত নির্বাপিত হয় নাই; কিন্তু উষালোকে মশাল নিষ্প্রভ হইয়াছিল। আলোটা তখন তাঁহাদের খুব নিকটেই আসিয়াছিল। আগন্তুকগণ শুভ্র পরিচ্ছদে মণ্ডিত আরব, তাহারা দ্রুত তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মিঃ ওয়াট ইংরাজী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'সবুর! আমাদের নিকটে আসিলেই তোমাদিগকে গুলি করিব।'

আগন্তুকগণ কথাটা বুঝিল না; 'আল্লা হো আকবর' শব্দে গর্জন করিয়া উঠিল। তাহাদের মিলিত কণ্ঠের হুঙ্কার বিশাল মরুর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইল।

মিঃ মঙ্ক আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আমাদের কথা সমঝাইতে পার নাই? তোমাদের সহিত আমাদের বিরোধ করিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু যদি আমাদের দিকে আর অধিক অগ্রসর হও—তাহা হইলে তোমাদিগকে গুলি করিতে বাধ্য হইব।'

মিঃ মঙ্কের কথা শুনিয়া আগন্তুকেরা দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি পরামর্শ করিল, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'আমরা মোসাফির লোক, মরুভূমির মধ্যে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই পথে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই। আল্লা হো আকবর।'

মিঃ মঙ্ক তাহাদের কথা সঙ্গীদের বুঝাইয়া দিলেন। মিঃ ওয়াট বলিলেন, "দস্যু-তস্করেরাও মোসাফির হইতে পারে; সুযোগ পাইলেই অনেক মোসাফির অন্যের গলায় ছুরি দিতে ইতস্ততঃ করে না! উহাদের কথা যে সত্য, ইহার প্রমাণ কোথায়? উহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উহাদিগকে আমাদের কাছে আসিতে নিষেধ কর। আমরা উহাদের বিশ্বাস করি না। বল, উহারা আর একপদ অগ্রসর হইলেই গুলি চলিবে।"

মিঃ মঙ্ক 'মোসাফির লোক'দের এই কথা বলিবামাত্র তাহাদের বন্দুকের কুঁদা বুকের কাছে আসিল। মিঃ ওয়াটের ইঙ্গিতে মুহূর্ত মধ্যে তাঁহাদের দলস্থ সকলে বালুকারাশির উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। পর মুহূর্তে 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দে এক ঝাঁক গুলি তাঁহাদের পিঠের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই শব্দ বায়ুপ্রবাহে বিলীন না হইতেই মিঃ ওয়াট ও তাঁহার সহচরগণ সকলে একসঙ্গে গুলি ছাড়িলেন।

মুহূর্ত মধ্যে মোসাফির দলে আর্তনাদ উত্থিত হইল। বোধ হয় গুলি লাগিয়া কেহ কেহ খোঁড়া হইয়াছিল। তাহারা ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গুলি খাইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ওয়াট ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে দুই সারিতে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং পুরোবর্তী হইলেন। টম তাঁহার পশ্চাতে রহিল। মিঃ মঙ্কের সঙ্গে অধিকসংখ্যক টোটা ছিল না, এজন্য মিঃ ওয়াট নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন গুলি করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তাঁহারা শত্রুপক্ষের পুনরাক্রমণের প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু কয়েক মিনিট তাহারাও গুলিবর্ষণ করিল না। প্রাতঃসূর্যের হিরণ্ময় কিরণসম্পাতে শুভ্র মরুবালুকা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'আততায়ীরা আর গুলি করিতেছে না, এদিকে অগ্রসর হইতেছে না, বোধ হয় উহারা শীঘ্রই সরিয়া পড়িবে; কিন্তু উহারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নহি।"

পূর্বেই বলিয়াছি টম মিঃ ওয়াটের পশ্চাতে ছিল, সে সভয়ে বলিল, "কর্তা শত্রুরা এত সহজে আমাদের ছাড়িয়া যাইবে না; ঐ দেখুন আর একদল বালুকাস্তূপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আমাদের এই পাশে দৌড়াইয়া আসিতেছে।"

মিঃ ওয়াট মুখ ফিরাইয়া পাশের দিকে চাহিলেন; টম ও ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেও তাঁহার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল।

যাহারা তাঁহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছিল—তাহাদের দুই জন আহত হইয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হইল। তৃতীয় ব্যক্তি খোঁড়া হইয়া আর চলিতে পারিল না, তাহার একজন সঙ্গীর দেহ আশ্রয় করিয়া তাহার কাঁধে মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ মঙ্ক ও ওয়াট আততায়ীগণের গতিরোধ করিবার জন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্বার গুলি ছুঁড়িলেন; তাঁহাদের গুলিতে আহত হইয়া আরও দুইজন ভূতলশায়ী হইল। তাহা দেখিয়া অন্য কেহ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, সকলেই দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া অদূরবর্তী একটি উচ্চ বালুকস্তূপের অন্তরালে আশ্রয় লইল।

এই সকল কাণ্ড দুই তিন মিনিটের মধ্যে ঘটিল। যে কয়েকটি আততায়ী আহত দেহে বালুকারাশির উপর নিপতিত রহিল, তাহারা ভিন্ন আর একটি প্রাণীও কোন দিকে দৃষ্টিগোচর হইল না। সমস্ত ঘটনা একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়া তাঁহাদের প্রতীয়মান হইল; কিন্তু মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সহচরেরা তখনও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। শত্রুরা যখন দেখিল বিপক্ষ দলের রাইফেলের অব্যর্থ গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দেওয়া আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহারা প্রকাশ্যভাবে আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করিয়া শত্রুনিপাতের জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন বালুকাস্তূপের আড়াল হইতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; যেন কোন অর্ধচন্দ্রাকৃতি অদৃশ্য ব্যূহ হইতে তাঁহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়িতে লাগিল! সৌভাগ্যক্রমে এই সকল গুলিতে তাঁহারা আহত হইলেন না কারণ তাঁহারাও তখন বালুকানির্মিত ঢিপির অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষের গুলি-বারুদের এইরূপ অপব্যয়ে তাঁহারা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন, "উহাদের যে কিছু সম্বল আছে, তাহা শীঘ্রই বোধ হয় নিঃশেষিত হইবে; আমরা আর একটি টোটাও বৃথা নষ্ট করিব না।"

মিঃ মঙ্ক ও তাঁহার সহচরেরা যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কয়েক গজ দূরে একটি বালুকাস্তূপ ছিল, সেই স্তূপের উপর কতকগুলি কণ্টকময় গুল্ম জন্মিয়াছিল; মিঃ ওয়াটের দৃষ্টি সেই গুল্মগুচ্ছের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন সেই গুল্মগুলি নড়িতেছে; অথচ বায়ুর বেগ তখন এরূপ প্রবল ছিল না যে, বায়ুপ্রবাহে তাহা সেভাবে আন্দোলিত হইতে পারে। মিঃ ওয়াটের সন্দেহ হইল—তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবার জন্য শত্রুপক্ষের কেহ তাঁহাদের অলক্ষ্যে সেই গুল্মান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি মিঃ মঙ্ককে বলিলেন, "দেখ মঙ্ক,

ঐ গুল্মগুলির আড়ালে একটা লোক লুকাইয়া আছে, তোমাকে বা আমাকে গুলি করাই উহার উদ্দেশ্য; আমাদের মাথা উহার নজরে পড়ে নাই বলিয়াই গুলি করে নাই। আমি উহাকে ভুলাইয়া রাখিতেছি, সেই অবসরে তুমি ঐ পাশ দিয়া গুড়ি মারিয়া বালুকা-প্রাকারে উঠিবে, তাহার পর তাহাকে দেখিতে পাইলেই গুলি করিবে।"

মিঃ মঙ্ক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এক পাশ দিয়া সেই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন; মিঃ ওয়াট সম্মুখে আসিয়া তাঁহার লাঠির উপর সোলার টুপিটা রাখিয়া তাহা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত পরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী একটা লোক পূর্বোক্ত গুল্মের আড়াল হইতে মাথা বাড়াইয়া মিঃ ওয়াটের হ্যাটটিকে তাঁহার মস্তকস্থিত হ্যাট মনে করিয়া গুলি করিল; গুলি মুহূর্ত মধ্যে হ্যাটটি বিদীর্ণ করিল, লাঠির উপর হইতে তাহা সবেগে নীচে পড়িয়া গেল। সেই হ্যাটের দিকেই আততায়ীর লক্ষ্য ছিল, মঙ্ক অন্য দিক দিয়া উঠিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা সে দেখিতে পাইল না। মুহূর্তে মঙ্কের রাইফেলের গুলি তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিল; তাহার প্রাণহীন দেহ কণ্টকগুল্মের মধ্যে নিপতিত হইল। মিঃ ওয়াট তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন; যে কয় জন যুবক কাসেম বের দলে মিশিয়া তাহার সঙ্গে সর্বদা লণ্ডনে ঘুরিয়া বেড়াইত, এই ব্যক্তি তাহাদেরই অন্যতম।

এই ব্যক্তির মৃত্যুতে আততায়ীরা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল; সে বোধ হয় দলের একজন প্রধান নেতা ছিল। আততায়ীরা অতঃপর গুলি বর্ষণে বিরত হইল। প্রায় দুই মিনিট পর একজন আরব অদূরবর্তী একটি বালুকাস্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বশ্যতা-জ্ঞাপনের নিদর্শনস্বরূপ উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিল। মিঃ মঙ্ক বন্দুক নামাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার!"

আরব বলিল, "আমার বন্ধুর মৃতদেহ আমরা নীচে লইয়া যাইব। সামাজিক প্রথা অনুসারে উহা সমাহিত করিতে চাই।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "তোমাদের আত্মীয় বন্ধুর মৃতদেহ সমাহিত করিবে, ইহাতে আমাদের কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না; উহা অনায়াসেই লইয়া যাইতে পার। কিন্তু তোমাদের সকলেরই অবস্থা যখন এইরূপ হইবে, তখন তোমাদের মৃতদেহ সমাহিত করিবার কি ব্যবস্থা হইবে বলিতে পার?

আর কোন কথা না বলিয়া মৃতদেহটি উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া

লইয়া প্রস্থান করিল। বালুকাক্ষেত্রে যতগুলি মৃতদেহ নিপাতিত ছিল, আরবটি একে একে সকলগুলিই তুলিয়া লইয়া গেল; মিঃ মঙ্ক বা ওয়াট তাহাতে বাধা দিলেন না। সমুদয় মৃতদেহ অপসারিত হইলে আরবটি পুনর্বার মঙ্কের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "এখন আমরা চলিলাম। তোমরা আমাদের যে ক্ষতি করিলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবে, কিন্তু আজ নয়। আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে শৃগালের দল তোমাদের মৃতদেহ লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে। তোমাদের শুভ্র অস্থি-কঙ্কাল পথের ধারে পড়িয়া থাকিয়া ভবিষ্যতে মরুবিহারী পান্থগণের গন্তব্যপথ নির্দেশ করিবে।"

আরব কথা শেষ করিয়াই বালুকাস্তূপের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। কিছুকাল পরে মিঃ ওয়াট দেখিলেন, একদল আরব উটে চড়িয়া তাঁহাদেরই গন্তব্যপথে দ্রুতপথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তাহারা দুই এক দিনের মধ্যেই পুনর্বার তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া তাঁহারা উটের পিঠে জিনিসপত্র তুলিয়া লইয়া এল হাসেনের পথে অগ্রসর হইলেন।

পথে চলিতে চলিতে মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "শীঘ্রই আমাদিগকে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের গুলিতে উহাদের অনেকগুলি লোক ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে; এই ক্ষতি তাহারা ভুলিবে না—ভুলিতে পারে না। এবার উহারা আমাদের সকলকেই হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা কয়েক জনে কি উহাদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব? কিন্তু ভাগ্যে যাহাই থাক, আমাদের সংকল্প ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমরা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন 'মন্ত্রের সাধন বা শরীর পাতন' ভিন্ন কোন পন্থা নাই।"

॥ সাত ॥

মিঃ মঙ্ক সদলে মরুভূমির ভিতর দিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। মধ্যাহ্নকালে প্রখর রৌদ্রে মরুবালুকা জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ উত্তপ্ত হইলে তাহার উপর দিয়া গমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত, কেবল সেই সময় তাঁহারা কয়েক ঘণ্টার জন্য পথসন্নিহিত খর্জুর বা তালীকুঞ্জের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন; অপরাহ্নে সূর্যের উত্তাপ কথঞ্চিত হ্রাস হইলে পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিতেন। সন্ধ্যার পর বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইত, এজন্য তাঁহারা প্রত্যহ গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিতেন। কাঁসেম বের দলের সহিত যেদিন তাঁহাদের যুদ্ধ হইল, তাহার পর দুইদিন এই ভাবে অতীত হইল। এই দুই দিনের মধ্যে পথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না; এই দুইদিন নির্বিঘ্নেই অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে চলিতে চলিতে তাঁহারা পূর্বদিক-প্রান্তে শুভ্র মেঘের ন্যায় কি দেখিতে পাইলেন; শীতের প্রভাতে বহুদূরে শুভ্র কুজ্ঝটিকার সঞ্চার হইলে যেরূপ দেখায়— ইহাও সেইরূপ প্রতীয়মান হইল।

মিঃ ওয়াটের দৃষ্টিই সর্বাগ্রে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি সেইদিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, জাহাজের সাদা পালের মতন ওটা কি? সমুদ্র হইলে উহা পাল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিতাম না; কিন্তু ইহা গম্বুজের শুভ্র অগ্রভাগেব ন্যায় গগন চুম্বন করিতেছে! এল-হাসানের মসজিদের চূড়া নয় ত?"

মিঃ মঙ্ক কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া দূরবীণের সাহায্যে তাহা দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর দূরবীণটি মিঃ ওয়াটের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমার অনুমানই সত্য মনে হইতেছে। ঐ সাদা জিনিসটা মসজিদের গম্বূজই বটে, গম্বূজের একটা ধার দেখা যাইতেছে। বোধ হয় আজ মধ্যাহ্নকালেই আমরা উহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু আমরা নির্বিঘ্নে ওখানে যাইতে পারিব কি? যদি ইতিমধ্যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেও দিবাভাগে মসজিদে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। মসজিদের নিকট মুসলমানেরা থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের মসজিদ-প্রবেশে বাধা দান করিবে।"

মিঃ ওয়াট হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাধাবিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। এই দুর্গম মরুপ্রদেশের বিজাতি ও বিধর্মী অধিবাসিগণের নিকট আমরা কোন প্রকার সাহায্যেরই আশা করিতে পারি না। আমাদের এই কয়েকজনের বুদ্ধি ও রাইফেল ভিন্ন অন্য সম্বল আমাদের কিছুই নাই; আত্মশক্তিতে নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বাহুবলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা মসজিদের আঙিনার ভিতর প্রবেশ করিব। আমরা যে বিপন্ন হইব, আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে—এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! আমি ত মনে করিতেছি কোন একটা প্রাচীর বা দেওয়াল দেখিতে পাইলে তাহাতেই পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আততায়ীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিব। হঠাৎ কেহ যে পিঠের দিক হইতে গুলি মারিবে—ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়; সে সুবিধা আমি কাহাকেও দিব না।"

তাঁহারা মসজিদ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলেন। মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা মসজিদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মসজিদের সীমাপ্রান্তে কতকগুলি খর্জুর বৃক্ষ শাখাবাহু প্রসারিত করিয়া মরু-আকাশের নীচে দণ্ডায়মান ছিল; মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবিকর তাহাদের প্রসারিত শাখা ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ছায়া-শীতল বৃক্ষতল বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সেই খর্জুর-কুঞ্জেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা এই খর্জুরকুঞ্জের অদূরে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি কূপ দেখিতে পাইলেন। খর্জুরকুঞ্জের অন্যদিকে দুই তিন খানি জীর্ণ কুটির ছিল। তাঁহারা বৃক্ষছায়ায় কম্বল প্রসারিত করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিবার অব্যবহিত পরেই সেই সকল কুটীর হইতে কয়েকটি বালক-বালিকা ও একটি রমণী বাহির হইয়া আসিল। শিশুগুলির সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত, জীর্ণ মলিন বস্ত্রে তাহাদের দেহ আবৃত; স্ত্রীলোকটিও ছিন্ন বসনে কোন প্রকারে লজ্জানিবারণ করিতেছিল। তাহারা কুটীর হইতে বাহির হইয়াই বৃক্ষচ্ছায়াসীন শ্বেতাঙ্গগণকে দেখিয়া মহা কলরব আরম্ভ করিল। বালক-বালিকার মধ্যে একটি বালক বোধ হয় অন্য সকলের অপেক্ষা সাহসী; সে দুই এক পা করিয়া আগন্তুকগণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, এবং একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া বলিল, "বকশিস্!" টম তাহার সম্মুখে দুইটি 'পিয়েত্রা' (পয়সা) নিক্ষেপ করিল। বালক সাগ্রহে পয়সা দুটি কুড়াইয়া লইয়া উৎফুল্ল ভাবে তাহার সঙ্গীদের দেখাইল।

অন্যান্য বালক বালিকা সাহস পাইয়া বকশিসের লোভে খর্জুরকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। মিঃ ওয়াট মনে করিলেন

বালক বালিকাদের জটলা ও কোলাহলে পরিণত বয়স্ক লোকেরাও হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িতে পারে, এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে হাঙ্গামা উপস্থিত করাও অসম্ভব নহে; সুতরাং তাড়াতাড়ি মসজিদে প্রবেশ করাই সংগত। তিনি মিঃ মঙ্ককে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন; মঙ্কও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তখন তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মসজিদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

মসজিদের আঙিনায় তাঁহারা জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। মসজিদটি অত্যন্ত জীর্ণ; তাহার কোন কোন অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তবে তখনও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল; কিন্তু দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত মসজিদ বহুকাল জনসমাগমের অভাবে বিরাট গাম্ভীর্য-মণ্ডিত হইয়া শূন্যতাভরে যেন খাঁ খাঁ করিতেছিল! তাহার গম্বুজের এক অংশ ভাঙিয়া পড়ায় সেখানে একটি গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং বিভিন্ন জাতীয় সরীসৃপ তাহাতে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া নির্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করিতেছিল। অবশিষ্ট দেওয়ালগুলির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল তাহা যেন কোন প্রকারে খাড়া রহিয়াছে, একটু জোরে ধাক্কা দিলেই হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যেন একটু জোর বাতাস বহিলেই অবশিষ্ট দেওয়ালগুলি পড়িয়া যাইবে। মসজিদে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল।

মিঃ ওয়াট প্রাচীরগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেওয়ালগুলির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এখনই বুঝি ভাঙিয়া পড়িবে, কিন্তু বহুকাল হইতে ইহা এই ভাবে দাড়াইয়া আছে, আরও বহুকাল এইভাবে থাকিবে; বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা যেরূপ ভঙ্গুর মনে হইতেছে—প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। আমরা বাহিরে না থাকিয়া ইহার ভিতরেই বাসা লইব; ভিতরে বিস্তর জায়গা খোলা পড়িয়া আছে। প্রকোষ্ঠগুলি নিতান্ত অব্যবহার্য হয় নাই; আমরা এখানে অনায়াসে আগুন জ্বালিতেও পারিব। তবে আমরা মুসলমান নহি, আমাদের এখানে আড্ডা লওয়া গোঁড়া মুসলমানের নিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে; বোধ হয় তাহাদের ধারণা হইবে আমরা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছি! কিন্তু উপায় কি? মসজিদের বাহিরে আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত স্থান নাই। উটগুলাকে মসজিদের আঙিনায় আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আর আমাদের লটবহর মসজিদের ভিতর আনিয়া রাখাই ভাল। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে জিনিসপত্র চুরি যাইতে পারে; আর আমাদের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ উটগুলাকে চুরি করিয়া

লইয়া যায়, তাহা হইলে এখান হইতে উদ্ধার লাভের আর কোন আশা থাকিবে না।"

মিঃ মঙ্ক তাঁহার অনুচর টমকিন্স্‌কে বলিলেন, "তুমি আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকিও না। কুয়া হইতে জল তুলিয়া জলের টবটা পূর্ণ কর। ম্যাকলেঙ, তুমিও বাহিরে যাও, খেজুর গাছগুলির কাছে যে কয়েকখানি কুটীর আছে—সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। অল্পক্ষণ পরে তোমাদের দু'জনকেই এখানে চাই।"

অনন্তর মিঃ মঙ্ক ওয়াটকে বলিলেন, "আসনের নক্সায় সোনামুখী ফুলের যে গুচ্ছ লক্ষ্য করা গিয়াছে, মসজিদে তাহার অবস্থান কোথায়, খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে?"

মসজিদের নক্সাখানি ওয়াটের পকেটেই ছিল; তিনি তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া মসজিদের বনিয়াদের বিভিন্ন অংশেব সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সোনামুখী ফুলের গুচ্ছ নক্সার যে অংশে চিহ্নিত ছিল মসজিদের সেই অংশ খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না; কিন্তু প্রকৃত স্থান নির্ণীত হইলেও তাঁহাদের আশা পূর্ণ করা সহজ হইল না, কারণ মসজিদের গম্বুজের ও প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়িয়া মেঝের সেই স্থানটি ভগ্ন স্তূপে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল! তাঁহারা সেখানে যাইতে পারিলেন না।

মিঃ ওয়াট অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ঘোর সংকট! এই পর্বত-প্রমাণ স্তূপ খুঁড়িতে না পারিলে ত গুপ্তধনের সন্ধান মিলিবে না; কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়াও ত কোন ফল নাই; কোদালী বাহির কর।"

কোদালী সাবল প্রভৃতি খননোপযোগী অস্ত্র মিঃ মঙ্ক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সুতরাং অস্ত্রের অভাবে কাজ পণ্ড হইবার আশংকা ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টম ব্যতীত সকলেই সাবল ও কোদালীর সাহায্যে ইষ্টকস্তূপ অপসারিত করিতে লাগিলেন; কেবল টম মসজিদের দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত হইল। অবশেষে সে মসজিদের ছাদে আরোহণ কবিল, এবং দূর হইতে কেহ আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিল।

টমকে ভাঙা গম্বুজের পাশে দাঁড়াইতে দেখিয়া মিঃ ওয়াট তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সতর্কভাবে চলাফেরা করিও; যদি পা পিছলাইয়া দৈবাৎ পড়িয়া যাও তাহা হইলে হাত পা ভাঙিবে, মাথাও ভাঙিতে পারে।"

টম বলিল, "ভয় নাই কর্তা, আমি খুব হুঁসিয়ার আছি।"

টম গম্বুজের পাশ হইতে ভাঙা দেওয়ালের ধারে আসিয়া নীচের দিকে চাহিল।

নীচে তাহার সঙ্গীরা সাবল ও কোদালীর সাহায্যে ইট ও রাবিসের স্তূপ অপসারিত করিতেছিল ; ধূলায় ও সুরকির গুঁড়ায় তাহাদের চেহারা ভূতের মতন দেখাইতেছিল।

মিঃ ওয়াট সাবলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাহারার ভার লইয়া বড় বাঁচিয়া গিয়াছ ; এ কার্যের ভার লইলে ভূতের মতন খাইতে হইত, কাপড় চোপড়ও মাটি হইত। কোন দিকে কিছু দেখিতে পাইতেছ ?"

টম বলিল, "পূর্বে ত কিছুই দেখিতে পাই নাই, আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখি।"

সে পুনর্বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল ; তাহার পর মিঃ ওয়াটকে বলিল, "হ্যাঁ, এবার যেন কিছু দেখা যাইতেছে! আমরা যে দিক হইতে আসিয়াছি, সেই দিক হইতে অনেক দূরে যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। আর ঐ খেজুর গাছগুলার কাছে দাঁড়াইয়া একটা বুড়া তিনজন স্ত্রীলোককে হাত মুখ নাড়িয়া কি বলিতেছে, কর্তা! বুড়া এই দিকে হাত বাড়াইয়া কি দেখাইতেছে ; বোধ হয় উহারা আমাদেরই কথার আলোচনা করিতেছে। আমাদের যে আশীর্বাদ করিতেছে—উহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া এরূপ অনুমান করিতে পারিতেছি না, কর্তা!"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "বুড়াটার আর স্ত্রীলোক তিনটার অভিসম্পাতে আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না ; কিন্তু যে দিক হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে—ঐ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। আমাদের সেই শত্রুদল আমাদের কাজে বাধা দিতে ঐ দিক হইতে আসিতে পারে ;—তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবার পূর্বে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার চেষ্টা করিব।"

সকলেই আরও এক ঘণ্টা ধরিয়া খনন করিলেন। মেঝের উপর যে প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ সঞ্চিত ছিল, তাহা অপসারিত হইলে একটি অনুচ্চ বেদী দৃষ্টিগোচর হইল ; এই বেদীর এক পাশে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, দ্বারের কপাট কাষ্ঠনির্মিত ; অল্প চেষ্টাতেই মিঃ ওয়াট কপাট খুলিতে পারিলেন। বেদীর নিম্নে একটি কুঠরি ছিল, তাঁহারা তাহার ভিতর সংকীর্ণ সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু রাবিস-স্তূপে তাহা ঢাকিয়া গিয়াছিল।

সেই রাবিস-স্তূপ অপসারিত না হইলে ভূ-গর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব বুঝিয়া মিঃ মঙ্ক নিরুৎসাহ হইলেন। তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেও

বলিল, "আপনি হতাশ হইবেন না ; ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে যদি কোন ধনরত্নাদি লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়ই সেখানে আছে। আর কিছুকাল পরিশ্রম করিয়া আমরা এই রাবিসগুলি সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই পথ পরিষ্কার হইবে।"

সূর্যাস্তের সময় ভূগর্ভস্থ কুঠরির সিঁড়ির রাবিসরাশি অপসারিত হইল। মিঃ মঙ্ক ওয়াটের সঙ্গে সেই সোপানশ্রেণীর সাহায্যে ভূ-বিবরে অবতরণ করিলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাঁহারা বিজলি-বাতি লইয়াছিলেন। তাঁহারা মস্‌জিদের মেঝের নিম্নস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি সমাধি রহিয়াছে ; সেই সমাধি ভিন্ন কোন দিকে আর কিছুই ছিল না। বিদ্যুতালোকে কক্ষটির প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিয়া অন্য কোন দ্রব্যই তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তাঁহারা সেই কক্ষের দেওয়ালগুলিতে সাবলের দ্বারা আঘাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, দেওয়ালের কোনি অংশই ফাঁপা নহে, সর্বত্রই নিরেট গাঁথুনি ; পাথর কাটিয়া ভূগর্ভস্থ দেওয়ালগুলি নির্মিত।

মিঃ মঙ্ক হতাশভাবে বলিলেন, "সকল শ্রমই বৃথা হইল। কুঠরির ভিতর বহু পুরাতন সমাধি ভিন্ন আর কিছুই নাই ; বোধ হয় প্রাচীন যুগের কোন পীরের মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্যই মসজিদের মেঝের নীচে এই কুঠরি নির্মিত হইয়াছিল। যখের ধন এখানে নাই, গুপ্তধন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেও ইহা নির্মিত হয় নাই ; ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া অনর্থক এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিলাম !— পদে পদে জীবন বিপন্ন করিয়া এই লাভ ?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "কিন্তু সোনামুখী ফুলের গুচ্ছটি যে স্থান নির্দেশ করিতেছে—তাহা ত ঠিক এই স্থান নহে ; সেই স্থানটি ঐ পাশে সিঁড়ির ভিতের ভিতর অবস্থিত।"

সিঁড়ির বাম পার্শ্বের ভিতের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, মিঃ ওয়াট সিঁড়ির সর্বনিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়া সেই অংশে জোরে জোরে সাবলের আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাত করিতে করিতে ক্রমে তৃতীয় সোপানে উঠিয়া সেই ভিতের উচ্চতর অংশে সাবলের আঘাত করিবামাত্র ঠং-ঠং শব্দের পরিবর্তে ঢপ্-ঢপ্ শব্দ হইল।

মিঃ ওয়াট সাবল নামাইয়া সাগ্রহে বলিলেন, "এবারকার শব্দ শুনিয়া তোমার কি মনে হয় ? এই জায়গাটা যদি ফাঁপা না হয় ত আমি আমার কান কাটিয়া দিব।"—তিনি মঙ্কের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সাবলের অগ্রভাগ ঠিক সেই স্থানে সবলে প্রোথিত করিলেন, সাবলের ডগা ভিতের ভিতর তিন চার ইঞ্চি

বসিয়া গেল ; তখন তিনি দুই হাতে সাবলের গোড়া ধরিয়া নীচের দিকে চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গাঁথনীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মিঃ ওয়াট সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণে সন্ধান হইল! বাতিটা তুলিয়া ধর দেখি।"

মিঃ মঙ্ক ওয়াটের পাশে আসিয়া গহ্বরের ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মিঃ ওয়াট ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "দম বন্ধ কর! এই গহ্বরের বায়ু বিষাক্ত, উহা যেন তোমার শ্বাসনালীতে প্রবেশ না করে। কার্বলিক এসিড গ্যাস ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস। সরিয়া দাঁড়াও, শীঘ্র সরিয়া দাঁড়াও।"

ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেও টমকিন্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল ; গ্যাসের উৎকট গন্ধে উভয়কেই নাক ঢাকিয়া পলায়ন করিতে হইল।

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "এই গহ্বর বহুকাল অবরুদ্ধ আছে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ওয়াট, তোমার গোয়েন্দাগিরি সার্থক!"

মিঃ ওয়াট রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিলেন, "থামো ভাই! আগে ধাক্কা সামলাই ; নাকে মুখে খানিক গ্যাস ঢুকিয়াছে। উঃ! মনে হইতেছে বুকের উপর বিশ মন পাথর চাপিয়া বসিয়াছে। আমি সতর্ক থাকিয়া ফল হয় নাই!—গর্তটা আরও বড় করিলে বিষাক্ত গ্যাসটা শীঘ্রই বাহির হইয়া যাইবে, আমরাও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ পাইব।"

মিঃ ওয়াট কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার সাবল তুলিয়াছেন এমন সময় টম চীৎকার করিয়া বলিল, "কর্তা, একবার বাহিরে আসিয়া দেখুন ; কতকগুলা লোক ঘোড়া ছুটাইয়া এই দিকে আসিতেছে! আবার আর এক দিক হইতে আর এক দল ঘোড়সোয়ারও হুঙ্কার দিতে দিতে দৌড়াইয়া আসিতেছে। ব্যাপার বড় সহজ বোধ হয় না।"

মিঃ ওয়াট সাবল হাতে লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে উপরে উঠিলেন, তাহার পর মসজিদের ছাদে উঠিয়া টমের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। অতি শ্রমে তখন তিনি হাঁপাইতেছিলেন ; তিনি প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন টমের কথা সম্পূর্ণ সত্য। দুই দিক হইতে দুই দল অশ্বারোহী 'আল্লা হো আকবর' শব্দে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে মসজিদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা কুড়ি জনের কম নহে! তাহাদের পশ্চাতে অনেকগুলি উট ; উটের সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক পদব্রজে আসিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া মিঃ ওয়াটের মুখ শুকাইয়া গেল ; মিঃ মঙ্ক প্রমাদ গণিলেন!

মিঃ ওয়াট মনে করিলেন তাঁহার শ্বাসনালীতে গ্যাস প্রবেশ করায় হয়ত তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। একজন লোক দুইজন দেখাইতেছে?—তিনি উভয় হস্তে চক্ষু মার্জনা করিলেন; কিন্তু তাহাতে জনসংখ্যার হ্রাস হইল না। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া টমকে বলিলেন; "টম, বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু এখন ভয়ে দিশেহারা হইলে চলিবে না। সাহসই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তুমি এখানে থাকিয়া উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর; যখন যাহা দেখিবে তাহা আমাকে বলিবে। আমি নীচে চলিলাম। তুমি আড়ালে থাকিয়া উহাদের কাজ দেখিবে; ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইও না, যেন তোমাকে গুলি করিতে না পারে।"

মিঃ ওয়াট দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলেন, এবং মসজিদের ভিতর দিয়া পূর্বোক্ত গহ্বর-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে টমকিন্‌স্‌ ও ম্যাকলেঙ তাঁহাদের উটগুলিকে তাড়াইয়া কূপের নিকট লইয়া গিয়া আকণ্ঠ জলপান করাইল, তাহার পর তাহাদিগকে মসজিদের আঙিনায় পুরিলেন। মিঃ মঙ্ক খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ থলিগুলি ও পানীয় জলপূর্ণ টবগুলি স্বয়ং আনিয়া ফেলিলেন। মিঃ ওয়াট বহু-সংখ্যক থান ইট সংগ্রহ করিয়া ছাদের উপর একস্থানে স্তূপাকার করিলেন।

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "ইটগুলা ওখানে জড় করিয়া কি লাভ?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ?—এ এক একখানি ইট নয় ত একটি গুলি! কায়দা করিয়া যদি শত্রুদের মাথায় নিক্ষেপ করিতে পারি, তাহা হইলে গুলি অপেক্ষা কম ফল পাওয়া যাইবে না, এক ইটেই এক জনের মাথা ছাতু হইয়া যাইবে; তবে আক্ষেপের কথা এই যে, গুলির ন্যায় ইহা ইচ্ছামত দূরে নিক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু নিকটে আসিলেই ইহার আঘাত অব্যর্থ। যাহা হউক, মসজিদের সদর দরজার অবস্থা কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? পুরাতন দ্বার, বোধ হয় অধিক আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না; পুনঃ পুনঃ আঘাতে ভাঙিয়া পড়াই সম্ভব।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "সে কথা সত্য। দরজা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঘুণে উহা খাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল ঠাট বজায় আছে মাত্র; উহার উপর দুই চারি ঘা লাথি পড়িলেই উহা চূর্ণ হইবে।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "মুস্কিলের কথা বটে! যাহা হউক এক কাজ কর, সাবলগুলি সমস্তই ছাদে লইয়া চল। আমরা বারান্দার ছাদ ভাঙিয়া দরজার উপর ফেলিব, তাহা হইলে দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে; ইট ও রাবিসের স্তূপ ঠেলিয়া ফেলিয়া উহারা দরজা খুলিতে পারিবে না।"

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, "ফন্দী ভালই করিয়াছ, কিন্তু আমরা স্থায়ীভাবে মসজিদের মধ্যেই বাস করিব ? আমাদের কি বাহিরে যাইতে হইবে না ?"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "শত্রুরা যাহাতে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে না পারে—প্রথমে তাহার ব্যবস্থা করা যাক্ ত ; তাহার পর যদি উহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে দেওয়াল ফুটা করিয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না। ম্যাক্লেঙ, শীঘ্র চল।"

ম্যাক্লেঙ বলিলেন, "চলুন। উটগুলোর জন্য আর কোন চিন্তা নাই ; উহারা যে জল পেটের ভিতর বোঝাই করিয়া লইয়াছে, এখন আর তিন চারি দিন উহারা পিপাসা বোধ করিবে না।"

টম চীৎকার করিয়া বলিল, "কর্তা, উহারা আসিয়া পড়িয়াছে ; আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করুন !"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "উটগুলাকে ঘরে পুরিয়া চল ছাদে যাই।"

সকলে ছাদে উঠিয়া দরজার উর্ধ্বস্থিত বারান্দার ছাদ সাবলের সাহায্যে ভাঙিয়া রুদ্ধদ্বারের ভিতরের পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাশি রাশি ইট ও পাথর পড়িয়া তাহা দ্বারের উপর স্তূপাকার হইল ; দ্বার ঠেলিয়া আর ভিতরে প্রবেশের উপায় রহিল না।

মসজিদের উপর যে গম্বুজ ছিল তাহার চতুর্দিকে জাফ্রি দেওয়া একটি অনুচ্চ প্রাচীর ছিল, মিঃ ওয়াট তাঁহার সহচরগণকে সেই প্রাচীরের আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তোমরা এইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দ্বারের বাহিরে লক্ষ্য রাখ ; শত্রুগণ মসজিদের সীমার মধ্যে আসিলেই তাহাদিগকে গুলি করিতে হইবে। আমি যখন গুলি করিতে বলিব তখনই গুলি করিবে।—ঐ দেখ, শত্রুরা দল বাঁধিয়া এদিকে আসিতেছে।"

একজন অশ্বারোহী তালবৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া মসজিদ অভিমুখে অগ্রসর হইল। অন্যান্য অশ্বারোহীরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহারা দূর হইতেই দেখিতে পাইল, মসজিদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ !

অল্পকাল পরে আর একদল অশ্বারোহী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পূর্বোক্ত অশ্বারোহীগণের সহিত যোগদান করিল। তাহারা কয়েক মিনিট ধরিয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিল ; পরামর্শ শেষ হইলে একজন বৃদ্ধ আরব অশ্বারোহী প্রথমোক্ত অশ্বারোহীর অনুসরণ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ মসজিদের প্রাকার-সন্নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই পূর্বোক্ত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে প্রাকারতলে সমাগত হইল।

যে অশ্বারোহী সর্বাগ্রে মসজিদের প্রাকারতলে উপস্থিত হইল, তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ ওয়াট চিনিতে পারিলেন—সে তাঁহাদের মহাশত্রু কাশেম বে।

মিঃ ওয়াট তাহাকে দেখিয়া মসজিদের ছাদ হইতে মাথা বাড়াইয়া বলিলেন, "কাসেম বে! এ স্থান বড়ই অস্বাস্থ্যকর এরূপ স্থানে অধিককাল থাকিলে তোমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; প্রাণের মায়া থাকিলে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড।"

কাসেম বে মাথা তুলিয়া উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, এবং শুভ্র দন্তপংক্তি উদঘাটিত করিয়া বলিল, "ওরে কেরেস্তান কুকুর! আমাদের পবিত্র মসজিদ তুই অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে করিয়াছিস্? আমাদের উপাসনালয় তোর মত বিধর্মীর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; দূরে যে সকল অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা সকলেই আমার অনুচর। উহারা আমার আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আজ রাত্রে তোদের সকলকে জবে করিয়া তোদের মৃতদেহ শিয়ালের মুখে নিক্ষেপ করিব; প্রভাত পর্যন্ত তোদের একজনও জীবিত থাকিবে না।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, স্থির হও, কাসেম বে! তোমার বীরদর্পে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আগে তোমাদের নিজের জীবন রক্ষা কর, তাহার পর আমাদের জবে করিও। কূপে আর এক বিন্দু জল নাই, কি খাইয়া বাঁচিবে? তুমি এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে আসিয়াছ. তোমার অনুচরগণকে তাহার বখ্রা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া এখানে ডাকিয়া আনিয়াছ কি?

কাসেম বে মাথা তুলিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল, "ওরে কাফের! তোরা এই মসজিদে আমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গুপ্তধন চুরি করিতে আসিয়াছিস, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবে না। আমরা মসজিদে প্রবেশ করিয়া তোদের সকলেরই গর্দান লইব; তবে যদি তোরা পবিত্র ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সত্যপথ অবলম্বন করিস্, তাহা হইলে এ যাত্রা তোদের প্রাণরক্ষা হইতেও পারে।"

মিঃ ওয়াট বলিলেন, "ওরে চোর! তফাতে দাঁড়াইয়া দর্প করিয়া ফল কি? ভিতরে আয় না, দেখি কে কার গর্দান লয়!"

কাসেম বে বন্দুক তুলিয়া তাহা শূন্যে আন্দোলিত করিয়া বলিল, "শীঘ্রই তোদের কাল পূর্ণ হইবে।"

মিঃ মঙ্ক কাসেম বের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিলেন, কিন্তু মিঃ ওয়াট তাহাতে বাধা দিলেন। ইত্যবসরে কাসেম বে তাহার অনুচরবর্গের নিকট চলিয়া

গেল। মিঃ ওয়াট মঙ্ককে বলিলেন, "এইবার উহারা আমাদের আক্রমণ করিবে; চল, আমরা আমাদের আশ্রয় স্থানে ফিরিয়া যাই।"

মিঃ ওয়াট ও মঙ্ক মসজিদের গম্বুজের পাশে গিয়া তাহার চতুর্দিকস্থ জাফ্রির ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলেন পূর্বোক্ত বৃদ্ধ আরব সর্দার তাহার সহচরগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতেছে। সমাগত অশ্বারোহীগণের প্রায় অর্ধেক লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অবশিষ্ট লোকগুলি অশ্ব ত্যাগ করিয়া পদব্রজে মসজিদ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল; কিন্তু তাহারা মসজিদের নিকট আসিল না, কিছুদূরে বালুকাস্তূপের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক মসজিদের ছাদ লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। মিঃ ওয়াট ছাদের যে স্থানে দাঁড়াইয়া কাসেম বের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, আততায়ীরা সেই স্থানেই পুনঃ পুনঃ গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে কয়েকজন আরব কুঠার হস্তে মসজিদের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তি সর্ব প্রথমে দ্বারে কুঠারাঘাত করিল, মিঃ মঙ্ক ওয়াটের আদেশে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। আরব তৎক্ষণাৎ দ্বার প্রান্তে নিপাতিত হইল, আর সে উঠিল না। যে সকল আরব অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মসজিদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের পুরোবর্তী তিনজন 'ম্যাগাজিন' রাইফেলের অব্যর্থ গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করিল। তাহাদিগকে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী অশ্বারোহীরা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

কিন্তু এই সকল মরুচর আরব অশ্বারোহী সাহস ও বীরত্বে কোন ইউরোপীয় বীরপুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে পরলোকে স্বর্গের অধিবাসী হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করিতে কৃতসংকল্প হইল। কাসেম যে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল কয়েক জন নাস্তিক ইংরাজ মসজিদ সমাহিত পীরের সমাধি খনন করিয়া তাঁহার অস্থি-কঙ্কাল তুলিয়া ফেলিতে আসিয়াছে; যাহারা এই ভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়া মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, পীরের সমাধি বিধ্বস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তাহারা মুসলমান ধর্মের মহাশত্রু; তাহাদিগকে হত্যা করিতে গিয়া যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়—সে মৃত্যু প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানেরই প্রার্থনীয়। কাসেম বের অনুচরেরা তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; তাহার মনের কথা তাহারা জানিত না।

সুতরাং কয়েকজন আরব অশ্বারোহী ইংরাজের গুলিতে নিহত হওয়ায় যদিও

তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী অন্যান্য অশ্বারোহীর গতিরোধ হইল, তথাপি তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল না। তাহারা 'আল্লা হো আকবর' শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে মসজিদ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা দ্বারের নিকট সমবেত হইয়া দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বারের ভিতরের দিকে ইট পাথর স্তূপাকারে পড়িয়াছিল; তাহা অপসারিত না হইলে যদিও দ্বার খুলিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি যদি তাহারা দ্বার ভাঙিয়া সেগুলি অপসারিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার আশা বিলুপ্ত হইবে বুঝিয়া মিঃ ওয়াট, মঙ্ক ও ম্যাকলেঙকে সঙ্গে লইয়া দ্বারের ঊর্ধ্বস্থিত ছাদে উপস্থিত হইলেন, সেই ছাদের কিয়দংশ পূর্বেই তাঁহারা ভাঙিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারা সাবলের সাহায্যে সেই ছাদের অবশিষ্ট অংশটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। তাহা মহাশব্দে দ্বারসন্নিহিত আরবগণের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে পিষিয়া ফেলিল। ধূলিরাশিতে আকাশের বহুদূর পর্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইল।

ইট পাথরে চাপা পড়িয়া অনেকে জীবন্ত সমাহিত হইল, অনেকের মাথা ফাটিল; তাহারা অসহ্য যন্ত্রণার আর্তনাদ করিতে লাগিল। অনেকে প্রাণের মায়া বিসর্জন করিতে না পারিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

মিঃ মঙ্কের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে টোটা থাকিলে এই সময় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, শত্রুরাও হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত; কিন্তু টোটার অল্পতাবশত তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা গুলি-বর্ষণে বিরত হইয়া তাঁহাদের আশ্রয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন দ্বারের আর চিহ্নমাত্র নাই, সেখানে ইট পাথরের প্রকাণ্ড স্তূপ সঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিলেন কোন দিকের প্রাচীর না ভাঙিয়া শত্রুগণ অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শত্রুরা যাহাতে প্রাচীরের নিকট আসিতে সাহস না করে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে গুলি চালাইতে লাগিলেন।

এই সকল কাণ্ডের পর আততায়ীরা আর প্রাচীরের নিকট অগ্রসর হইল না, তাহাদের দলের অনেক লোকই আহত হইয়াছিল; যাহারা জীবিত রহিল, গুরুতর পরিশ্রমের পর তাহারা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইল। মসজিদের বাহিরে দুই একটি কূপ ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে এক বিন্দুও জল ছিল না সুতরাং শত্রুর গুলি অপেক্ষা পিপাসার আক্রমণ তাহাদের পক্ষে অধিকতর আতঙ্ক-জনক হইয়া উঠিল।

উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণ ক্ষান্ত হইলে ইঞ্জিনীয়ার ম্যাকলেঙ মিঃ মঙ্ককে বলিল,

'আপাততঃ উহারা আর আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করিবে না। আমার বিশ্বাস, রাত্রে উহারা আর একবার মসজিদে প্রবেশের চেষ্টা করিবে; প্রত্যুষেও চেষ্টা করিতে পারে। রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া আমরা প্রত্যেকে দুই এক ঘণ্টা ঘুমাইতে পারি।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'আমি অধিক পরিশ্রান্ত হই নাই, আমি পাহারায় থাকিব; —তোমরা সকলেই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পার।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'কিন্তু আমরা সিঁড়ির ভিতে যে গহ্বর আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা এখনও পরীক্ষা করা হয় নাই। দূষিত বাষ্প বোধ হয় এতক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে; আমি সেই গহ্বর পরীক্ষা করিতে চলিলাম।'

মিঃ ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির আলোকে পূর্বোক্ত গহ্বর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একটি দেশলাই জ্বালিয়া সেই গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন; তাহা নীচে পড়িয়া নিবিয়া গেল। তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন গহ্বরে প্রবেশ করিলে বিপন্ন হইবার আশংকা। তখন তিনি বাতিটা এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে সাবলের সাহায্যে সেই গহ্বরটি প্রশস্ত করিলেন; তাহার পর তাঁহার বৈদ্যুতিক বাতি হাতে লইয়া গহ্বরের ভিতর নামিয়া পড়িলেন।

গহ্বরটি বৃহৎ নহে; গহ্বর মধ্যে একটি বৃহৎ লোহার সিন্দুক! সিন্দুকে একটি লোহার তালা; তালাটি এত বৃহৎ যে, তাহার ওজন চারি পাঁচ সের হইতে পারে! তালাটি যেরূপ বৃহৎ সেইরূপ দৃঢ় ছিল; কিন্তু বহুকাল যাবৎ তাহা গুহার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহাতে এরূপ মরিচা ধরিয়াছিল যে, তাহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল। মিঃ ওয়াট তালাটির ডাণ্টির উপর সজোরে আঘাত করিতেই, ডাণ্টিটা চূর্ণ হইয়া সিন্দুক হইতে খসিয়া পড়িল! তখন মিঃ ওয়াট স্পন্দিত বক্ষে সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ফেলিলেন।

তালার নীচে তিনি কারুখচিত একখানি রেশমী পর্দা দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই পর্দাখানি তুলিয়া ফেলিলেন। পর্দার নীচে কাপড়ে বাঁধা একটি কাঠের বাক্স ছিল; বাক্সের ভিতর একখানি পুরু কাগজে আরব্য ভাষায় কয়েক ছত্র কি লেখা ছিল, মিঃ ওয়াট তাহা পাঠ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা বাক্সে রাখিয়া বাক্সটি সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। বাক্সের নীচে একখানি পশমী রুমাল ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছিল; তিনি সেই রুমালখানি তুলিয়া ফেলিলে কাগজের একটি মোড়ক দেখিতে পাইলেন। মোড়কটি ছিঁড়িয়া ভিতরে হাত পুরিয়া দিতেই যাহা তাঁহার হাতে ঠেকিল, তাহাই টানিয়া তুলিলেন। বিদ্যুতের

আলোকে দেখিলেন তাহা কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা, ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জের আমলের গিনি! কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলি যেন সেই দিনই টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছে।

মিঃ ওয়াট বাতির আলোকে দেখিলেন সিন্দুকের অবশিষ্ট অংশ সেইরূপ গিনি দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে! তাঁহার ধারণা হইল মঙ্কের পিতামহ-প্রদত্ত সমস্ত গিনিই সেখানে সঞ্চিত রহিয়াছে! তিনি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া কাঠের বাক্সটি লইয়া দ্রুতবেগে মঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'ভাই, আমাদের সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সফল হইয়াছে। তোমার পিতামহ মহম্মদ আলিকে যে সকল মোহর দিয়াছিলেন সমস্তই পাওয়া গিয়াছে। আর এই বাক্সে একখানি কাগজ পাইয়াছি; ইহাতে কি লেখা আছে পড়িতে পারি নাই। তুমি পড়িতে পারিবে ভাবিয়া লইয়া আসিয়াছি।'

মিঃ মঙ্ক আনন্দে উৎসাহে অধীর হইয়া বলিলেন, 'পাওয়া গিয়াছে? আঃ, কি সৌভাগ্য! কিন্তু শেষরক্ষা হইবে কি? টাকার লোভ আমার নাই, আমার পিতামহ নিরপরাধ হইয়াও যে মিথ্যা কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন—সেই কলঙ্ক হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে; আমার সকল পরিশ্রম সফল হইবে। কাগজখানিতে কি লেখা আছে দেখি; ইহা যে চিঠি বলিয়া বোধ হইতেছে, মহম্মদ আলির স্বহস্ত-লিখিত পত্র! আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া তোমাকে ইহার অনুবাদ শুনাইতেছি।'

আরবী ভাষায় লিখিত পত্রখানির অনুবাদ এই—

"ইংরাজরাজের জাহাজের কাপ্তেন মঙ্ক সাহেব বরাবরেষু—

এতদ্দ্বারা তোমাকে অবগত করা যাইতেছে যে, কতকগুলি নীচাশয় দুর্বৃত্ত লোক আমার সুনাম কলঙ্কিত করিবার দুরভিসন্ধিতে আমার স্বাক্ষরিত রসিদখানি (তোমার নিকট পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড বুঝিয়া পাইয়া যে রসিদ তোমাকে দিয়াছিলাম) তোমার নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছিল। রসিদখানি অপহৃত হওয়ায় তোমাকে বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। পার্থিব সুখ ভোগের জন্য আমি করুণাময় খোদার নিকট যে মেয়াদী পাট্টা পাইয়াছিলাম, তাহার মেয়াদ শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এইজন্য আমি তোমার ক্ষতিপূরণের অভিপ্রায় করিয়া এই পত্রের একপ্রস্ত নকলসহ একখানি আসন তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। প্রেরিত আসনখানিতে তুমি যে নক্সা দেখিতে পাইবে, তাহা

আমার নির্মিত এল-হাসেন মসজিদের বনিয়াদের নক্সা। যদি তুমি, কিম্বা তোমার পুত্র, কিম্বা তোমার কোন কর্মচারী কখনও এই মসজিদে উপস্থিত হইতে পারে বা পারো, এবং নক্সার যে অংশে সোনামুখী ফুলের গুচ্ছ আছে, মসজিদের মেঝের নীচে ভূগর্ভস্থ কক্ষের সিঁড়ির ভিতরে ঠিক সেইস্থান খনন করিতে পার বা পারে, তাহা হইলে তুমি যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে। কারণ আমি তোমার মারফৎ যে সকল স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলাম—তাহা ঠিক সেই স্থানে সঞ্চিত থাকিল। এই গুপ্ত কথা অন্য কেহই জানে না, এবং কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও নাই। তুমি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই অর্থরাশি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পার। ইহা আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে দান করিলাম; আমার পুত্রের বা আমার উত্তরাধিকারীগণের এই অর্থের উপর কোন দাবী রহিল না।

সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ করুণাময় আল্লাকে সাক্ষী রাখিয়া আমি এই পত্র শেষ করিলাম। তাঁহার নাম ধন্য হউক।

ওয়াট পত্রখানির মর্ম অবগত হইয়া বলিলেন, 'বুড়া সেখের পো তবে ত নিতান্ত অধার্মিক লোক ছিল না হে! প্রাচ্য দেশের লোক বিশেষতঃ যাহারা সদাপ্রভুর কৃপার অভাবে ধার্মিক হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা যে উদারপ্রকৃতি ও ধর্মনিষ্ঠ হইতে পারে, আমার এরূপ ধারণা ছিল না। অপকর্ম করিয়া মৃত্যুর পূর্বে বুড়া মিঞার মনে বোধ হয় কিঞ্চিৎ অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল। অর্থপিশাচ ও নীচাশয় বলিয়া তাহার যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয় সত্য নহে।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, 'এখন ত তাহাই বোধ হইতেছে; যাহা হউক, মহম্মদ আলি টাকাগুলি আমার পিতামহকে প্রেরণ করিলেই ভাল করিতেন, এ ভাবে ক্ষতিপূরণের প্রবৃত্তি যেন তাঁহার ভাগ্যকে উপহাস করা। আমরা এতদূর কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এখানে না আসিলে ত টাকাগুলার সন্ধান পাইতাম না; তাঁহার দান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত, এখনই যে কি হইবে তাহাও জানি না।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'ইহা সরলতার পরিচায়ক না হইলেও তোমার পিতামহকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্য তাহার ছিল, এরূপ মনে হয় না। টাকাগুলা সমস্তই আছে; এখন লইয়া যাইতে পারিলেই হয়। তুমিই এই বিপুল অর্থের বৈধ অধিকারী এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।'

অল্পকাল পরে সিন্দুক হইতে মোহরগুলি বাহির করিয়া মসজিদের ছাদে

আনয়ন করা হইল। সায়ংকালে আরবেরা ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া তালকুঞ্জে নিদ্রিত হইল ; কিন্তু তাহাদের প্রহরীরা জাগিয়াছিল বলিয়া কেহই মসজিদ ত্যাগের চেষ্টা করিলেন না। অতঃপর কি কর্তব্য, তাহাই সকলে আলোচনা করিতে বসিলেন। মিঃ ওয়াট বলিলেন, আমাদের একমাত্র উদ্ধারের আশা হায়েসের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি তাঁহার নূতন এরোপ্লেন লইয়া এদিকে আসিতে চাহিয়াছিলেন ; তিনি আসিয়া পড়িলেই আরবেরা পলায়ন করিবে। শুনিয়াছি উহারা এরোপ্লেন দেখিয়া বড় ভয় পায়।

সন্ধ্যার পর চন্দ্রোদয় হইল। আরবদিগের আড্ডা হইতে মিশ্র কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল ; তাহাদের দলের অনেক লোক গান আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পানীয় জলের সন্ধানে অন্যান্য পল্লীর দিকে চলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ম্যাকলেণ্ড পাহারা দিতে দিতে চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল কাসেম বে পূর্বোক্ত বৃদ্ধ আরবকে সঙ্গে লইয়া মসজিদের দিকে আসিতেছে। তিনি মিঃ মঙ্ককে তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইলেন।

তাহারা মসজিদের প্রাচীরের নীচে উপস্থিত হইলে মিঃ মঙ্ক প্রাচীরের উপর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়েরা আবার কি মতলবে আসিয়াছেন? আমাদিগকে কোতল করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, এমন কি লোভ দেখাইয়া আমাদের বশীভূত করিতে আসিয়াছেন? আপনাদের অনেক অনুচর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, আপনাদেরও সে লোভ আছে না কি? অবশিষ্ট অনুচরেরা আপনাদের কিরূপ আশীর্বাদ করিতেছে?'

কাসেম বে কোন কথা বলিল না ; বৃদ্ধ আরব তাহার দেশীয় ভাষায় মিঃ মঙ্ককে বলিল, তাহারা গৃহহীন বেদুইন, মরুভূমিতেই তাহাদের বাস, পশুপালন তাহাদের উপজীবিকা, তাহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নহে, যুদ্ধে তাহাদের অনুরাগও নাই। কাসেম বে তাহাদের দেশীয় প্রথায় তরবারী হস্তে একজনের সহিত যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে কাসেম বের পরাজয় হইলে তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না, শত্রুতাসাধনেরও চেষ্টা করিবে না ; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিলে তাঁহারা বন্দী হইবেন, এবং প্রত্যেককে হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে।

মিঃ ওয়াট বৃদ্ধ আরবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কাসেম বেকে বলিলেন, 'কি হে শয়তান! তুমি কি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছ? আমাদের একজনের সহিত লড়াই করিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য তোমার কি বড় সখ হইয়াছে?'

কাসেম বে গর্জন করিয়া কহিল, 'শয়তান আমি না তোমরা? আমার ইচ্ছা

তোমাদের একজনকে বধ করিয়া জাহান্নমে পাঠাই ; তোমাদের ন্যায় বিধর্মীর স্বর্গের অধিকার নাই। তোমরা চোর, আমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছ। সে সম্পত্তি আমরাই অধিকার করিব ; তোমাদের কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে বল।'

মিঃ ওয়াট বলিলেন, 'আমিই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি ; তবে তলোয়ার ও ঘোড়া তোমরাই আমাকে দিবে। আমাদের সঙ্গে ঘোড়াও নাই, তলোয়ারও নাই।'

মিঃ মঙ্ক ওয়াটকে বলিলেন, 'তুমি কি উহার সহিত অসিযুদ্ধ করিতে পারিবে ? কাসেম যে অসিচালনে সুদক্ষ না হইলে এইরূপ যুদ্ধের প্রস্তাব উত্থাপনে সাহস করিত না।

মিঃ ওয়াট বলিলেন, আমার অসিযুদ্ধের অভ্যাস আছে ; বিশেষতঃ, আমি কাসেম বে অপেক্ষা দুর্বল নহি।—তবে কথা এই যে, উহার প্রদত্ত অশ্ব ও তরবারি উৎকৃষ্ট হওয়া চাই ; কিন্তু তাহা পাইব কি না সন্দেহ। এই দুর্বৃত্তকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।'

মিঃ মঙ্ক বৃদ্ধ আরবকে ওয়াটের সন্দেহের কথা বলিলেন ; বৃদ্ধ উত্তর করিল, 'কাসেম বে সৎলোক নহে ; সে অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ যুদ্ধে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না। সে তাহার অঙ্গীকারের জামিন স্বরূপ তাহার পুত্রকে প্রহরীসহ আপনাদের নিকট প্রেরণ করিবে ; কিন্তু আপনারা বোধ হয় এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন না।'

মিঃ মঙ্ক বলিলেন, " না, আমরা তোমাদের কোন প্রহরীকে এখানে আসিতে দিব না। ইচ্ছা হয় তোমরা ঘোড়া ও তলোয়ার পাঠাইতে পার, তাহা পরীক্ষা করিয়া আমরা কর্তব্য স্থির করিব।"

কাসেম বে বৃদ্ধ আরবের সহিত প্রস্থান করিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, একটি বালক পাঁচটি ঘোড়া ও কতকগুলি তরবারি সঙ্গে লইয়া মসজিদপ্রান্তে সমাগত হইল। অশ্বগুলি তেজস্বী, তরবারি বিভিন্ন আকারের। সে ঘোড়াগুলিকে সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া ও তরবারিগুলি মাটিতে ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

মিঃ ওয়াট সঙ্গীগণের নিকট বিদায় লইয়া রজ্জুর সাহায্যে মসজিদের ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।' টম বন্দুক হাতে লইয়া ছাদের ধারে বসিয়া বলিল, শয়তানটা যদি অন্যায় যুদ্ধে আমার প্রভুকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।'

মিঃ ওয়াট ঘোড়া পাঁচটি পরীক্ষা করিয়া একটা ঘোড়া বাছিয়া লইলেন, তরবারিগুলির মধ্যে একখানি তরবারি তাঁহার পছন্দ হইল।

মিঃ ওয়াট অশ্বে আরোহণ করিয়া তরবারি হস্তে তালকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কাসেম বে একটি বৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। সে তাঁহাকে দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে তাহার দীর্ঘদেহ বীরের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার চারিদিকে বহুসংখ্যক আরব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল।

দুই বীরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাসেম বে অসিচালনে সুদক্ষ, তাহার সুশাণিত তরবারি বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে লাগিল; চন্দ্ররশ্মি তাহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় সেদিকে চাহিতে দর্শকগণের চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতে লাগিল। কাসেম বে মনে করিয়াছিল মিঃ ওয়াট অসিচালনে সুনিপুণ নহেন, সে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, বিজয়লক্ষ্মী তাহারই অঙ্কশায়িনী হইবেন; কিন্তু কয়েক মিনিট যুদ্ধ করিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অসিযুদ্ধে শিক্ষানবিশ নহেন। মিঃ ওয়াট তাহার প্রত্যেক আঘাত ব্যর্থ করিতে লাগিলেন।

প্রায় পনের মিনিট যুদ্ধের পর কাসেম বে ক্লান্ত হইয়া অস্ত্র সংবরণ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। সে আশা করিল মিঃ ওয়াট তাহাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া বিশ্রামের জন্য একটু অবসর দান করিবেন; কিন্তু তিনি এই সুযোগ নষ্ট করিলেন না, তাঁহার তেজস্বী অশ্ব সবেগে পরিচালিত করিয়া মুহূর্তমধ্যে কাসেম বের উপর নিপতিত হইলেন, এবং সে মিঃ ওয়াটের উদ্যত অসিমুখ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্বেই মিঃ ওয়াটের সুদীর্ঘ তরবারি তাহার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত হইল। কাসেম বে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল।

কাসেম বেকে আহত দেহে ভূপতিত হইতে দেখিয়া সমবেত আরবেরা ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, এবং তাহারা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া 'মার মার' শব্দে মিঃ ওয়াটকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুইজন অশ্বারোহী সর্বাগ্রে মিঃ ওয়াটের উপর আপতিত হইল; মিঃ ওয়াট দুইজন আরবকে দুইদিক হইতে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মসজিদের ছাদ হইতে বন্দুকের গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। মুহূর্ত মধ্যে ওয়াটের আততায়ীদ্বয়ের প্রাণহীন দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। অন্যান্য আরবেরা এই আকস্মিক

বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া মসজিদের ছাদের দিকে চাহিয়া হইয়া রহিল, তাহাদের উদ্যত অসি আর অবনত হইল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানি প্রকাণ্ড এরোপ্লেন 'ঘ্যানর ঘ্যানর' শব্দে স্তব্ধ নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া আরবগণের মাথার উপর ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বিরাটদেহ বিহঙ্গের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে ভূতলে অবতরণ করিতেছে—দেখিয়া আরবেরা 'শয়তান, শয়তান' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল; একজনও আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিল না।

টম আনন্দে করতালি দিয়া বলিল, 'আর ভয় নাই; কাপ্তেন হায়েস এরোপ্লেন লইয়া আসিয়াছেন! ঐ দেখুন আরবেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে মরুভূমির দিকে পলায়ন করিতেছে!'

কাপ্তেন হায়েস কয়েকজন অনুচরসহ মসজিদের অদূরে অবতরণ করিলেন। তিনি মিঃ ওয়াটকে আলিঙ্গন করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ ওয়াট তাঁহাদের বিপদের কথা সংক্ষেপে তাঁহার গোচর করিলেন।

কাপ্তেন বলিলেন, আমি ঠিক সময়েই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি আজ রাত্রেই যদি এখানে পৌঁছিতে না পারিতাম তাহা হইলে তোমাদের জীবন রক্ষা হইত কি না সন্দেহ।'

*   *   *   *

পূর্বোক্ত ঘটনার পাঁচ সপ্তাহ পরে মিঃ ওয়াট ও টম মার্সেলিসের বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া মিঃ মঙ্কের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিঃ মঙ্ক যে বিপুল অর্থ মসজিদ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ তাঁহার জাহাজের কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। মিঃ ওয়াট টমকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই কার্যোপলক্ষে প্যারিস যাত্রা করিলেন।

ছোটদের কিছু উপহার দিতে হলে হাতে তুলে দিন বই এবং শৈব্যা পুস্তকালয়ের বই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [অপু সিরিজ]

অপুর ছেলেবেলা	৬'০০
ছোটদের অপরাজিত	৬'০০
ছোটদের কাজল	৬'০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের [ঘনাদা সিরিজ]

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫'০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫'০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের [টেনিদা সিরিজ]

ঝাউবাংলোর রহস্য	৫'০০
চারমূর্তি	৫'০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [শিকার কাহিনী]

সুন্দরবনে সাত বৎসর	৫'০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের [ডাকাতের গল্প]

তাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে জবার ফুল গোঁজা। পুরনো বাংলার সেই সব দুর্ধর্ষ ডাকাতের কাহিনী নিছক কাল্পনিক নয়। একেবারে দলিলদস্তাবেজ, ইতিহাস ঘেঁটে সত্যিকার ঘটনা লিখেছেন। এ ডাকাত অন্য সব ভুয়ো বাংলার ডাকাতের মতো গালগল্প নয়, একেবারে সত্যিকার……

বাঙলার ডাকাত

॥ প্রথম পর্ব ॥	৫'০০	॥ তৃতীয় পর্ব ॥	৬'০০
॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥	৬'০০	॥ চতুর্থ পর্ব ॥	৬'০০